

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ७७५५% मश्र



১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল

বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারত। ১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল করে পালটা দিল বাংলাদেশ। চুক্তিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য একটি টাগ জাহাজ নির্মাণের কথা ছিল।

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয় এসএসসি'র ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর উত্তরপত্রে কারচুপি করা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরাও আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। 🕨 🕽 🔾

২৫° ৩৩° ২৬° ৩৪° ২৫°
স্বনিদ্ধ সবেচ্ছি স্বনিদ্ধ সবেচ্ছি ৩৪° ২৪° ৩৩° _{সবোচ্চ} স্বনি শিলিগুড়ি জলপাইগুডি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার

হার্ভার্ডে বিদেশি ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি বাতিল করল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। ফলে প্রায় সাত হাজার **>> 20** শিক্ষার্থীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 24 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 6

ঢাকায় আজ জমায়েত

ওয়াকারকে সরানোর চেণ্ডা



ঢাকা, ২৩ মে : পদত্যাগপত্র লিখেও থমকে গেলেন মুহাম্মদ ইউনুস। প্রধান উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি আমেরিকাগামী বিমানে উঠে পড়বেন বলে জল্পনা ছিল বহস্পতিবার রাত থেকে। শুক্রবার মাঠে নেমে পড়লেন ইউনুস সমর্থকরা। তাঁদের ডাকে শনিবার 'মার্চ ফর ইউনুস' অভিযান হবে ঢাকায়। শাহবাগৈ ওই জমায়েতের জন্য ঢাকা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে শুক্রবার।

মূলত দুটি দাবি ওই অভিযানের। প্রথমত, ইউনূসকে অন্তত পাঁচ বছর ক্ষমতায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিবর্চন পরে, আগে সংস্কার করতে হবে। অথচ সেনাবাহিনী থেকে বিএনপি, দ্রুত নির্বাচন করানোর জন্য চাপ তৈরি করছিল অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। সংস্কারের ব্যাপারেও অন্তর্বর্তী সরকারের এক্তিয়ার খুব সীমিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে নিবর্চন করাতে হবে, বলেছিলেন গত মঙ্গলবার।

শুক্রবার সেই সেনাপ্রধানকেই সবিয়ে দেওয়ার আলোচনা শুরু সরকারের অন্দরে। ১০ জুনের মধ্যে দীর্ঘ জুলাই প্রকাশ করে সেই সংবিধান স্থগিত করে রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধানকে। জুলাই

রাষ্ট্রপতিকে সরানোর ছিলেন। সেই তালিকায় এখন যোগ হল ওয়াকাবেব নাম।

জাতীয় নাগরিক ইসলাম নাহিদ আহ্বায়ক বৃহস্পতিবার যমুনা ভবনে বৈঠক করার পর ইউনুসের ইস্তফার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুক্রবার



াদনভর তৎপরতা

- ইউনুসকে স্বপদে বহাল রাখার পক্ষে সক্রিয় অনেক মহল
- 🔳 শনিবার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযানের ডাক
- সেনাপ্রধানকে অপসারণের তৎপরতা অন্তর্বর্তী সরকারে
- ইউনুস বিরোধিতায় ভারতের হাত আছে বলে অভিযোগ

১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ফেসবুক পোস্টে পুরো বিষয়টির ভারতকে^{*} নিশানা করেন। তিনি ঘোষণাপত্র লেখেন, 'দিল্লি থেকে ছক আঁকা ্ঘোষণাপত্র হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করার। গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত দেওয়া হতে পারে। সেই সুযোগে করে আরেকটা এক-এগারোর একসঙ্গে অপসারণ করা হতে পারে বন্দোবস্ত করার পাঁয়তারা চলছে।' এরপর বারোর পাতায়

২৫টি ওষুধ বাজার

থেকে প্রত্যাহার

>> সাতের পাতায়

অ্যাপলকে ফের

হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

🕨 নয়ের পাতায়



যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি এখন

গৌতম সরকার



এই আসছেন। মুহুর্তে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড য়য়তা খবর। বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নৱেন্দ্ৰ

উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ই জানা গিয়েছিল। আগাম খবর ছিল না বিজেপির উত্তরবঙ্গের নেতাদের কাছেও। তাঁরা হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লির হঠাৎ 'বজ্ৰনিঘোঁষে' এখন মোদির সমাবেশের জন্য লোক জোগাড়ে রাত-দিন এক করতে হচ্ছে তাঁদের। কেন আসছেন তিনিং অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যগাথা নাকি শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখে।

বিজেপির ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের দাবি সেরকম**ই**। তিনি দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ফলে তাঁর কথার সত্যতা নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। আগামী বৃহস্পতিবার মোদির আলিপুরদুয়ারের জনসভা। ঠিক এক সপ্তাহ আগে গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দীপকের দাবির যথার্থতা স্পষ্ট। যুদ্ধ থেমে গেলেও রণহুংকার এখন মোদির অস্ত্র।

সগর্বে বলেছেন, '২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তাদের বদলা ২২ মিনিটে নিয়েছি।' একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। ধরে নেওয়া যায়, আলিপুরদুয়ারের সভাতেও সেই যুদ্ধোন্মাদনার ঢাকে কাঠি পেটাবেন তিনি। শুধু মোদির ভাষণে নয়, যুদ্ধের আবহের আরও নানা উপাদান এখন চারদিকে। আটদিনের ব্যবধানে পাক

এরপর বারোর পাতায়

সাতপাকের সাক্ষী ওয়ালিমার মঞ্চ

মানবতাই আসল ধর্ম, বুঝিয়ে দিল পুনের সাম্প্রতিক এই ঘটনা। বৃষ্টির জন্য নম্ট বিয়ের কুঞ্জ। পেরিয়ে যাচ্ছিল লগ্ন। এমন কঠিন সময়ে ওয়ালিমার মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করল কাজি পরিবার।

পুনে, ২৩ মে : আমি চাই, ধর্ম বলতে মানুষ বুঝবে মানুষ শুধু… কবির সুমনের গানটি বোধহয় পুনের কাজি, কাওয়াডে বা গালান্দে পরিবার শোনেনি কখনও। কিন্তু মনেপ্রাণে তারাও বিশ্বাসী মানবধর্মে। একটি মঞ্চে বিয়ের সাজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারজন। মুখে চওড়া হাসি। প্রকৃতি যেন একসূত্রে বেঁধে দিল দুই

কীভাবে? গত মঙ্গলবারের

ঘটনা। ওয়ানাওয়াডিতে খোলা আকাশের নীচে বসেছিল সংস্ক্রতী কাওয়াডে ও নরেন্দ্র গালান্দের বিয়ের আসর। আমন্ত্রিতদের ভিড়ে ঠাসা চারদিক। সাতপাকে বাঁধা পড়ার আগেই গর্জে উঠল মেঘ। মুষলধারে বৃষ্টি নামল আকাশের গাঁ বেয়ে। মুহুর্তে নম্ভ হয়ে গেল জাঁকজমকপূর্ণ আঁয়োজন। হইহই পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। যে যেদিকে পারলেন ছটলেন মাথা বাঁচাতে। বিশেষ দিনটি বৃষ্টির জলে মাটির মতো ধুয়ে যাওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সংস্ক্রুতী আর নরেন্দ্র। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। মুখে কথা নেই কারও। কত স্বপ্ন দেখেছিলেন এই



(ইসলাম

পরবর্তী

দিনের জন্য। দুই পরিবার চিন্তিত, লগ্ন পেরিয়ে গেলে তো মহামুশকিল। ঠিক পাশেই একটি হলঘরে

'নিকাহ'

'ওয়ালিমা'

ধর্মাম্বলম্বীদের

অনুষ্ঠান) চলছে। ঘরভর্তি অতিথি- কাছে। যদি হলঘরের মঞ্চটি একবার অভ্যাগতরা। মঞ্চে মাহীন আর মহসিন কাজি। মনে কিছুটা সংকোচ নিয়েই সাহায্য চাইতে নরেন্দ্রর পরিজনরা গেলেন কাজি পরিবারের

নিজের পরিবার

IVF • IUI • ICSI

© 740 740 0333 / 0444

ফার্টিলিটি সেন্টার

সম্পূর্ণ করুন.

ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সন্ধে ৬টা ৫৬ মিনিটের মধ্যে যে সাতপাকে বাঁধা পড়তে হবে সংস্ক্রতী-নরেন্দ্রকে। রাজি হতে একবারের জন্যও

কোচবিহার

গালান্দেদের ভাবনায় ছিল না পহলগাম কাগু। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েই তো গাওঁয়া হয় মানবতার জয়গান। এক বৃত্তে দুটি কুসুম একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে যেমন। শুধুমাত্র মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া নয়, ওই পরিবারের আমন্ত্রিতরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রস্তুতিতে।

ভাবেননি ওঁরা। কাজিদের মাথায়

আসেনি ওয়াকফ সংশোধনী বিতর্ক

বা ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ। কাওয়াডে-

উদ্দেশ্য একটাই. যেন সমস্ত নিয়ম মেনে পালিত হয় আচার। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে হিন্দু দম্পতিকে সাতপাকে ঘুরতে দেখছিলেন মাহীন-



প্রায় এক মাস পর ঘরে ফিরলেন পাকিস্তানের হাতে বন্দি বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড জমল হাওডা স্টেশনে। শুক্রবার। -পিটিআই

মীনাক্ষী-উদয়ন তৰ্জা

পএমের কার্যালয়

দিনহাটা, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা শহরে এক জনসভা থেকে ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনহাটা শহরে সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গতকাল সকাল থেকে মীনাক্ষীর ভিডিও ছডিয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে পালটা হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় তুণমূল নেতৃত্বকে। অভিযোগ, তারই জেরে এদিন দল বেঁধে হাসপাতাল মোড়ে থাকা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানা থেকে একেবারে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সিপিএম কার্যালয়ে ভাঙচরের ঘটনায় পলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের অভিযোগ, দিনহাটায় তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল শুক্রবার দুপুরে ভাঙচুর চালিয়েছে দলীয় কার্যলিয়ে তালাও মেরে দেয় তারা। এদিন তারা দলীয় পতাকাও নামিয়ে দিয়েছে, যা তৃণমূলের আমাদের পকেটে থাকেন। আর



ভাঙচুরের পর তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দিনহাটার সিপিএম কার্যালয়ে।

সংস্কৃতিকেই তুলে ধরছে। আমরা দিনহাটায় গিয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে থানায় অভিযোগ দায়ের করব।' পুলি**শে**র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনন্ত বলেন, 'পুলিশ এক্ষেত্রে কেবল দর্শকের ভূমিকাই বরাবর পালন করে আসছে। তবে এবার তাদের সঙ্গে কথা বলে আসা হবে, যাতে কর্মীরা নিশ্চিন্তে দলীয় কার্যালয়ে কাজকর্ম করতে পারে।'

গতকাল মাথাভাঙ্গার জনসভায় উদয়নকে নিশানা করে মীনাক্ষী বলেন, 'উদয়নের মতো নেতা

পুলিশের ছাতা তাঁদের মাথা থেকে সরলেই রাস্তায় বেরোতে পারবেন না।' শুক্রবার সকাল থেকে মীনাক্ষীর এই বক্তব্য ছডিয়ে পডতেই শুরু হয় রাজনৈতিক তর্জা। মন্ত্রীও মীনাক্ষীকে একহাত নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'যদি মীনাক্ষীর এই জোশ একইরকম থাকে তাহলে তিনি যেন পুলিশ ছাড়া একবছরের মধ্যে দিনহাটায় সভা করে যান।' তিনি আরও বলেন, 'যদি আমার মাথার ওপর পুলিশের ছাতা থাকত তাহলে আর দিনহাটায়

আমাকে আক্রান্ত হতে হত না।' এরপর বারোর পাতায়

মিলল বাংকার, চিন্তা পুলিশের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভেটাগুড়ি, মে ২৩ ধানখেতের পাশে টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি বাড়ি। ভেতরে দুটো চালাঘর। আর পাঁচটা গ্রাম্য বাডির মতন আপাতসাধারণ ওই ভেতরেই গোপনে তৈরি হচ্ছিল বিশাল বাংকার। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, রাত হলেই বাড়িতে আনাগোনা শুরু হত বহিরাগতদের। যাতায়াত করত নানা ধরনের গাড়ি। দিনহাটার ভেটাগুড়ির সিঙ্গিজানি গ্রামের রহস্যময় ওই বাড়িটিই আপাতত পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার বাড়িটিতে অভিযান চালায় পলিশ। গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি, অভিযানের সময় বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তারপর আরও জটিল হয়েছে রহস্য। ওই বাডিতে ঘাঁটি গেডে কি পাচারচক্রের কারবার চলছিল, নাকি করা হচ্ছিল নাশকতার ছক? অভিযানের চারদিন পরও তা খোলসা করছেন না পুলিশের কর্তারা।

ওই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে রাজি নন দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র। সব শুনে তাঁর উত্তর, 'এ বিষয়ে কিছু জানি না'। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলে তিনিও 'ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলব' বলে ফোন কেটে দেন। পুলিশি অভিযানের পর থেকেই



চুপ প্রশাসন

■ মাস ছয়েক আগেই তৈরি হয় বাড়িটি

বাড়ির ভেতরে দু'মাস ধরে

তৈরি হচ্ছিল বিশাল বাংকার ■ রাত হলেই বাডিতে আনাগোনা শুরু হত বহিরাগতদের, যাতায়াত

করত নানা ধরনের গাড়ি ■ গ্রামের বাড়িতে লাগানো

হয়েছিল সিসি ক্যামেরা

 অভিযান নিয়ে কোনও কথাই বলছেন না পুলিশকতরা

গোটা বাড়িটি ভাঙচুর হওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কারা বাড়িটিতে ভাঙচুর চালাল তা-ও স্পষ্ট নয়।

রহস্যময় বাড়িটি ভেটাগুড়ি পুলিশ ক্যাম্প থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে অবস্থিত। পুলিশের নাকের ভিগাতেই ডেরা বেঁথে বড় ছক কষা

হলেও কেন কিছু টের পাওয়া গেল না তা নিয়ে উঠেছৈ প্রশ্ন। ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রিয়াংকা সরকার দে'র কথা, 'পুলিশ বাড়িটিতে অভিযান চালানোর পর অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। বাড়িটিতে বিশাল বাংকার তৈরি করা হচ্ছিল। এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জেনেছি বাইরের লোকজনও বাড়িটিতে আসত।[†] প্রিয়াংকার স্বামী তৃণমূল নেতা গৌতম দে বলেন, 'পুলিশ তল্লাশির সময় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে বলেই শুনেছি। ভেতরে ভেতরে বড় কোনও পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে পারত। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি।

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, রহস্যময় বাড়িটি মাস ছয়েক আগে তৈরি হয়েছিল। হোসেন আলি, তার দুই ছেলে হাসান, ওসমান এবং পরিবারের আরও দু'-তিনজন সদস্য সেখানে থাকতেন। কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকাতেও হোসেনদের একটি বাড়ি ছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে গাঁজা পাচার করতে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে গিয়ে ধরা পড়ে ওসমান। সে খবর জানাজানি হতে এলাকায় শোরগোল পড়েছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন. মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তাঁরা অভিযান

এরপর বারোর পাতায়

পড়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর এই কাণ্ড নিয়ে

তৃণমূলের অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপির অভিযোগ, উদয়ন গুহ

এসব পোস্ট করে ভারতীয় সেনাকে

উদয়ন। তাঁর যুক্তি, 'আমি অপারেশন

সিঁদুর বা ভারতীয় সেনাকে অসম্মান

করিনি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে

উদ্দেশ্য করে উদয়ন বলেন,

'প্রধানমন্ত্রী একটি হাস্যকর কথা

মন্ত্রীর কীর্তি

যদিও অভিযোগ মানতে চাননি

অসম্মান কবছেন।



খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

জালং হবে রঙ্গারুন চা বাগান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : টুং-সোনাদা-ঘুম পেরিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যখন-তখন আর পৌঁছে যেতে পারেন না অঞ্জন দত্ত। যানজটের নাগপাশে আটকে নাজেহাল হতে হয় মাঝপথে। এ তো গেল রাস্তার ছবিটা।

দার্জিলিংয়ে ঢোকার পরও নিস্তার নেই কিন্তু। পর্যটনের ভরা মরশুমে কখনও শৈলশহরের পথে হেঁটে দেখেছেন? সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও দেখে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন অনেকে।

দার্জিলিংকে সাজাতে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা যেন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে

সমীক্ষা বলে, পাহাড়ি অঞ্চল হিসেবে দার্জিলিংয়ের জনঘনত্ব বেশি। ভূমিকম্পপ্রবণ অনেকটা হিসেবে অতি স্পর্শকাতর এই শহরে বিপজ্জনকভাবে বহুতল মাথা তুলছে অবাধে। তাই 'নয়া দার্জিলিং' গড়ার কথা বারবার বলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই কাজে তৎপর হল গোখাল্যান্ড টেবিটোবিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

(জিটিএ)। প্রাথমিকভাবে জায়গা চিহ্নিত করে শিল্পপতি, বণিক মহল থেকে পর্যটিন ব্যবসায়ীদের সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসছেন জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত

অনীতের কথায়, 'যানজট সমস্যা মেটাতে আমাদের নতুন দার্জিলিং

বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে দার্জিলিং গড়তে হবে। শহর থৈকে ১৬ একটি পরিচিত নাম। দেশ-বিদেশ কিলোমিটার দূরে একটি চা বাগান থেকে পর্যটকরা প্রায় সারাবছর এলাকাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত বেড়াতে আসেন। এই বাড়তে থাকা করা হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে জনপ্রিয়তার ভিডে হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে উপনগরী গড়ার পরিকল্পনা সকলের। যানবাহনের চাপে কার্যত

একের পর এক বহুতলে ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে দার্জিলিং। ছবি : মৃণাল রানা

দার্জিলিং যাওয়ার পথে কার্সিয়াং থেকে শুরু করে সোনাদা, ঘুম, জোড়বাংলো, দার্জিলিং রেলস্টেশন ছাড়িয়ে চকবাজার পর্যন্ত যানজট নিত্যদিনের ছবি। পর্যটন মরশুমে সোনাদার পর থেকে দার্জিলিং অবধি যানজট এতটাই তীব্ৰ হয় যে, বাডতি তিন-চার ঘণ্টা পথেই কাটে অধিকাংশ পর্যটকের। বেড়াতে এসে মেজাজটা মাটি হয়ে যায় গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে।

জনসংখ্যা ও পর্যটকদের বাড়তি চাপ সামলাতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হয়েছে বহুতল হোটেল আর বাড়ি। শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে তিন-চারতলা ভবনের দেখা মিলবে। এই পরিস্থিতি অজানা নয় মুখ্যমন্ত্রীর। শৈলশহরের পরিধি আরও ছড়িয়ে দেওয়ার কথা অনেক আগে থেকে বলছেন তিনি।

বলে কটাক্ষ

শিবশংকর সূত্রধর

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভারত বিশ্বজুড়ে প্রচার শুরু করেছে। পরিস্থিতিতে অপারেশন সিঁদুর চালাতে হল, তা তুলে ধরতে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেছে ভারতের প্রতিনিধিদল। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছে কেন্দ্র। ওই দলগুলির মধ্যে একটিতে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের অবিচল দায়বদ্ধতার কথা আমরা তুলে ধরেছি।' তিনি যখন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিদেশে প্রচার করছেন, সেই সময় তাঁর দলেরই একজন মন্ত্রী উদয়ন গুহ অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন বলে অভিযৌগ উঠেছে। অভিযোগ, উদয়ন অপারেশন সিঁদুরকৈ 'যাত্রাপালা'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। মন্ত্রীর পোস্টকে যিরে রাজনৈতিক মহল তো বটেই এরপর বারোর পাতায় | সাধারণ মানুষের মধ্যেও শোরগোল

বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর শিরায় রক্ত নয়, সিঁদুর বইছে। সেটি

■ সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের অবিচল দায়বদ্ধতার কথা আমরা তুলে ধরেছি

■ অভিষেকের দলেরই একজন মন্ত্ৰী উদয়ন গুহ অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন

উদ্দেশ্য করেই ওই পোস্ট করেছি। এখন সিঁদুর নিয়ে যাত্রাপালা করা হচ্ছে।['] প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের বিকানেরে একটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'মোদির রক্ত গরম, আর এখন মোদির শিরায় রক্ত নয়. গরম সিঁদুর বইছে।' উদয়নের দাবি, তিনি ওই ঘটনাকে কটাক্ষ করেই ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।

এরপর বারোর পাতায়

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur -I Panchayat Samity SBKT under SBM(G) NIT e4H1DB202526 Memo No. 303, Date: 22/05/2025. Interested persons may visit https:// wbtenders.gov.in for details.

Sd/-**Executive Officer** H.C.Pur-I Panchayat Samity Malda

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ

টোডার রিজপ্তি নং : কেডাইআর টিএরজিজি

৩০ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৯-০৫-২০২৫ টেভার আহ্বান করা হয়েছে। <mark>টেভার নংঃ ১</mark>; আইটোম সংক্রিপ্ত বিকাশ : ব্যাটিহার ডিভিশনে "প্রি সংযক্ত" (গ্রিডে) সোলার ফটো ভোল্টাইব মডিউল স্থাপন।(পর্ব-I)(সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)। টেভার মূল্যঃ ৭৬,৪৯,৩২৬.৬৩/- টাকা; বিভ সিকিউরিটি : ১,৫৩,০০০/- টাকা: টেন্ডার নং: ২; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার তেজনারায়ণপুর-আরজিএম সাইডিংয়ের কবস্থা ২ এসআর.ভিইএন/IV/কাটিহানের আওতাধীন ২টি স্টেশন। টেভার মূল্যঃ ৩,২০,৭১,৮৯৩.৪৮/-টাকা, বিভ সিকিউরিটিঃ ৩,১০,৪০০/- টাকা টেভার নংঃ ৩; আইটেম সংক্রিপ্ত বিবরণ ঃ বাগভোগরা ইয়ার্ডের জেনজ নিদ্ধাশন বাবস্থার উল্লয়ন। টেব্রার মূল্যঃ ৩,৪১,৩৩,৭৪৭.২৫/ টাকা- বিজ সিকিউবিটি : ৩.২০.৭০০/- টাকা টেভার নঃ ৪; আইটেম সংক্রিপ্ত বিবরণ ঃ শিলিগুভি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোভ (এসএল) টিবিটিআর (এইচ-বিইএএম)-৩৭৮ এনওএস টেভার মৃল্যঃ ১,৪০,৮৬,৩১৮,২৯/-টাকা; বিভ সিকিউরিটিঃ ২,২০,৪০০/-টাকা; টেভার নংঃ ৫; আইটোম সংক্রিপ্ত বিবরণ : এনসি-২৬, এনসি ৫১, এনসি-৩৯, এনসি-১৬, এনসি-৮, এনসি-২ এবং ৩–এ ডিইএন/এল/কাটিবাবের এপভিয়াক অধীনে আর্বইউবি-এর বিধান (এনসি- ১৬. এনসি ২৬, এনসি-৩৯ এবং এনসি-৫১ শুধুমার)। **টেন্ডার** মূল্যঃ ১৮,৮০,৯৭,৩৮৪.৭১/- টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১০,৯০,৫০০/- টাকা; টেভার নংঃ ৬: আইটেম সংক্রিপ্ত বিবরণঃ (ক এসআর,ডিইএন/I/ কাটিহারের আওতাধীন ১২ নন্ধর ক্রসিং বভির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নন্ধর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি সুইচ ইত্যানির রিকন্ডিশনিং।(খ) এসআর.ভিইএন/II/ কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বৰ ক্ৰসিং বুজিৰ মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বৰ ক্ৰসিং বভির মধ্যে ১টি, সুইচ ইত্যাদির রিকভিশনিং।(গ) এসআর.ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বভির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বড়ির মধ্যে ১টি ক্রসিং বড়ি, সইচ ইত্যাদির পদর্নির্মাণ। টে**ভার মলাঃ** ১,৪৯,১২,৭৭৬,৫২/ টেডার নথঃ ৭; আইটেম সংক্রিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ০৮ (আট) নং "ইইসিআই তৈরির ডিজিটাল আল্টাসনিক এটি ওয়েল্ড টেস্টার (মডেল-৩২২এটি) এর সার্ভিসিং এবং মেরামতের জন্য বার্ষিক রক্ষণাকেক্ষণ (এএমসি) চন্ডির চার্জ, ০২ বছরের জন্য থচরা যন্ত্রাংশ প্ৰতিস্থাপনে চতৰ্থবাৰ। **টেভাৰ মল**ঃ ৯,৮৭,২৩২,৫৩/- টাকা: বিভ সিকিউরিটি : ১৯,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেভার বন্ধে তারিখ ও সময় ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫-০০ টায় এবং খোলা ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়।উপরোক্ত ই-টেভারের টেভার নথি সহ সম্পূ তথ্য ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ট পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে

ভিযারএম (ডব্লিউ), কাটিহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

इंडियन बैंक

দশ্বিটির প্রতি দায়বন্ধতা

ইএমতি অর্থমূল্য ব্যব্যবিদ্যাপ ই-অকশন পরিখেশ

haps://www.ebkray.ie-এ ই-অকশনের তারিক এবং সময়

ৰচবৃদ্ধির পরিমাণ ই-অকশন পরিমেবা প্রধানকারী ছয়টকার্ম

তাতিৰ এবং সময় সম্পদ্ধির আইডি নং যেতেরেরা দিকআদ রূপে সম্পদ্ধিটি বিশ্য বিবরুর (সিঞ্চিউরিটি নং-৩)

ই-অকশন পরিষেধা প্রদানকারী হয়টকর্ম

দম্পত্তির আইডি না

ভারিখ: ২৩.০৫.২০২৫ স্থান: শিলিভড়ি

ব্যাংকের ওয়েবসাইট

📤 इलाहाबाद

নেপাল সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি

খড়িবাড়ি, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার সীমান্তের ভারত-নেপাল পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার হল এক বাংলাদেশি তরুণ! জাল আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড বানিয়ে নেপাল সীমান্তে প্রায় এক বছর ধরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করছিল সে। তরুণের নাম রঞ্জিত বর্মন। ২৮ বছরের রঞ্জিত বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের বাসিন্দা।

ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন। সেসময় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হলে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসএসবি। ধৃতের কাছ থেকে মেলে বাংলাদেশের জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের জাতীয়

40.075

66/58

66/50

田田/女物

44/59

46/37

66/55

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

টেলি: (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭ *ইমেল: s692@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV-এ'' [রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

অন্যয়ন, মেনৰ্স আলো অপ শালাইন কলোদি-বাৰ নিজই, ৰাদ-২, বাৰ্যাই না-৩২, পোন্ট এলা খাত-প্ৰাক্তনৰ, দিনিভাছি পূৰ নিজনে অনুৰ্বত, ফেলা-পাৰ্বিটাই, পশ্চিমকৰ, পিন-২৩০০০, ২, মেন্স আৰুমানটি আয়ালিকিই আসেন প্ৰাইকেট দিনিটোৱ-বাৰ লাকোণ,ভাষনকাৰী সাকালকাৰ, খাল-আনাল, পোন্ট প্ৰতিক্ৰাৰ লাকে কৰিবলৈ কৰিবলৈ

আইডিআইবি৩০৪৩১৪৫৯৬৭০-এ অত্যটিকাল টাক্স আইসিএসেকে-ইদি সঙ্গে থামে সাইখন বিকল্প এবং পাওয়ারওল সাইসেন্ট ডিলি সেট ৩০ কেডিএ ডিলি সেট

বায়বেল আৰু জদা দেই ২৯,২৪,০০০.০০ (বিলা হেইশ লাক চৰিলে হাজাৰ মাত্ৰ) (১.আটিলাল টাৰি আইসিএলকে-ইসি বাৰ্মো সাইখন বিকল্প টাঃ ২৫,০০,০০০.০০-এব জন) ২. শাৰমাৰকাৰ সাইলোক্ট ডিজি গোট ৩০ বেজিএ ডিজি গোট টাৰা ২৪,০০০,০০-এব জন্ম) টাঃ ২,০১,৪০০,০০ (টাৰা দুই লাক বালিশ হাজাৰ চৰপো মাত্ৰ) টাঃ ২০,০০০,০০ (টাৰা শুৰ্ম হাজাৰ মাত্ৰ) ২৫,০০১,২০২৫ সাবাল ১১,০০ যেকে বিকেশ ০২,০০

য়মনের ই-অবশন পরিবেশ প্রদানকারী ওয়েকাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvs. Lat-এ অনগাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করন। করিবরি ৪৮৭-৮২৯১২২০২২০ টে,

সম্পত্তির ছবি

ষ্টায়ভাৰ কথা অনুমা কৰে দেশ কৰান ৮২৯ ২৭০২২০ তে, কোম্পুনি বৃথিক বা ইনাই ছিবিত কথা ইয়েল কৰা-support.ebizy@psh alliance.com -4। দশ্যভিত বিবতৰ এবং সম্পাভিত ছবি এবং নিয়ামের নিয়ম ও শতবিধিত জন্ম অনুযাহ কৰে hapes/www.ebkray.iar-এ পতিশনি করন। এবং পোটাই সংক্ষেত্র জন্ম যোগাযোগ করন ৮১৪ Alliance

কিউয়ার কোড

যোগাযোগের ব্যক্তি: সমন কমার , অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

কানাইয়া কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৮৩৯৩৮১১৮৬

হাংগ্ৰেদৰ কাৰা জানা দেবী। টা ৪৯.১৯,০০৬,০০ (টাকা বিবাহিদা লাক হোকো হাজাৰ মত্রে) টা ৪.২,২০,০০০,০০ (টাকা চাব লাক বাইদা হাজাৰ মত্রে) টা ৪.৫৯,২০২৫ সভাল ১১,০০ খেকে বিকেল ০২,০০

।।ইতিআইবিত০৪৩১৪৩১৬৭০বি ত্ৰিয়া যেলেয়ে শিকভাশ একবি পিএস ১.৩ এক্সএল

টা ৬,১৭,০০০,০০ (টাকা ছয় লক্ষ্যসূত্রের হাজার মার) টা ৬২,০০০,০০ (টাকা বাবট্টি হাজার মার) কো ১০,০০০,০০ (টাকা লগ হাজার মার)

'vs. Lui-a, যোগাযোগৰ লং- ৮২৯ ১২২ ০২২০ তে। বেলাবাদেৰ পৰাৰ্শে দেখায় হচ্ছে, ওয়োলাইট https://www.ebkray.in-a সম্পচিটি পুঁজে গেতে উপাৰে উল্লেখিৰ সম্পচি আইটি লং টি ব্যবহাৰ কৰাৰ জন্য।

সম্পত্তির অবস্থান

याई विकार विकास का अध्यक्त कर

ই-অকশনের ওয়েবসাইট



এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে ধৃত বাংলাদেশি রঞ্জিত বর্মন। -সংবাদচিত্র

বাজেয়াপ্ত ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ডও। এসএসবির এক আধিকারিক জানান, ধৃত ২০২১ সালে ভারতীয় ভিসা নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। দুই মাস ভারতে থাকার পর সে বাংলাদেশে ফিরে যায়। ছয় মাস পর পুনরায় চোরাপথে

আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় যায়।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন রেলে লীজ এসএলআরের লাইসেন্স

প্রদানের হেতু ই-নীলাম

ঘলিপৰাবাৰ মঞ্চলৰ বিভিন্ন বেলৰ এমএলয়াৰ লীজিন্তৰ জন্মে ই.মিলাম। **বিষক্তা:** এমএলয়াৰ বোচে

অক্সন ভ্যাটালগ নং, গী-এপি-পিসিএল-লীজ

এলঅ'টি সংখ্যা৴শ্রেণী

১৫৪৮৩-এসরলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএকটি-এসভিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসভিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ পোর্সেল-এসএলআর)

১৫৭৬৮-এসএলঝার-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলঝার)

১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসভিএএইচ-২২-১ পোসেল-এসএলআর। ৭৩০

১৩১৫০-এসএলযার-এফ১-এপিডিয়ে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলযার) | ৭৩০

১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচজ্যাই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০

১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলমার) ৭৩০

১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইড-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর) ৭৩০

১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিভিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর) ৭৩০

১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিভিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর) ৩১৩

১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৪৬৮-এসএলভার-এফ২-বিএম্বটি-এসভিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলভার)

১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসভিএএইড-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএস্কএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)

১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিভিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর) 🛮 ০১০

১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনগুকিউ-এসভিএএইড-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর) | ৭৩০

১৫৪৬৮-এসএলমার-এফ১-বিএক্সটি-এসভিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলমার) ৭৩০

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

Indian Bank

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ

ছওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেঙারকর্তাগণকে

আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ALLAHABAD

১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএস্বএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর) ৭৩০

পার্সেল স্থান (সিক্ষল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ গুডি ট্রিপে লাইসেল গুলানের শুল্ক।

হয়েছে সেখানে কয়েকদিন থাকার পর এক এজেন্ট মাবফত মোটা অঙ্কেব টাকাব বিনিময়ে কোচবিহারে গিয়ে প্রথমে জাল আধার কার্ড করে। পরে ২০২৪ সালে তৈরি করে ভারতের ভোটার কার্ড। ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির পর গতবছর থেকে বসবাস শুরু করে পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

হাতির আচরণে

সতর্কতার পাঠ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে

প্রজননের মরশুমে রেললাইনের

উপরে চলে আসা হাতির মৃত্যু

আটকাতে লোকোপাইলট ও সহকাবী

লোকোপাইলটদের বাড়তি সতর্কতা

নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। শুক্রবার

ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন রেলের

জোনাল ট্রেনিং স্কুলে এ নিয়ে একটি

সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন

করা হয়। সেখানে বন দপ্তরের

কর্তারা রেলকর্মীদের হাতির আচার-

আচরণ সম্পর্কে পাঠ দেন। এদিনের

রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট) রেঞ্জের

নর ইসলাম. ডিভিশনাল সেফটি

অফিসার রবি চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাকেশকমার

ঝা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেফটি অফিসার

রেঞ্জ অফিসার নুর বলেন, 'হাতির

ABRIDGE TENDER NOTICE

Construction of Modifide Leach Pit

and Filter Chamber at various places under Harirampur Panchayat Samity as per NIT No.-05/HRP/PS/DD, Dt-21.05.2025

Date of opening tender-02/06/2025 after 11.00 A.M. & NIT No.-06/HRP/

PS/DD, Dt-22.05.2025. Last date of submission - 30.05.2025

Date of opening tender - 02.06.2025 after 11.00 A.M.

Block Development Officer Harirampur Development Block Dakshin Dinajpur

কাটিহার ডিভিশনে

বৈদ্যুতিক কাজ

টেডার বিভাপ্তি নং ইএল_জিএস_ ১২_২৫-২৬:

তারিখ ঃ ১৯-০৫-২০২৫, টেডার নং : ইএল_জিএস_১২_২৫-২৬; নিম্নলিখিতকাজে

অন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী হারা ই-টেন্ডার আহান করা

হয়েছে। কা**জের নাম** হ কাটিহাকের ভালখোল

নিউ জলপাইওড়ি, জোগবনী, মালদা কোট

কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়াঁ জং., রানীপাত্র, জালালগড়

রাঙ্গাপাণী, বার্থনাহা, আদিনা-তে আসবাবপত্রের

ধনিকীকরণ সহ বিদামান পণা অফিসে

মাপপ্রেডেশন (ইলেক্টিঝাল জেনারেল)। টেন্ডার

মলা 2 ৩০,৭০,৯০৩/- টাকা: বামনা মলা 2

৬১,৪০০/- টাকা: টেভার বন্ধের তারিখ ও সময়

১৫:০০ ঘট্টায় এবং খোলা ১২-০৬-২০২৫ তারিখ

১৫:৩০ ঘন্টায়। উপবোক্ত ই-টেভাবের

নরপরের সম্পূর্ণ নথি www.ireps.gov.in

ওয়েবসাইটে ১২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা

সিন্যার ভিইই /টিআরভি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওমে

क्षणा विदय मानुरस्त दासात

তিনসুকিয়া ডিভিশনে

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/

১৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫:

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তক নিম্নলিখিত কাজের

জন্য ই-দরপর আহান করা হতে: **আইটেয় ন**ং

১: আইটেমের সংক্রিপ্ত বিবরণ : ভিত্রগড

টাউনে - নতন টাইপ-II কোঘাটার (৮টি

ইউনিট) নিমাণ। টেভার মলা

২,৫৫,৭৯,৪৩৯/- টাকা: বায়না মল্য:

২.৭৭,৯০০/- টাকা, আইটেম নং ২;

আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নর্থ লখিমপুর-

प्रवकारमानक (अक्साचार प्राथापारि) (अपर सः

৭ ২৩ এবং ৬৮০) আন্তার ওয়াটার পরিদর্শনের

সময় যে কোন কোন স্থানে ফাটল/গহর

পাওয়া গেছে সেই গুরুত্বপর্ণ সেতগুলির

ভিত্তির বিশেষ মেরামত। টেভার মলা:

২.৩৩,৬৫,৫৬৪/- টাকা: বায়না মল্য-

২,৬৬,৮০০/- টাকা: উপরোক্ত সব টেন্ডার

বন্ধের তারিখাও সময় ১০-০৬-২০২৫ তারিখে

১৫:০০ টায় এবং খোলা তারিখ ১০-০৬-২০২৫

তাবিখে ১৬:০০ টায়। উপবেব ই-

টেভাবের টেভাব নথি সহ সম্পর্ণ তথ্য ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত

www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে

ডিআরএম (ডব্রিউ), তিনস্কিয়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওমে

क्षणा विरक्ष मानुस्थत राजात

পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

upto 13.55 P.M. Date of opening to

রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট)-র

সঞ্জীব দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের

কর্মশালায়

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পব বৃহস্পতিবার রাতেই খডিবাডি পুলিশের হাতে তুলে দেন এসএসবির আধিকারিকরা। তাকে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চলতি মাসে বেশ কয়েকজন অনপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জে এক বাংলাদেশি ধরা পড়ে বিএসএফের হাতে। ধৃত চার বছর ধরে মেখলিগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত এবং সেইসঙ্গে একটি মসজিদে ইমাম হিসেবেও নিযক্ত ছিল। তার কাছ থেকে একাধিক ভারতীয় পরিচয়পত্র মেলে। আরেক বাংলাদেশি মহিলা প্রায় পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়িতে বসবাস করছিল।

প্রজননের মরশুমে সকলকে অতি সতর্ক থাকতে হবে। কোথায় কখন হাতি থাকছে তা বোঝা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় দূর থেকে হাতির উপস্থিতি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তাই লোকোপাইলট সহকারী লোকোপাইলটদের বিশেষভাবে সতর্ক বলা হচ্ছে।'

ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫

২৩ মে : দুর্গাপুরের ডঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্প্রতি দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে 'ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫'-এর আয়োজন করে। কলেজের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাঁরা

পুরস্কার পেয়েছেন এরকম চারজন শিক্ষককে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি দুর্গাপুরের বিভিন্ন বোর্ডের দশম ও দ্বাদশের কৃতী পড়য়াদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এধরনের অনষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওই সমস্ত শিক্ষক কলেজের প্রতি তাঁদের কতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA, JALPAIGURI

Admission for class XI 2025-26 Applications are invited for admission to Class 11 in the Science and Arts Streams

- Important Information: Only English version students are eligible to apply. Students from CBSE
- and ICSE can also apply.

 The School is fully subsidized for the ST Students, therefore ST certificate
- is mandatory during the submission of the form. Documents such as Secondary admit card, marksheet and ST certificate will be required at the time of submission of forms.
- Students will be selected on the basis of merit through an admission test Admission Test Syllabus: Based on the Class 10 Syllabus. Admission Forms Submission:
 - From 29th to 31st May: 11:00 A.M. to 2:00 P.M. (School Office)
 - From 2nd June Onwards : During normal School Hours Last date of form submission : 10th June
- Admission Test Date: 17th June Follow the district website https://jalpaiguri.gov.in/notice category/ Follow the unsuled models announcements/for further updates.
 Sd/-

Teacher-in-Charge EMRS, Nagrakata

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION "Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-70091 email: secretary.wbbpe@gmail.com / Website: https://wbbprimaryeducation.org

NOTICE

It is hereby notified for information to all concerned that the existing website of the West Bengal Board of Primary Education (www.wbbpe.org & www.wbbprimaryeducation.org) will be discontinued on and from 26 May, 2025 and replaced with a new website https://wbbpe.wb.gov.in

It is also informed to all concerned that all the information available in the existing website will be transferred to the new website.

All concerned persons and/or stakeholders are requested to act

accordingly.

Date: 23.05.2025

Secretary, WBBPE



জোনাকি-ধ্রুবকে ছাড়াতে এল কে? মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

कालार्भ वाःला भिरनमा : भकाल ৮.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকৈল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ খাদ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৫০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ যোদ্ধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ভালোবাসা, দুপুর ১.৫৫ দিওয়ানা, বিকেল ৫.০৫ জোয়ার ভাঁটা, রাত ৯.৩০ পদাতিক, ১২.২৫ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কথা দিলাম, সন্ধে ৭.৩০ মধর মিলন कालार्भ वाःला : पूर्शूत २.०० আদরের বোন, রাত ৯.০০ ভিলেন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০০

কালা পূখর, দুপুর ১.৪৫ মনসুন বিকেল ৩.৪৫ শুটআউট, দিওয়ানা, সন্ধে ৭.১৫ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ১০.৩০ আ জেন্টলম্যান- সুন্দর, সুশীল, রিস্কি

সাথী, বিকেল ৪.২৭ পাথু থালা, সন্ধে ৭.৩০ খলনায়ক, রাত

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৩০

১০.৪৭ নাগিন কা ইন্তেকাম অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি,



সকাল ১০.০০ স্টার গোল্ড



কালার্স বাংলা সিনেমা

দুপুর ২.০৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৫০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ বাদল অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি: বিকেল

৩.২৬ উঁচাই, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ লয়লা মজনু



পদাতিক (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য 2401408084

মেষ : আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় [`] উন্নতি। রাজনৈতিক নেতাদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে কাজের বাড়লেও তা সময়মতো

ভ্রমণের সুযোগ। কর্কট : অসংযত সঙ্গে আলোচনায় মিটিয়ে নিন।

জীবনযাপনের জন্য প্রচুর টাকা নম্ভ লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ধনু হতে পারে। দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত : কাউকে উপকার করতে গিয়ে হবে। সিংহ: কাউকে বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সর্দি, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, কোনও কিছ দিলে ফেরত নাও পেতে কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। মকর : পারেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। কন্যা বাইরের মশালাদার খাবার এড়িয়ে ় নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন চলুন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শনিবার, সফল হবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হতে পারেন। কম্ভ : বহুজাতিক দ্বাদশী অপরাহু ৪।২। রেবতীনক্ষত্র আনন্দে কাটবে। তুলা : কোনও কোম্পানিতে লোভনীয় প্রস্তাব দিবা ১০।৪৮। আয়ুষ্মানযোগ নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা প্রলোভনে পেতে পারেন। সাংসারিক সমস্যা দিবা ১২।৩৩। কৌলবকরণ প্রাতঃ অর্থ নষ্ট। অপ্রয়োজনীয় খরচ কেটে যাবে। মীন : প্রিয়জনের এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : পারিবারিক ভালোবাসায় মানসিক চাপ কাটবে। ৪।২ গতে গরকরণ রাত্রি ২।৪৯ নাই, অপরাহু ৪।২ গতে যাত্রা শুভ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও করতে পারবেন। বিদেশে কোনও সমস্যা থাকলে গুরুজনদের মামলা-মোকদ্মমায় জয় নিশ্চিত।

অনুমোদিত আধিকারিক

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ মে, ২০২৫, ৯ জেঠ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৫ জেল্কদ। সূঃ ে।১৩ গতে তৈতিলকরণ অপরাহু গতে বনিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি

বিপ্রবর্ণ দেবগণ অস্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১০।৪৮ বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মতে- দ্বিপাদদোষ, অপরাহু ৪।২ গতে

গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬ ৩৬ গতে অপরাহ ৪ ৩৩ মধ্যে গতে মেষরাঁশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৭ ।৩৩ গতে ৯।৫১ মধ্যে বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১ ৷৩৮ গতে ২ ৷৪৩ মধ্যে কম্ব ও ত্রকপাদদোষ। যোগিনী- নৈরঋতে, মীন লগ্নে সূতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। অপরাহু ৪।২ গতে দক্ষিণে। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর ত্রকোন্দিষ্ট ও কালবেলাদি- ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৪ সপিগুন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে। ৬।১২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৩৩ মধ্যে স্বমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৮ গতে ৬।১২ ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৬ পূর্বের্ব ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ ২।৪৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

বামনহাট যার্ডের উল্লভকরণ কাজ

ষ্ট-টেভার নোটিস নং. ১৯/ডবিউ-২/এপিডিকে তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিয়লিখিত কাজের দন্যে নিম্নথাক্ষরকারী ঘারা ই-টেগ্ডার আহান করা হয়েছে। টে**গুর সংখ্যা, ১০-এপি**-II-২০২৫। কাজের নামঃ য়ার্ডের উন্নতকরণ-বামনহাট যাওঁ। টেশুৰ ৰাশিঃ ৮০.৪৯.০০৮.৬২/-টকা। বায়না রাশিঃ ১,৬১,০০০/- টাকা। টেলাৰ বন্ধ হওয়াৰ তাৰিখ এবং সময়ঃ ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫,০০ ঘন্টায় এবং গোলা নাবেঃ ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেভারের টেগুরে গ্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডরিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



Notice

E-Tender is being invited bonafide the contractors vide N.I.T. No 03/PS/PHD/2025-26, Date-23/05/2025 and Last date for Submission of Bids-30/05/2025 upto 03.30 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer, Phansidewa **Panchayet Samity**

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakimpara Siliguri-734001 NIeT No.-04-DE/SMP/2025-26 On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Date & time Schedule for Bids of

date of submission of bid 23.05.2025 (server clock), Last date of submission of bid: 29.05.2025 (server clock). All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website namely-http://wbtenders.gov.in fo further details

Sd/- DE, SMP

staff required for Momo Shop in Noida. Salary with accommodation & food. 8116468919 (C/116516)

পরিশ্রমী Floor Manager - Under 30, H.S.(P) চাই। Mall in 9434117292. Gangtok. (C/116362)

আফিডেভিট

22.5.2025 শিলিগুড়ি E.M.Court-এ আমি Dweepashree Ghosh বিবাহের পরে Dweepashree Pal বলে পরিচিত হইলাম, Affidavit করে। (C/116550)

DL.WB7320150270999 এ Tittle ভুল থাকায় গত

22/05/2025 তারিখে Siliguri EM. কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট করে আমি Punya Jha থেকে Punya Roy হলাম। (C/116558)

I, Anindita Sarkar Dey, W/o-Susanta Dey, r/o-S J Road by lane, Ward No. 06, Subhaspally, Kotwali, Coochbehar (WB) shall henceforth be known as Anindita Dey as declared in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Sadar, Coochbehar vide affidavit no. 94AB188131 dated 20.05.2025. Anindita Sarkar Dey & Anindita Dey both are same and identical person. (C/116562)

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাসের যোগান

টেগুর নং সিএমডি-ইএমপি-২০২৫-২৬-০১ ভারিখং ২০.০৫.২০২৫। নিয়লিখিত ভালেন জন্যে নিমম্বাক্ষরকারী ঘারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ২ বংসরের এক সময়সীমার জন্যে মালিগাওঁস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাস যোগানের জন্যে দর ঠিকা। বায়না রাশিঃ ৬৩,২০০/-টাকা। টেভার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূৰ্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলৰূ থাকবে।

কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়, মালিগাওঁ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে "প্রসমন্তিরে গ্রাহক পরিবেবায়"

গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেভার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল জিএস ২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। চুলিখিত কাডের জন্ম নিয়ম্বাক্ষরকারীর ছারা -টেভার আহান করা হচ্ছেঃ টেভার নং:ঃ ই এল_ভিএস_১১_২৫-২৬, কাজের নামঃ রাডাপনীতেঃ গুড়স ইয়ার্ডের সুবিধার উল্লয়ন মেমন গ্যাটার বুগ, মার্চেন্ট রুম, গুড়স অফিস, ড্রেচেজ ইলেকট্রিকাল কাজ, সিসিটিভি ইত্যাদির ব্যবস্থা। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। আনুমানিক মূল্যঃ ৬১,৫৬,৭১৫.৫১ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,২৩,১০০,০০ টাকা। ই-টেভার বন্ধ হবে ১২ ০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খলবে** ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় উপবের ই-টেভাবের টেভার নথি সহ সম্পর্ণ তথ ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়োবসাইটে পাওয়া যাবে সিনি, ভিইই/টিঝারডি আত জিএস/কাটিহার

ভিত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রসাচিতে গ্রাহকদের সেবায় সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

পাকা খুচরো সোনা

৯৫৭০০

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি) ৯৭৭৫০

খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) ৯৭৮৫০ দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জ্বয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হব জামাই অথবা পুত্রব্যু বুঁজতে, চাকরির বোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জন্য প্রার্থী বুঁজতে, কথনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

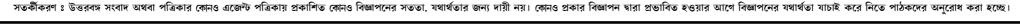
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি ষেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোরাটসআপে মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬ এই নম্বরে

> উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় <u> ৬ওরবঞ্চ সংবাদ</u>



উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ মে ২০২৫ তিন



Jio Mart

दिसिम जात दिका प्रदिष्टि वाँचान





Quick ফ্রি হোম ডেলিভারী



লো প্রাইস গ্যারান্টি



জিরো অতিরিক্ত চার্জ



আপনার 1ম - Quick গ্রোসারি অর্ডারের উপর

*ন্যনতম ₹399-এর কেনাকাটার উপরে।

ব্যবহার করুন কুপন কোড

JMNEW100



ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

*T&C Apply

বাজারের দাম ₹ 40 জিওমাট প্রাইস ₹ 29

টমেটো 1 kg

.

বাজারের দাম ₹ 60 জিওমাট প্রাইস ₹ 39

ম্যাঙ্গো হিমসাগর 1 kg

(पुरारम् / शिमानया /





কোয়ালিটি ওয়ালশ

প্যাক / টাবস্ 700 ml থেকে শুরু

(নির্বাচিত সম্ভার)

এমজারপি ₹ 140 থেকে শুরু জিওমাট প্রাইস ₹ 70 থেকে শুরু



ি বিঙ্গো! / প্রিঙ্গলস্ চিন্স 75 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সদ্ভার) এমআরপি ₹ 20 থেকে শুরু

(মাটি বিজ্ঞান্তি)

কোল্ড ড্ৰিঙ্ক 750 ml / জ্যুস 600 ml (নিৰ্বাচিত সম্ভাৱ) প্ৰমজাৱপি ₹ 40 থেকে শুক 25 % ছাড়







্যাককেইন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস 420 g এমআরপি ₹ 125



ডাড শ্যাম্পু 340 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 310 থেকে শুরু
ফ্রাটি
র 3%
ছাড়

जिल्पाট প্রাইস ₹ 330 (याक खक



জীবন-জীবিকা।। *কোচবিহারের* হরিণচওড়া রেলগেটে ছবিটি তুলেছেন কিশোর মজুমদার।

কাজের মান নিয়ে প্রশ্নে সেচ দপ্তর

সাত দিনেই ভাঙল দু'কোটির বাঁধ

ফেশ্যাবাড়ি, ২৩ মে : সাত দিন আগে তৈরি হওয়া বাঁধের একাংশ ভেঙে গেল। কোচবিহার-২ রকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুরে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধটি নির্মিত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে বাঁধের বেহাল দশায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে কাজের গুণগত মান নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও জেলা সেচ দপ্তরের নিবাহী বাস্ত্রকার বদিরুদ্দিন শেখ অভিযোগ মানতে চাননি। শুক্রবার তিনি বলেন, 'নতুন মাটি একটু বসে যেতে পারে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

তোষা্ তীরবর্তী কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত কয়েক বছরে ভয়াবহ ভাঙন বেড়েছে। এরপর সেচ দপ্তর ভাঙন কবলিত হরিপুরে বাঁধ নির্মাণ করে। প্রশাসন সূত্রে খবর, দুটি প্রকল্পে ৬২০ মিটার বাঁধ নির্মাণে এক কোটি ৯৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। গতবছরের মাঝামাঝি বাঁধের কাজ শুরু হয়।

চলাকালীন গুণগত মান নিয়ে এলাকাবাসীর একাংশ আগেই প্রশ্ন তুলেছিল। সেই সময় তাঁরা কাজ আটকে দেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ফের কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, কয়েকদিনের বৃষ্টিতে দুটি জায়গায় বাঁধের বোল্ডার একাংশ ধসে পডেছে। কোথাও বসে

মৃত নাবালক

সন্ধ্যায় খিতাবেরকুঠিতে পথ দুর্ঘটনায়

প্রাণ হারাল এক নাবালক। স্থানীয়

সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মোটর

সাইকেলে খিতাবেরকৃঠি থেকে

চান্দেরকুঠির দিকে যাচ্ছিল প্রদীপ

বর্মন। সৈসময় উলটোদিক থেকে

একটি ট্যাক্টর এসে তাকে ধাকা

দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে

উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা

আহত মহিলা

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে মাথাভাঙ্গা-

শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে মাঝিরবাড়ি

সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায়

পথ দুৰ্ঘটনা ঘটে। আহত বুলো বৰ্মন

গোপালপুরের বাসিন্দা। স্থানীয়দের

কথায়, গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন

ওই মহিলা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

পুলিশ জখম ওই মহিলাকে উদ্ধার

করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে

ভর্তি করে।

২৩ মে

তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দিনহাটা, ২৩ মে : শুক্রবার



ধসে গিয়েছে বাঁধের একাংশ। হরিপুরে।

চিন্তায় স্থানীয়রা

- কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত কয়েক বছরে ভাঙন
- 🔳 সেচ দপ্তর ভাঙন কবলিত হরিপুরে বাঁধ নিমাণ করে
- কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই বাঁধের একাংশ ভেঙে

নামলে ভাঙন আরও বাড়বে, তা নিয়ে শঙ্কিত এলাকাবাসী।

স্থানীয় নির্মল মগুলের বক্তব্য, 'আমাদের আশঙ্কা সত্যি হল। কাজ চলাকালীন নিম্ন মানের অভিযোগ তুলেছিলাম। কেউ গুরুত্ব দেয়নি। যা হওয়ার তাই হল। অবিলম্বে সারাই না হলে ভাঙন আরও বাড়বে। একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা প্রীতিশ দাসের।

তোষর্বি ভাঙনে জনজীবন। এবছর বাঁধ হওয়ার ক্ষিজমি ও হাজার বাসিন্দা রক্ষা পেলেও হাজার বাঁধের ভবিষ্যৎ নিয়ে এলাকাবাসী চিন্তিত। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবানী রায় বৃষ্টিতে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেচ দপ্তরের কাছে সারাইয়ের দাবি

রাস্তায় ভুটা

নানা সামগ্রী নিশিগঞ্জ থেকে সতীশেরহাট ভায়া প্রেমেরডাঙ্গার ঝাঁ চকচকে রাস্তার একাধিক জায়গায় এই দৃশ্য চোখে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের পড়বে। বছর দুয়েক আগে সম্প্রসারণ চিলাখানা জুনিয়ার করায় এই রাস্তার গুরুত্ব বেড়েছে। বেসিক স্কুলের কিন্তু এভাবে রাস্তা দখল করে রাখায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। পরিস্থিতি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। মোকাবিলায় প্রশাসন পরোপরিভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি উদাসীন বলে অভিযোগ। এর জেরে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গার সে বিভিন্ন মনীষীর বাণী বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ মুখস্থ বলতে পারে। ছড়িয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভবিষ্যতে এই খুদে (মাথাভাঙ্গা) সন্দীপ গড়াই বললৈন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া শিক্ষিকা হতে চায় হবে। যাঁরা রাস্তায় কৃষিজ সামগ্রী

কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি চলার পর বুধবার রোদ ওঠে। কৃষকদের মধ্যে ফসল শুকোতে দেওয়ার ব্যস্ততা এদিন দেখা গিয়েছে। অনেককেই এদিন পাকা রাস্তায় ধান, খড় শুকোতে দিতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় খোলা রাস্তায় এভাবে নানা সামগ্রী শুকোতে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। প্রেমেরডাঙ্গার বাসিন্দা এক কৃষককে অবশ্য এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'কয়েকদিন ধরে বষ্টি হয়েছে। এরপর রোদ উঠতেই ধান শুকোতে দিয়েছি। আরও অনেকে এভাবে ধান শুকোচ্ছেন।'

জানানো হবে।

দখল করে ধান, খড়, ভুটার মতো করা হবে।' শুকোনো হচ্ছে

द्वादा

তাজা বোমা

থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করা দুটি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করা হল। শুক্রবার ওই বোমা দুটি নিষ্ক্রিয় করতে আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সিরহাটে এসে পৌঁছান বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের তিনজন সদস্য। মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী, অ্যাস্থূল্যান্স এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। বক্সিরহাট থানার পুলিশের উপস্থিতিতে মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রায়ডাক নদী সংলগ্ন কাঠালবাড়ি এলাকায় ওই বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়। বোমা নিষ্ক্রিয় করাকালীন গোটা এলাকা

ব্লকের পঞ্চানন মোড়ে হাইমাস্ট সৌরবাতি হয়েছে। পঞ্চানন মোড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গণেশ বর্মন জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে পঞ্চানন মোড়ে একটি হাইমাস্ট সৌরবাতি বসানো হয়। সেটি বিকল হওয়ায় বছরখানেক ধরে পঞ্চানন মোড় রাতে অন্ধকারে ডুবে থাকত। বৃহস্পতিবার লাগানোর ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বললেন, 'হাইমাস্ট সৌরবাতি বসাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় সাড়ে

এনএসএপি প্রশিক্ষণ

শুক্রবার মেখলিগঞ্জ ব্লক অফিসের সভাগুহে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (এনএসএপি)-র প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মেখলিগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও অমিত সরকার বলেন, 'যে উপভোক্তারা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা পান, তাঁদের মধ্যে কারা জীবিত, কারা মৃত সমীক্ষা চালানো হবে তা জানতে। সমীক্ষা চলবে আগামী ২৬ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত।'

আভযান

বক্সিরহাট, ২৩ মে : জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ বেআইনিভাবে মজত দু'হাজার লিটার কেরোসিন, ডিজেল এবং পেট্রোল বাজেয়াপ্ত করেছে। বহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার উত্তর রামপুরের বাসিন্দা রাজু সাহার বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য 'ডিজেল ভর্তি ১৭৫ লিটারের আটটি ড্রাম, কেরোসিন তেলের ১৯৫ লিটারের দুটি ড্রাম এবং পেট্রোল ভর্তি ২০০ লিটারের একটি ড্রাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু ইয়েছে।'

ট্রাক চুরি

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলসিবান্ধা অঞ্চল সংলগ্ন এলাকা থেকে চুরি যায় একটি ট্রাক। বৃহস্পতিবার রাতে ভোটবাড়ির বাসিন্দা মঞ্জুল হক ট্রাকটি নিউ চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় রেখেছিলেন। এদিন সকাল থেকে ট্রাকের হদিস মিলছে না।মেখলিগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন মঞ্জুল।

মুখে কুলুপ প্রশাসনের

জেলা শাসকের দপ্তর ফাঁকা নিয়ে পোঁয়াশা

কোচবিহার, ২৩ মে : কোচবিহার ডিএম অফিস নিয়ে রহস্য ক্রমে জটিল হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অফিস থেকে সব কর্মীকে চলে যেতে বলা হয়। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। অথচ প্রশাসনের কোনও আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন না। এদিকে দু'দিন ধরে জেলা শাসক অরবিন্দক্মার মিনা তাঁর দপ্তরে আসছেন না। ফোন করলে ধরছেন না, মেসেজেরও উত্তর দিচ্ছেন না। শুক্রবার বাংলোয় গিয়েও তাঁর দেখা মেলেন। তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায় বাংলোর এক কর্মী বলেন, 'আমি জানি না। তবে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বেরিয়েছেন। তারপর

শুক্রবার জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে দেখা গেল, কর্মীরা অফিসে উপস্থিত। কিন্তু সকলের মধ্যে একটা গা-ছাড়া ভাব। দপ্তরে সব মিলিয়ে ১৪-১৫ জন ওসি তথা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এদিন তাঁদের প্রায় সকলে অফিসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্যদিনের মতো সেভাবে অফিসের চেয়ারে বসে তাঁদের কাজ করতে দেখা যায়নি। ফলে সবকিছ



শুক্রবার অনেকটাই স্বাভাবিক জেলা শাসকের দপ্তরের কাজ। - জয়দেব দাস

মিলিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, শুধু বোমাতঙ্ক, নাকি কেন্দ্রীয় কোনও এজেন্সির হানা দেওয়ার আতঙ্ক কারণ বোমাতঙ্ক হলে বম্ব স্কোয়াড অফিস চত্বর ভালোভাবে তল্লাশি করত। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। বহস্পতিবার বোমাতক্ষের কারণে অফিস ফাঁকা করে দেওয়ার মানতে নারাজ দপ্তরের অধিকাংশ কর্মী। দপ্তরের এক কর্মীর কথায়, আমাদের বিভাগের ওসি সাধারণভাবে অফিস থেকে

চলে যেতে বলেন। বোমাতক্ষের ব্যাপার থাকলে তাঁর কথার ধাঁচ

এদিন দুজন অতিরিক্ত জেলা শাসক অফিসে এলেও বেশিক্ষণ ঘরে ছিলেন না। অফিস ফাঁকা করার বিষয়ে এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক রবি রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, এবিষয়ে তাঁর কিছ জানা নেই।

বিজেপির স্থানীয় নিখিলরঞ্জন দে'র বক্তব্য, 'এমনিতেই প্রশাসনিক সভায় ডিএম, এসপি

- বহস্পতিবার অফিস থেকে সব কর্মীকে চলে যেতে বলা হয়
- 💶 ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পার হলেও প্রশাসনের কোনও আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে মুখ
- দু'দিন ধরে জেলা শাসক তাঁর দপ্তরে আসছেন না
- কোনওভাবেই জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না

মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়েছেন। আমাদের ধারণা, কেন্দ্রীয় কোনও তদন্তকারী সংস্থার হয়তো গতকাল তদন্ত করতে আসার কথা ছিল। এই ব্যাপারটা তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে হয়তো তাঁরা অফিস ফাঁকা করে দেন। এছাড়া দপ্তর ফাঁকা করে নথিপত্র নম্ভ করার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক কেন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন না, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বেহাল রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভ

বক্সিরহাট, ২৩ মে : সামান্য বৃষ্টিতে জলকাুদা জুমে তুফানগঞ্জ-২ রসিকবিলে একমাত্র রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বেহাল রাস্তায় মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। টোটো, অ্যাম্বল্যান্স না ঢোকায় সমস্যায় প্রসৃতি ও মুমূর্ব রোগীরা। পাকা রাস্তার দাবিতে প্রশাসনিক মহলে অনুনয়-বিনয় জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় শুক্রবার কাদাভরা রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে। বাসিন্দাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মিলছে না। বাধ্য হয়েই তাঁরা পথে নেমেছেন। এরপরেও কাজ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি

দিয়েছেন বাসিন্দারা। সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কারের জন্য উপরমহলে জানানো হয়েছে। শীঘ্রই সংস্কার করা হবে।'

মতিষক্রচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় শালবাড়ি পর্যন্ত চার কিলোমিটার জলকাদা জমে চলাচলের অযোগ্য

রাস্তাটি সংস্কারের জন্য উপরমহলে জানানো হয়েছে। শীঘ্রই সংস্কার করা হবে।

-শীতলচন্দ্র দাস *সভাপতি*, তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি

রাস্তাটি শুরু থেকেই কাঁচা। বেহাল দশার ফলে বযাকালে রসিকবিল এলাকার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি হয়। অভিযোগ, এলাকায় প্রায় বারোশো পরিবারের বসবাস। ফি উত্তর বাকলা থেকে রসিকবিল হয়ে বছর বর্ষায় খানাখন্দে ভরা রাস্তাটি

রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না। গেলেও যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত ভাডা আদায় করা হয়। ওই রাস্তা দিয়ে বোচামারি হাইস্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও প্রাথমিক স্কুলের পড়য়ারা করে। পডয়াদের জামাকাপড নোংরা হয়ে যায়। এলাকাটি মূলত কৃষিপ্ৰধান।

রাস্তার এমন বেহাল দশার জন্য উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলা কৃষকদের কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিক্ষোভকারী সুশীল বর্মন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির মেরামত হচ্ছে না। শীতকালে গাড়ির চাকার সঙ্গে ধুলো ওড়ে। আর বর্ষাকালে কাদার জন্য রাস্তা দিয়ে চলা দায় হয়ে পড়ে। প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই রাস্তা সারানোর দাবিতে ধানের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আরেক বিক্ষোভকারী পূর্ণিমা বর্মনের বক্তব্য, 'বেহাল রাস্তার কারণে কোনও অ্যাম্বল্যান্স এলাকায় ঢুকতে চায় না। ফলে গর্ভবতী ও মুমূর্বু রোগীদের নিয়ে পরিজনদের স্বটেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্থায়ী সমাধান দরকার।' অবিলম্বে রাস্তাটি পাকা করতে বাসিন্দারা

শীতলকুচিতে বাড়ছে নাবালিকা বিয়ে

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৩ মে : বিয়ের মরশুম পড়তেই প্রশাসনের নজর এড়িয়ে একের পর এক নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে শীতলকচি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নাবালিকা বিয়ে বন্ধে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রকল্প চালু করেছে। এরপরেও শীতলকুচির গ্রামীণ এলাকাগুলিতে নাবালিকার বিয়ের প্রবণতা কমছে না। কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি নাবালিকার বিয়ের ঘটনা ঘটেছে এই ব্লক<u>ে</u>। বৃহস্পতিবার রাতেও শীতলকুচির খানুয়ারডাঙ্গায় দুই নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হয়। অথচ প্রশাসন সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বললেন 'পুলিশ নাবালিকা বিয়ের অভিযোগ বিয়ে বন্ধ করে অভিভাবকদের দিয়ে মুচলেকা দেওয়ানো হয়েছে। তবে নজর এডিয়ে বিয়ে দিয়ে থাকলে অভিভাবকদের ডাকা হবে।'

একাধিক নাবালিকা বিয়ের কথা পুলিশ জানতে পারছে না। জানতে পারলেও তখনকার মতো বিয়ে আটকে দিচ্ছে। পরে ঠিকই কোনওভাবে অন্য জায়গা থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সপ্তাহে এরকমহ ঘটনা ঘটেছে নওদাবস এলাকায়। সেখানকার এক ১৭ বছর বয়সি নাবালিকার বিয়ের আয়োজন করেছিল পরিবার। পুলিশ জানতে পেরে বিয়েবাড়িতে হানা দিয়ে বিয়ে আটকে দেয়। নাবালিকার পরিবারের

অধিকাংশ বিয়ের খবর পাচ্ছে না পুলিশ

নজর এড়িয়ে

- 🔳 অধিকাংশ নাবালিকা বিয়ের খবর পাচ্ছে না পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন
- 🔳 খবর পেলে নাবালিকা বিয়ে তখনকার মতো আটকানো যাচ্ছে
- পরে অন্য জায়গা থেকে নাবালিকার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে

সদস্যরা ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেওয়া নিয়ে মুচলেকাও দেয়। পরে জানা গিয়েছে, অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায় 'অধিকাংশ নাবালিকা বিয়ের ঘটনা পুলিশ ও প্রশাসনের নজরে এলেও তারা সঠিক পদক্ষেপ করে না। পুলিশ বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে অভিভাবকদের আঠারো বছর আগে বিয়ে না দেওয়ার মুচলেকা নিয়ে চলে আসে। পরে স্থানীয় মাতব্বরদের সহযোগিতায় বিয়ে হয়ে যায়। এবিষয়ে প্রশাসন कड़ा राज्ञा निल नावानिका विरा বন্ধ করা সম্ভব।'

সম্প্রতি আরেকটি নাবালিকা বিয়ের ঘটনা ঘটেছে বামনডোবা গ্রামে। সেখানে কোনও জাঁকজমক ছাড়াই পুরোহিতকে ডেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বললেন, 'আগাম খবর পেলে ব্লক প্রশাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এধরনের বেশ কয়েকটি অভিযোগ শীতলকুচি থেকে মিলেছে।' তাঁর সংযোজন, 'নাবালিকা বিয়ে রুখতে ব্লক প্রশাসনের তরফে স্কুলগুলিতে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে।'

রাতেও 'মোবাইল ভ্যান' চাইছে তুফানগঞ্জ

তুফানগঞ্জ, ২৩ মে : রাতে বিদ্যুৎ

সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বারংবার বিদাৎ দপ্তরে ফোন করা হলেও সমস্যা মেটে না। আর সুরাহা হবেই বা কী করে? এখনও পর্যন্ত তুফানগঞ্জে রাতে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে মোবাইল ভ্যান পরিষেবা চালুই হয়নি। গভীর রাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হলে গরমে ছটফট করা ছাড়া বাসিন্দাদের কাছে কোনও উপায় থাকে না। বর্তমানে তুফানগঞ্জ শহরে রাতে এই সমস্যাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলার বাকি শহরের সমস্যায় পরিষেবা পেলেও তুফানগঞ্জ শহরের বাসিন্দারা তা থেকে বঞ্চিত। কোচবিহাব ডিভিশনেব অন্তর্গত তুফানগঞ্জে দিনে মোবাইল ভ্যান

যায়। তাই স্থানীয়দের দাবি, ভোগান্তি এড়াতে ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকুক মোবাইল ভ্যান পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কোচবিহার জেলার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আপৎকালীন মুহুর্তে সমস্যা মেটানোর জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা রয়েছে। রাতেও পরিষেবা শুরু করা যায় কি না তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

তবে কোচবিহারের রিজিওনাল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাসকে বারংবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। তুফানগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের আওতায় বর্তমানে প্রায় ৮৪ হাজার গ্রাহক রয়েছেন। যার মধ্যে শহরের গ্রাহক বাসিন্দারা রাতে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। সম্প্রতি ঝড়জলে বিদ্যুতের সমস্যা বেড়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে বিদ্যৎ বিভ্রাটের মধ্যে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রত হয়ে গিয়েছিল। আমি রাতেই বিদ্যুৎ কয়েক ঘণ্টা পর পরিষেবা স্বাভাবিক দাস। তিনি বলেন, 'সেদিন হঠাৎ



ট্রাসফর্মার ঠিক করতে ব্যস্ত বিদ্যুৎকর্মীরা। শুক্রবার লম্বাপাড়ায়।

দপ্তরে ফোন করার চেষ্টা করি, কিন্তু করা হয়।' একই অভিযোগ আরেক

সেদিন হঠাৎ রাতে আমার

বাড়িতে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি রাতেই বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করার চেষ্টা করি, কিন্তু কাজ হয়নি। বারংবার ফোন করার কয়েক ঘণ্টা পর পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়।

> -সুব্রত দাস স্থানীয় বাসিন্দা

'কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ শহরে বিদ্যুতের জন্য রাত্রিকালীন মোবাইল ভ্যান পরিষেবা থাকলেও তুফানগঞ্জে কেন নেই?' রাতে বিদ্যুৎ নিয়ে কোনও

সুবিধা না মেলায় শুধু যে বাসিন্দাদের পরিষেবা রয়েছে। সকাল ৬টা থেকে রাতে আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ বন্ধ কাজ হয়নি। বারংবার ফোন করার বাসিন্দা পাপাই দেবনাথের। তাঁর প্রশ্ন, সমস্যা হয় তাই নয়, তুফানগঞ্জ পাশাপাশি স্থানীয়রাও উপকৃত হবেন।'

চিঠি পাঠানো হয়েছে। রাতে জনবহুল এলাকায় অগ্নিসংযোগ ঘটলে আগুন মোকাবিলায় তাঁরা নিজেরাই আইসোলেটর নামিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হন। তফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহা বলেন, 'বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম না থাকায় আশপাশের সকল ট্রান্সফর্মার বন্ধ করে কাজে নামতে হয়। হাইপারটেনশন তারে বিদ্যুতের সংস্পর্শে কোনও কর্মী মারা গেলে তার দায় কে নেবে? সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎকর্মীদের ফোনে না পেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাই শহরে রাতে বিদ্যুতের মোবাইল ভ্যান পরিষেবা চালু হলে আমাদের

মুখে পড়ছেন। ইতিমধ্যেই এনিয়ে

তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক, বিদ্যুৎ

ম্যানেজারকৈ

দপ্তরের স্টেশন

বাতিল ওযুধ নিয়ে ধন্দ

নিৰ্দেশ মেনে টাঙানো হচ্ছে না তালিকা



শিবশংকর সত্রধর

কোচবিহার, ২৩ মে : প্রতিটি ওষুধের দোকানে যাতে বাতিল ওষুধের তালিকা টাঙানো হয় বলে উত্তরিবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোচবিহারের বেশিরভাগ ওযুধের দোকানে সেরকম কোনও তালিকা এখনও পর্যন্ত টাঙানো হয়নি। ফলে ক্রেতাদের মধ্যে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে। ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য প্রশাসনের দিকেই গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে। তাদের বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে ওষুধ ব্যবসায়ীদের কাছে এ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি।

শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে বাতিল ওষুধ নিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে এবিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে তিনি নির্দেশ দেন। সেই ঘটনার পর দু'দিন পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে. জেলায় তাদের প্রায় দুই হাজারের মতো ওষধের দোকান রয়েছে। কিন্তু বাতিল হয়ে যাওয়া ওষুধের তালিকা

জলকাদায় থইথই গ্রাভেল রাস্তা

পানিগ্রামে। সংবাদচিত্র

শোচনীয় দশা

গ্রাভেল রাস্তার

বুল নমদাস

গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম ও

পূর্বখণ্ড বামুনিয়া বুথে দুটি গ্রাভেল

খানাখন্দে ভরে গিয়েছে রাস্তা দটি

বৃষ্টিতে জলকাদা জমায় যানবাইনে

যাতায়াত তো দূরের কথা, ওই

দুই রাস্তায় হেঁটে চলাও দায় হয়ে

পড়েছে। সমস্যার বিষয়টি স্থানীয়

প্রশাসনের নজরে আনা হলেও

কোনও সাডা না মেলায় ক্ষোভ

বাডছে এলাকায়। দ্রুত রাস্তা দটি

সংস্থারের দাবিও জোরালো হয়ে

উঠেছে। নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান মাম্পি বর্মন বিষয়টি খতিয়ে

দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাস্তাটি তৈরির সময়

রাস্তাটির এই হাল।

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক

কম পরিমাণে বালি-বজরি

দেওয়া হয়েছে। রোলারও

দেওয়া হয়নি। ফলে অল্পদিনেই

গিরীশ বর্মন

স্থানীয় বাসিন্দা

স্থানীয় রঞ্জিত অধিকারীর বাড়ি

থেকে ব্রিটিশ বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত

৩৫০ মিটার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে

স্থানীয়দের বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে।

মাসখানেক আগেই রাস্তাটি গ্রাভেল

করা হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে

রাস্তার দশা শোচনীয় হয়ে পডায় এলাকায় ক্ষোভের পারদ চড়ছে। স্থানীয় গিরীশ বর্মন বলেন, 'রাস্তাটি

তৈরির সময় প্রয়োজনের তুলনায়

অনেক কম পরিমাণে বালি-বজরি দেওয়া হয়েছে। রোলারও দেওয়া হয়নি। ফলে অল্পদিনেই রাস্তাটির এই হাল।' দ্রুত সংস্কার না করা হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও

দিয়েছেন তিনি। এলাকার পঞ্চায়েত

সদস্য হরিকুমার বর্মনেরও বক্তব্য,

'শিডিউল মেনে রাস্তার কাজ করা

হয়নি। তাই মাসখানেকের মধ্যেই

রাস্তায় খানাখন্দে জলকাদা জমছে।

নম্বর বুথেও প্রায় এক কিমি

একটি গ্রাভেল রাস্তার বেহাল

দশায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়দের

একাংশ। গিলাডাঙ্গামুখী পাকা রাস্তা

থেকে শুরু হয়ে ওই রাস্তাটি দুটি

বুথ এলাকা দিয়ে গিয়েছে। স্থানীয়

জাফর ইকবালের বক্তব্য, বহু মানুষ

ওই রাস্তায় যাতায়াত করেন। কিন্তু

রাস্তাটি সংস্কারে স্থানীয় প্রশাসনের

কোনও হেলদোল নেই। বর্তমানে

ওই রাস্তায় হেঁটে চলাও দায়।

এ নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য

সংস্কারের

ইতিপূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের

নজরে আনা হয়েছে।'

মর্তুজা প্রধান বলেন,

বিষয়টি

পূর্বখণ্ড বামুনিয়ায় ৫/৪৭

পানিগ্রামের ৫/৪২ নম্বর বুথে

রাস্তা বেহাল

নয়ারহাট, ২৩ মে : নয়ারহাট

হয়ে পড়েছে



ইতিমধ্যেই আমরা এবিষয়ে কাজ শুরু করেছি। আমাদের আধিকারিকরা ওষুধের দোকানগুলিতে অভিযানে যাচ্ছেন। যেখানে তালিকা টাঙানো

নেই, সেখানে তালিকা টাঙাতে বলা হচ্ছে।

ঠিকমতো

টাঙানোর বিষয়ে প্রশাসনের তরফে

কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি বলে

তাদের অভিযোগ। সংগঠনের জেলা

সম্পাদক সৌমেন চক্রবর্তী বলেছেন,

'ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস থেকে এবিষয়ে

আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি।

বিষয়টি জানেনই না। সেজন্যই

তাঁরা তালিকা টাঙাননি। তবে, যাঁরা

বিষয়টি জানেন তাঁরা তালিকাটি

টাঙিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা

কোচবিহার শহরের একমাত্র

বেশিরভাগ ব্যবসায়ী

শীঘ্রই আলোচনায় বসব।

হাসপাতালের ভিতরে

– কাঞ্চন অধিকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোলার

> সেখানে গিয়ে শুক্রবার অবশ্য বাতিল ওষুধের তালিকা টাঙানো অবস্থায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু বেসরকারি দোকানগুলি থেকেই সবচেয়ে বেশি ওষুধ বিক্রি হয়। সেখানে অবশ্য তালিকা দেখা যায়নি। সুনীতি রোডে এমনই বহু ওষুধের দোকান রয়েছে। একটি দোকানের তরফে অভিজিৎ কুণ্ডু বলেন 'এখনও এরকম কোনও তালিকা টাঙাইনি। খুব শীঘই টাঙিয়ে দেব।'

শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, ক্ষাষ্ট্ৰ ন্যায্যমূল্যের ওষ্ধের দোকানটি উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট থেকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও সম্প্রতি ভেজাল ওষুধ এসেছিল। রয়েছে। এরকম প্রায় ৫৫টি ওষুধ বাতিল করা

হয়েছে। যা নিয়ে রাজ্যের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে ওষধেব দোকানে বাতিল ওষধেব তালিকা টাঙানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও সেই কাজ বাস্তবায়িত না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও আসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোলার কাঞ্চন অধিকারী 'ইতিমধ্যেই বলেছেন, এবিষয়ে করেছি কাজ শুক আধিকারিকরা দোকানগুলিতে অভিযানে যাচ্ছেন। যেখানে তালিকা টাঙানো নেই

সেখানে তালিকা টাঙাতে বলা হচ্ছে।

গড়িমসি

ভিনরাজ্য থেকে ভেজাল ওষুধ

আসছে বলে অভিযোগ

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে

প্রশাসনিক বৈঠকে বাতিল ওযুধের

তালিকা টাঙানোর নির্দেশ দেন

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের

দোকানে তালিকা দেওয়া হলেও,

বাইরের দোকানগুলিতে

টাঙানো হয়নি

প্রশাসনের তরফে এবিষয়ে নির্দিষ্ট

নির্দেশিকা আসেনি বলে দাবি ওষুধ

ব্যবসায়ী সংগঠনের

প্রশাসনের ভূমিকা বাড়ছে ক্ষোভ

রাস্তা যেন আলিখিত ডাম্পিং গ্রাউভ

শতাব্দী সাহা

কোচবিহারের গুরুত্বপূর্ণ আন্তজাতিক স্থল বাণিজ্যকেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধা। আর চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত-ভূটান-বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় বাণিজ্য চলে। বাণিজ্যিক সুবিধার্থে রাজ্য সরকার তৈরি করেছে সুবিধা পোর্টাল। এই সুবিধা পোর্টালের বিপরীত দিকে এশিয়ান হাইওয়ের পাশে চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা যেন অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। এলাকাটি রীতিমতো ঝোপঝাডে ঢাকা। তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের আবর্জনার স্তপ জমে রয়েছে।

এই জায়গা থেকে এমন দুর্গন্ধ প্রতিনিয়ত বের হয় যার জন্য সুবিধা পোর্টালের আধিকারিক থেকে শুরু করে ট্রাক নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া গাড়ির চালক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়তে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিন-দিন যেভাবে ওখানে আবর্জনা জমছে তাতে বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন আবর্জনা, খাবারের বিভিন্ন প্যাকেট, ছেঁড়া বালিশ, বিছানাপত্র থেকে শুরু করে মরা জীবজন্তু অবধি ওখানে ফেলে যায় অনেকে।

স্থানীয় দেবরঞ্জন দাসের কথায়, 'দুৰ্গন্ধে নাকাল হতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে যদি প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয় তাহলে

খুব ভালো হয়।' রহমান জানালেন, ট্রাক নিয়ে



আবর্জনা জমে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রূপ নিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধায়

এই পথ দিয়েই বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করতে হয়। দুর্গন্ধের ঠেলায় নাকে রুমাল চাপতে হয়। বর্ষা প্রায় শুরু হয়েছে। আর ওই এলাকাটি ঝোপজঙ্গলে এরকমভাবে ঢেকে রয়েছে, যে কোনও দিন পোকামাকড় কামড়াতে পারে।

> পাপিয়া কর্মকার স্থানীয় বাসিন্দা

পড়লে এখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এমন বিকট গন্ধ বেব হয় আর বলার নয়। প্রশাসন সব দেখেও যেন না দেখার ভান করে।

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় ট্রাকচালক হাবিব প্রধান ইলিয়াস রহমানের প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি নিয়ে মেখলিগঞ্জের বিডিওর বাংলাদেশে যেতে হলে এ পথেই সঙ্গে কথা বলব। চ্যাংরাবান্ধা বাজার যেতে হয়। সুবিধা পোর্টালের থেকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাজের জন্য বা গাড়ির লাইন প্রকল্পের গাড়ি জঞ্জাল সাফাই করে

নিয়মিত। তাদের সঙ্গেও কথা বলব। রেলের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে। যাতে তারা তারজালির বেড়া দিয়ে জায়গাটি ঘিরে দেয়। প্রয়োজনে আবর্জনা না ফেলার পোস্টার সাঁটানো হবে। নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাসিন্দা

স্থানীয়

পাপিয়া

কর্মকারের অভিযোগ, এই পথ দিয়েই বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করতে হয়। দর্গন্ধের ঠেলায় নাকে রুমাল চাপতে হয়। বর্ষা প্রায় শুরু হয়েছে। আর ওই এলাকাটি এরকমভাবে ঝোপজঙ্গলে ঢেকে রয়েছে, যে কোনও দিন পোকামাকড় কামড়াতে পারে। সর্বদা বাচ্চাদের নিয়ে ভয়ে ভয়ে চলাচল করতে হয়।

চ্যাংরাবান্ধা সুবিধা পোর্টালের এক আধিকারিক বলেন, 'দুর্গন্ধের ঠেলায় অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। দিনেরবেলা আমাদের সামনে কাউকে আবর্জনা ফেলতে দেখি না। সন্ধ্যায় অফিস বন্ধ করে যখন চলে যাই তারপরে হয়তো এসব কাণ্ড হয়।'

একাধিক দাবি নিয়ে শেষ হল জেলা সম্মেলন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৩ মে : ২০১১ রাজ্যে সালে ক্ষমতা হারানোর পর একের পর এক নির্বাচনে ভরাডুবি। হারিয়েছে বিরোধী দলের তক্মাও। অনেক জায়গায় দলীয় কার্যালয়ে খোলার লোক পাচ্ছে না সিপিএম। এ আবহে বুধবার থেকে শুক্রবার মাথাভাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হল সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের ২০তম জেলা সম্মেলন। শুক্রবার নজরুল সদনে সংগঠনের বিদায়ি সম্পাদক সুধাংশু প্রামাণিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। জেলা সম্মেলনে ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব দাবি করেছে গত বছরের জেলায় তাদের গত বছর জেলায় সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার। এ বছর বেড়ে তা ৬৩ হাজার ৩৫৫ জন হয়েছে। জেলা সম্মেলনে একদিকে যেমন উঠে এসেছে মাথাভাঙ্গায় একটি মহিলা কলেজ স্থাপন. দিনহাটা এবং সিতাইতে একটি করে কলেজ স্থাপন।

অন্যদিকে, তেমনি উঠেছে এসেছে জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি তোষা নদীর ফাঁসিরঘাটে এবং হাঁসখাওয়া ঘাটে সেতৃ নির্মাণের প্রসঙ্গ। চকচকা শিল্পকেন্দ্রকে পনর্জীবিত করার দাবি। ধবডি থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত একটি রেল চালু করে তুফানগঞ্জে স্টপের সরকারি সমস্ত কর্মী নিয়োগের দাবি। শিক্ষার বেহাল অবস্থাকে সচল করার দাবিসনদও গৃহীত হয়। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সচল করা সরকারপোষিত প্রাথমিক



বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখযোগ্যভাবে ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিনের সম্মেলন থেকে সংগঠনের ৫০ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। একইসঞ্ ১৫ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে জেলা পরবর্তীকালে একজনকে অন্তৰ্ভক্ত করে জেলা সম্পাদকমগুলীর সদস্য সংখ্যা ১৬ জন করা হবে। সংগঠনের কোচাবহার জেলার নতুন সম্পাদক নিবাচিত হন ইউসুফ আলি। সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং পত্রপত্রিকা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মানস বর্মন, রিপন মণ্ডল এবং সুমনা আহমেদ।

বুধবার শহরের নজরুল সদনে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে শহরে প্রকাশ্য সমাবেশে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে নজরুল সদনে শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৮৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়ার কথা স্থির করা হয়েছে। তেমনি জেলার বেশ কিছু জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।



স্কন ডিজিজে আক্রান্ত হচ্ছে গোরু

দিনহাটা, ২৩ মে : বর্ষার শুরুতেই ফের লাম্পি স্কিন ডিজিজ নিয়ে আতঙ্ক ছডিয়েছে কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। টানা কয়েকদিন জ্বরের পাশাপাশি শরীরের একাধিক অংশ ফুলে যাচ্ছে গোরুর। শরীরজুড়ে বুসুন্তের মতো গুটি বেরোচ্ছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছাচ্ছে যে চলাফেরা ও খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে গবাদিপশু। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দ্রুত চিকিৎসার পরও সহজে সেরে উঠছে না। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারা যাচ্ছে গবাদিপশু। তবে শুধু গোরু নয়, ছাগল ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুও ওই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

শুক্রবার কদমতলা রোড ধরে ওই রোগে আক্রান্ত গোরুকে নিগমনগর পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকার বাসিন্দা খগেন বর্মন।এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'গত বছরও জ্বর ও শরীর ফোলার উপসর্গ নিয়ে দুটো বাছর মারা গিয়েছিল। গত কয়েকদিন ধর্রে এই বাছুরেরও একই অবস্থা। কী তবে সদ্যোজাত গোরুদের টিকাকরণ



লাম্পি স্কিন ডিজিজে আক্রান্ত গোরু। কিশামত দশগ্রামে।

যে হবে জানি না। এভাবে চললে পাল বাড়বে কী করে?' যদিও আতঙ্কিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্থানীয় প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। দিনহাটা-২ ব্লকের বিএলডিও ডঃ শেখ সামসুদ্দিন বলেন, 'কোচবিহার জেলাজুড়ে দফায় দফায় ওই রোগের টিকাকরণ কর্মসূচি হয়েছে। দিনহাটা-২ ব্লকের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে গ্রামে ঘুরে ঘুরে টিকাকরণ হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন এলাকায় শিবিরও করা হয়েছে।

কিছ ঘটনা আমাদের নজরে আসছে। চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন। গোপালকরা আতঙ্কিত না হয়ে, সচেতন হন। আক্রান্ত গোরুকে আলাদা রাখুন।'

মূলত আফ্রিকা মহাদেশ থেকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ নামে ওই রোগ গত কয়েক বছরে ভারতে এসেছে মশা, মাছি থেকেই ভাইরাস ঘটিত ওই রোগ ছড়াচ্ছে। স্থানীয় গোপালকদের অনেকেই বলছেন, গোরু কখন কীভাবে ওই রোগে সংক্রামিত হচ্ছে তা ঠাওর করতে বেগ পেতে হচ্ছে। এমনকি দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েও গবাদিপশুর সেরে ওঠার ঘটনা কম। এতে ভবিষ্যতে গো-পালন করে আয় কতটা হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এদিন বড়শাকদল গোরুর জন্য ওষুধ নিতে এসেছিলেন লাঙ্গুলিয়ার বৃদ্ধ সনাতন দাস। তাঁর কথায়, 'প্রায় ৩ বছর ধরে বাছুরদের এই রোগ হচ্ছে। গোরুর সারা শরীরে বসন্তের মতো গুটি হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারা যাচ্ছে হয়েছে। পরামর্শে ওষুধ নিতে এসেছি।'

অর্থই স্বপ্নের পথে বাধা শিপ্রার

নয়ারহাট, ২৩ মে : বাবা নিত্য অভাব অন্টনের মধ্যেই তার চালিয়ে গিয়েছে। ফলও পেয়েছে হাতেনাতে। ৮৬ শতাংশেরও বেশি



নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শিকারপুর হাইস্কলের ছাত্রী শিপ্রা সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৩২। ভূগোল, সংস্কৃত ও শিক্ষাবিজ্ঞানে সে যথাক্রমে ৯১. ৯০ ও ৮৭ নম্বর পেয়েছে। বাংলায় ৮৩ ও পরিবেশ বিজ্ঞানে ৮১ নম্বর থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি পেয়েছে। মেয়ে ভালো ফল করায় তিনি শিপ্রার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও বাবা-মা যেমন খুশি হয়েছেন কামনা করেছেন।

তেমনি মেয়ের উচ্চশিক্ষা নিয়েও শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। শিপ্রার বাবা আশু সরকারের বক্তব্য, 'এতদিন দিনমজুর, মা গৃহবধূ। সংসারে কন্টের মধ্যে কোনওরকমে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছি। এখন বেড়ে ওঠা। কিন্তু তাতে সে দমে সে কলেজে পড়তে চায়।এতে খরচ যায়নি। দাঁতে দাঁত চেপে পড়াশোনা অনেকটাই বাড়বে। কী করে খরচ জোগাড করব ভেবে পাচ্ছি না। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে না এলে মেয়ের উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে তাঁর আশঙ্কা। বাধ্য হয়ে তিনি আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

শিপ্রার প্রিয় বিষয় ভূগোল। এখন ভূগোল নিয়েই বাইরের কোনও কলেজে তার পড়ার স্বপ্ন রয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হয়ে পরিবার ও দুঃস্থ পড়য়াদের পাশে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু অর্থ স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিপ্রার কথায়, 'কষ্ট হলেও বাবা এতদিন আমাকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছেন। এখন কী হবে বুঝতে পারছি না।' সেও আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। শিপ্রা বলে, 'কেউ আর্থিক সহযোগিতা সারাজীবন কতজ্ঞ থাকব।' শিপ্রার গৃহশিক্ষক বিনয় রায়ের বক্তব্য, 'পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা পেলে শিপ্রার ফল আরও ভালো হত।' পাশে



নর জন্য দার্জিলিং চা, হিমসাগর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : অক্ষয়কুমারের সঙ্গে মোদির সেই সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে? প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শৈশব থেকেই আমের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তাঁর। গাছ থেকে পাকা আম পেড়ে তা হাতে নিয়ে খাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। সেই আনন্দে ছোটবেলায় মেতে উঠতেন মোদিও। আবার পানীয় হিসেবে চা-ও রয়েছে তাঁর পছন্দের তালিকায়। আগামী ২৯ মে যখন তিনি আলিপুরদুয়ারে আসবেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে তাই হিমসাগর আম ও দার্জিলিং চায়ের আয়োজন করতে চাইছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক রাজনৈতিক সভা করবেন তিনি। সেই সফরে দলের তরফে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হবে। একথা নিশ্চিত করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে প্রধানমন্ত্রীর

খাদ্যতালিকায় কী কী থাকবে, তা এখনই চূড়ান্ত করে বলতে পারছেন না কেউ। আপাতত ভাবনাচিন্তা চলছে। কারণ এই তালিকা আগে প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও) থেকে অনুমোদিত হয়ে আসতে হবে। খাদ্যতালিকায় কী রাখবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন দীপক বর্মনের মতো বিজেপির নেতারা, যাঁদের ওপর রয়েছে আয়োজনের ভার।

বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচির আহ্নায়ক দীপক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কোথাও দীর্ঘ সফর করলে দলীয়ভাবে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়। এর আগে ২০১৬ সালে যখন তিনি জেলায় এসেছিলেন, তখন কচু দিয়ে এক বিশেষ পদ রাখা হয়েছিল তাঁর খাদ্যতালিকায়। এবার এখনও সেভাবে কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে স্থানীয় কোন কোন পদ থাকবে তা

নিয়ে বৈঠক করা হবে।' প্রধানমন্ত্রীর খাবারদাবারের বিষয়টি দলীয় সূত্রে খবর, মূলত পিএমও দেখভাল করে থাকে। তবে কোথাও



আয়োজন

 পছন্দের গুজরাটি পদ হিসেবে তাওয়া রুটি, ডাল, সবজি ও স্যালাড রাখা হবে

 সজনে ডাঁটা দিয়ে তৈরি ড্রামস্টিক পরোটা রাখার চিন্তাভাবনা

 মেনুতে স্থানীয় ঢেঁকিশাক রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে

আলাদাভাবে খাবার আয়োজন করা হয়। সিকিমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা সময় কাটাবেন। দুটি বৈঠক মিলে প্রায় দেড ঘণ্টার মতো তিনি আলিপুরদুয়ারে কাটাতে পারেন বলে খবর। এই দেড় ঘণ্টায় তাঁকে কী খাওয়ানো যেতে পারে তা নিয়েই এখন চিন্তায় পড়েছে বিজেপি নেতত্ব।

প্রধানমন্ত্রী যেহেতু প্যারেড গ্রাউন্ডে এক ঘণ্টার বেশি থাকবেন, তাই তাঁকে অন্তত দু'বার চা দেওয়া হতে পারে। সেজন্য একেবারে উন্নত মানের দার্জিলিং চায়ের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশাসনিক বৈঠকের আগে তাকে চা দিয়েই স্বাগত জানানো হবে। প্রথম বৈঠকের পর তাঁকে একটি প্লেটে সুস্বাদু হিমসাগর আম কেটে দেওয়া হতে পারে। মঞ্চের ওপরই একটি ঝুড়িতে করে আম উপহার হিসেবেও

দেওয়া হতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রীর কী কী খাদ্য পছন্দ তা জানতে বিজেপির নেতারা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যও নিচ্ছেন। ইন্টারনেট ঘেঁটে নাকি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের খাবারের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপির এক জেলা স্তরের নেতা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে কী খাওয়াব, সেটা নিয়ে সত্যিই আমরা চিন্তিত। তবে তাঁর পছন্দের গুজরাটি পদ হিসেবে তাওয়া রুটি, ডাল, সবজি ও স্যালাড রাখা হবে। পাশাপাশি সজনে ডাঁটা দিয়ে তৈরি ড্রামস্টিক পরোটাও রাখার চিন্তাভাবনা চলছে। মেনুতে আমাদের এলাকার ঢেঁকিশাক রাখার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছ।'

মোদি এর আগে ২০১৬ সালে বীরপাড়ায় রাজনৈতিক সভা করতে এসেছিলেন। সেবার নানা খাবারের সঙ্গে পাতে ছিল কচু দিয়ে তৈরি এক বিশেষ পদ। তবে প্রধানমন্ত্রী ওই সময় বীরপাড়াতে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন কি না, তা স্পষ্ট জানাতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা



একজন বাসিন্দা সাইদুল্যা মণ্ডল - কে এর সততা প্রমাণিত।

সাপ্তাহিক লটারির 64H 56339 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জ**মা দি**রেছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার অনেক প্রতিবেশীকে অম্প কিছু টাকা খরচ করে সহজেই কোটিপতি হতে দেখেছি। আমিও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীকা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি সফল হয়েছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির শক্তিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই

08.03.2025 তারিখের ছ্র তে ভিয়ার ারিখনীর কথা সরকারি ক্রেবনাইট ক্রেক সংগুরীত

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬ সংখ্যা, শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সিঁদুরেও ভোট!

ব্রতীয় সেনার শৌর্য, সাহসিকতা, বীরগাথায় প্রত্যেক ভারতীয়র অটুট আস্থা। ভারতের নিবাচিত সরকার এবং সেনাবাহিনীর সম্পর্ক তাই এই উপমহাদেশের অন্য দেশগুলির মতো কখনও বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি। সেনাবাহিনী কখনও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়

হস্তক্ষেপ করেনি। তবে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বে বিশ্বের দরবারে ভারত সরকার সম্মানিত হয়েছে বহুবার। কিন্তু কখনও মনে হয়নি, সরকার সেনার কৃতিত্বে ভাগ বসাচ্ছে বা তাদের কৃতিত্বের আলোয় নিজেকে

এটা সম্ভব হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থার কারণে। কিন্তু এতদিনের সেই বিশ্বাসটাই যেন টলে যাচ্ছে এখন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল। পাকিস্তানের ড্রোন ও গোলাবর্ষণের কঠোর জবাবও দিয়েছে। বাহিনীর এই শৌর্য প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের।

কিন্তু এই বীরগাথা সস্তা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠলে তা লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। পহলগাম হামলার এক মাস পুর্তিতে রাজস্থানের বিকানেরের জনসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতা ভোট প্রচারের ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর শিরায় নাকি রক্তের বদলে গরম সিঁদুর বইছে। মোদি দাবি করেন, সিঁদুর বারুদে পরিণত হলে, তার ফল কী হতে পারে সেটা শত্রুরা টের পেয়েছে।

শুধু মেঠো বক্তৃতাতে নয়, বিরাট বিরাট হোর্ডিং, পোস্টার, ব্যানারে সামরিক পোশাকে সজ্জিত নরেন্দ্র মোদির ছবি ছেপে অপারেশন সিঁদুরের নিরন্তর প্রচার চলছে। ট্রেনের টিকিটে মোদির স্যালুটরত ছবি ছাপিয়ে যেন বোঝানো হচ্ছে, সেনাবাহিনী নয়, অপারেশন সিঁদরের আসল কতিত্ব নরেন্দ্র মোদির। করোনার টিকার শংসাপত্রে যেমন মোদির ছবি সেঁটে দেওয়া থাকত।

বিনামূল্যে র্যাশন দেওয়ার থলিতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। প্রচারের এমন বাড়বাড়ন্ত মোদির নতুন ভারতের এখন নিউ নর্মাল। অথচ পহলগাম হামলায় দোষী জঙ্গিদের কেন এক মাস পরেও ধরা গেল না, জন্ম ও কাশ্মীরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যুহ ভেদ করে তারা ঢুকে নিরপরাধ ২৬ জন মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে কীভাবে পালিয়ে গেল, কেনই বা আগাম গোয়েন্দা সতর্কবাতা সত্ত্বেও বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের ঘোরার অনুমতি দেওয়া হল- সেই প্রশ্নগুলির এখনও জবাব নেই।

বিরোধী দলের নেতা হোক কিংবা সাধারণ মান্য, যে বা যাঁরা এসব প্রশ্ন তলছেন, তাঁদের পাকিস্তানের দালাল, দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী পাক প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে হামলার কথা আগাম জানিয়েছিলেন বলে অভিযোগের জবাব দিচ্ছে না সরকার। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্ব প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাতে সেনাবাহিনীর অসম্মান হয় বলৈ বিজৈপি মনে করে না।

অথচ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুললে তাঁর বিরুদ্ধে সেনাকে নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলা হয়। অতীতে নোটবন্দি, জিএসটি, পিএম কেয়ার্স ফান্ড, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক, করোনাকালে লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনাকারীদের একইভাবে বিদ্রুপ করেছিল বিজেপি। শুধু ক্যামেরার সামনেই প্রধানমন্ত্রীর রক্ত কেন গরম হয়- প্রশ্ন তলেছেন রাহুল।

গা-গরম করা বক্তৃতা দিয়ে ভোটবাজারে ফায়দা তোলার বিপরীতে দেশের বিদেশনীতিতে বড়সড়ো ফাঁক চোখে পড়ছে। বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সেসব মানতে নারাজ। চলতি বছরের শৈষের দিকে বিহারে বিধানসভা ভোট। বছর ঘুরলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাডুতে ভোট। বিজেপি এবং মোদির নজর এখন শুধু ভোটবাক্সে।

যত প্রশ্নই উঠুক, সমালোচনা হোক, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদকে অব্যর্থ অস্ত্র বলে মনে করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী সেই অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছেন। কেননা, অতীতের মতো আগামীদিনেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করে সাফল্য ঘরে তুলতে মরিয়া পদ্ম ব্রিগেড।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্থ ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সখদঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া উর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সতাব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না। -শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

নায়িকা, গায়িকা এবং এক করিডর

ইউনূসের পদত্যাগনাট্য শেষ। ঘটনার কারণ, সেনা ও বিএনপির অসন্তোষ। কক্সবাজার করিডরে সেনাপ্রধানের তীব্র আপত্তি।



মাথায় একটা হেলমেট। ঘিরে পলিশ। কোনও খনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন। হেলমেটের ফাঁক দিয়ে বিধ্বস্ত তরুণীর শুধ চোখটুকু দেখা যায়, তাতে ভাষাহীন শূন্যতা মাখামাখি। তার যেন বিশ্বাসই

হচ্ছে না ঘটনাটা।

ঢাকার কোর্ট চত্বর। চারপাশের জনতা মজা দেখছে। মজাই দেখছে।

মজা? যাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত পরিচিত অভিনেত্রী বাংলাদেশে। নসরাত ফারিয়া। তাঁর অপরাধটা কী, তখনও কেউ জানে না। ঢাকার ভাটারা থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন এক হত্যার চেস্টায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। বাস্তবে সেই সময় তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। সেখান থেকে বারবার পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। তবু এভাবে গ্রেপ্তার!

দ্বিতীয় ছবিও ভয়ংকর। এক মহিলাকে হেলমেট পরিয়ে ওইভাবেই খুনির মতো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালত চত্মরে। তাঁর দিকে একদল মানুষ ছুড়ছে ডিম। লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হয়ে সে ডিমগুলো পড়ছৈ মহিলা পুলিশের গায়ে। ভদ্রমহিলা বিশিষ্ট গায়িকা ও প্রাক্তন সাংসদ। মমতাজ বেগম। তাঁকে ধরা হয়েছে ১২ বছর আগের এক খনের মামলায়। ঠিকই লিখলাম. বারো বছর আগের মামলায়।

নুসরাতকে টালিগঞ্জের লোকেরাও ভালো চিনবেন। আমাদের সুপারস্টার জিতের সঙ্গে তাঁর দুটো ছবি আছে--বাদশা দ্য ডন এবং বস টু। বিরসা দাশগুপ্তের বিবাহ অভিযানে তিনি ছিলেন অঙ্কশের নায়িকা।

অপরূপা বাংলাদেশের প্রশাসন, পুলিশ, বিচারপতিদের ন্যুনতম বিচারবুদ্ধি এভাবে কর্পুর হয়ে উবে গেল কীভাবে? সেখানে অনেকেই বলছেন, নুসরাতের 'আসল' অপরাধ ছিল অন্য। দু'বছর আগে তিনি কিংবদন্তি শ্যাম বেনেগালের 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন হাসিনার চরিত্রে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হাসিনা হয়ে উঠতে চাই। সব বাঙালি মেয়ের মধ্যে একটা করে হাসিনা আছে।' এমন কথা যে কোনও অভিনেতা, অভিনেত্রী বলে থাকেন। বিশেষ করে বেনেগালের মতো জীবন্ত কিংবদন্তির ছবিতে কাজ করার সুযোগ যেখানে।

ওটা দু'বছর আঁগের ছবি তো কী, দাও, নুসরাতকে দু'দিন একটু হেনস্তা করে! এ মেয়ে লভন ইউনিভার্সিটির ল' গ্র্যাজুয়েট, হাসিনার সমর্থক। আসল হাসিনাকে পাচ্ছি না যখন, দাও তো সিনেমার হাসিনাকে জেলে ঢুকিয়ে। বেনেগাল বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁরও মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিত ইউনূসের পুলিশ ও জামায়াতে।

প্রশ্ন হল, হাসিনা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যদি নুসরাত ফারিয়াকে জেলে যেতে হয়. তা হলে বেনেগালের ওই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নুসরাত ইমরোজ তিশার 'শাস্তি' হল না কেন? বেনেগালের ছবিতে তিনি তো করেছিলেন হাসিনার ফজিলাতুন্নেছার ভূমিকায়।

এখানেও সোজা হিসেব রয়েছে। এই নুসরাত আবার ইউনূস সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর স্ত্রী। তাঁকে এমন হেনস্তা করে, সাধ্য কাদের?

ইউনস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ জামায়াতে নেতাদের দ্বিচারিতা এখানেও পদ্মার পানির মতো গহিন। উগ্র ইসলামিদের দাপটে বাংলাদেশে মহিলারা বিপন্ন। সব নারীকে এরা বোরখা এবং পর্দায় মডে রাখতে চায়। মডেল





অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া

প্রকাশ। পরের দিনই আবার উলটো কথা বলা। বলে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছেন ছাত্রদের

নজরুলের প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী, দ্বিতীয় স্ত্রী শীলা আমেদও অভিনেত্রী। শীলা আবার বিশিষ্ট লেখক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদের কন্যা। আসিফ নিজে এত চমৎকার লেখেন, তাঁর কখনও মনে হল না, এভাবে নুসরাত-মমতাজদের হেনস্তা অত্যন্ত অন্যায়? এসব ঠেকাতে না পারলে কীসের আইনি উপদেষ্টা তিনি ?

লেখাটা শুরু করেছি নুসরাত ও মমতাজকে দিয়ে। তবে আসলে শুধুই এই দুজনকে নিয়ে লেখার জন্য নয়। বাংলাদেশ বিনোদন দনিয়া আজ উঠে যাওয়ার মখে।কোনও খবর নেই।সব কাগজ বা ওয়েবসাইটের বিনোদন বিভাগে এখন পড়ি কলকাতা বা মুম্বইয়ের গুরুত্বহীন নায়ক-নায়িকার অর্থহীন সুব খবর। যেখানে শাকিব খানের মতো জনপ্রিয় মেগাস্টার রয়েছেন, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল ?

বা চিত্রনায়িকাদের বিরুদ্ধে ফরমানে ফরমানে

বাংলাদেশের বিনোদন দনিয়াই গুটিয়ে যাওয়ার

উপক্রম। অথচ তাদের নিজেদের লোক হলে

বাংলাদেশের আইনি উপদেষ্টা আসিফ

সতেরো খন মাফ।

যে দেশে ক্রিকেট ভারত-পাকিস্তানের মতোই ধর্ম হয়ে উঠছিল, সেই খেলার এক নম্বর তারকাকে এখন দেশের বাইরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে ঢুকতে পারছেন না। তাঁর অপরাধ, তিনি হাসিনার পার্টির সাংসদ ছিলেন। আর এক নামী ক্রিকেটার সাংসদ মাশরাফি মুর্তাজা কার্যত গৃহবন্দি। তিনি কেমন আছেন, অনুরাগীরা জানেন না।

বিনোদন জগতে বাংলাদেশের এত প্রতিভাময় মুখ। অনেকে প্রাণভয়ে দেশের বাইরে। অথবা নিজেরাই ঘেরাটোপে বন্দি রেখেছেন। বাইরে আসতে পারছেন না। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লিলি ইসলাম, চঞ্চল চৌধুরী, ফেরদৌস, জয়া এহসানরা দুই বাংলার গর্ব। অথচ ইউনূস প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের জন্য চরম হেনস্তা তাঁদের। অপু বিশ্বাস, মাহিয়া মাহি, মিথিলা, মোশারফ করিমের খবরই নেই সংবাদপত্রের পাতায়। সবাব মুখ বন্ধ।

হাসিনাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বলা হচ্ছিল। বাংলাদেশি মৌলবাদী মোল্লাদের অনুগামীদের ঢঙেই তিনবার বলা যায়, ঠিক, ঠিক, ঠিক। তা হলে ভাই, ইউনুসের ক্ষেত্রে কী বলবং

ঢাকায় শুক্রবারই কথা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে। ওখানে আলোচনায় অবশ্যই এখন প্রধানতম বিষয় ইউনসের পদত্যাগের ইচ্ছে

বাংলাদেশি বন্ধুরা বলছেন, পদত্যাগের কথা মাধ্যমে। এটা সম্পূর্ণ নাটক। ছাত্ররাও বুঝেছে, তাদের দলের ভবিষ্যৎ নেই। গত দিনদুই ধরে ঢাকার রাজপথে নেমেছিলেন হাজার হাজার বিএনপি সমর্থক। ইউনুস সরকারের সাম্প্রতিক কাজকর্মের প্রতিবাদে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো বাংলাদেশে ইউনুস এখন চাইছৈন তিনটে জিনিস। এক, মৌলবাদী ও ছাত্রদের খুশি করতে এখনই নির্বাচন না ডাকতে। আরও ক্ষমতাভোগ করাও লক্ষ্য। দুই, ভোট এখন হলে খালেদা জিয়ার বিএনপির ক্ষমতায় আসা অনিবার্য। সেটা করতে দেওয়া চলবে না। তিন এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশি সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে ভালো লেগেছে ইউনূসের।সেনা অবিলম্বে নির্বাচন চায়। প্রশ্ন হল, সেনার সঙ্গে ইউনুস কোম্পানির

সমস্যা তৈরি হল কেন? আমেরিকাকে খুশি করতে মায়ানমার-বাংলাদেশ করিডর করতে মরিয়া ইউনুস। যে করিডর যাবে কক্সবাজার থেকে মায়ানমারের রাখাইন পর্যন্ত। আগে ডেমোক্র্যাট হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতায় এসেছেন ইউনুস। আওয়ামী লিগ সমর্থকরা ভেবেছিলেন, ট্রাম্প এলে বিপদে পডবেন নোবেলজয়ী। সেটা হয়নি একটা কারণেই। ইউনূস আমেরিকাকে লোভ দেখিয়েছেন ওই করিউরের। এবার সেনাপ্রধান ওয়াকার আবার ওই 'রক্তাক্ত' করিডরের বিরোধী। সেটা স্পষ্টও বলে দিয়েছেন প্রকাশ্যে। সেনাপ্রধানের যুক্তি দুটো অতি সহজ।

একে ওই অঞ্চলে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ভারত--চতুর্শক্তির নজর। তারপর, এত বড় সিদ্ধান্ত নিবাঁচিত সরকার ছাড়া কেউ নিতে পারে না। ইউনুসের এই মনোনীত সরকারের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া বেআইনি। সেনা তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ায় ইউনুস চাইছেন ছাত্ৰ এবং জামায়াতের সহানুভূতি কুড়োতে। তাই সুকৌশলে পদত্যাগের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া।

ইউনুসের এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছেন তাঁর অনুগত কিছু ইউটিউবার। পিনাকী ভট্টাচার্য যেমন। প্যারিসে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া পিনাকীর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ বাংলাদেশে। তিনি এতদিন হাসিনার মগুপাত করতেন। এখন শুরু করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার। শুক্রবারই লিখেছেন, 'একই বৃত্তে তিনটি ফুল। বিএনপি সেনাপ্রধান ওয়াকার ও ভারত। এরাই নাকি

গায়িকা মমতাজ বেগম একজোট হয়ে নির্বাচন চাইছে।

নামগন্ধ নেই।

প্রশ্ন হল, বিএনপি এবং সেনা যদি নিবর্চন চায়, তা হলে দোষটা কী? একটা গণতান্ত্ৰিক দেশে তো নির্বাচিত সরকারেরই থাকা উচিত। এক বছর হতে চলল, বাংলাদেশে নির্বাচনের

শুক্রবারেরই একটা পোস্টে পিনাকী লিখেছেন, 'দেশের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রফেসর ইউনুসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পিনাকী-ইলিয়াস-কনক সারওয়ার একসঙ্গে ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবেন!' মশকিল হল. এই তিনজনের নামেই প্রচর অভিযোগ অতীতে। এবং পলাতক। ইউনুস জমানায় এরাই নায়ক। এরা আগে হাসিনার কাছে অনেক সুযোগ নিয়ে তাঁকে গালাগাল করত। এখন খালেদার পার্টি তাদের পাশে নেই জেনে বিএনপিকে ভারতপন্থী দেগে দিচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

এত কথাবাতরি ফাঁকে আজকের ঢাকা, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রামের অমল মনের চমৎকার চমৎকার মানুষজন কি সুখে আছেন? জিনিসের আগুন দাম। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক আর ভারতের স্থলবন্দর দিয়ে যেতে পারছে না। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে, আজ সব রপ্তানি বন্ধ। বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই মায়ানমারে যাওয়ার বিকল্প করিডরের পথ ভেবে ফেলেছে ভারত।

ওদিকে আরও দুর্দশা, উপদেষ্টাদেরই পদত্যাগের দাবি উঠছে বিএনপি এবং এনসিপি থেকে। দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ। নারীদের ঘরবন্দি করে রাখতে আরও তৎপর মোল্লাতন্ত্র। সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুরা। ইউনূস নির্বাক। আবার আওয়ামী লিগ নিয়ে একটা কথা কেউ বললে নুসরাত বা মমতাজের মতো জেলে। ফেসবুক থেকেই উধাও বহু বিখ্যাত। ভীত সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। বাকস্বাধীনতা শব্দটি শুধু উগ্র মৌলবাদীদের জন্য সংরক্ষিত। চিন্ময়কুফ দাসের কথা তো জানেনই সবাই।

এই ঘোর কৃষ্ণকায়া আকাশে কিছুটা আলোর রেখা সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। যিনি বলতে পারেন, 'আমরা শান্তির দেশ চাই, শৃঙ্খলার দেশ চাই। আমরা এখানে হানাহানি, বিদ্বেষ চাই না। বিভিন্ন মত থাকতে পারে। অবশেষে আমরা সবাই সবাইকে যেন শ্রদ্ধা করি। একে অন্যের বক্তব্য, মতামতকে ্যেন শ্রদ্ধা করি।'

শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ ইউনুস, আপনিও এমন

2020

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়।





আমরা ২৩৬৯ জন বাংলাদেশির তালিকা তৈরি করেছি। যাঁরা অবৈধভাবে এদেশে বাস করছেন। আইন মেনে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। বাংলাদেশিই হোন বা অন্য দেশের নাগরিক, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এঁদের সবাইকে ফেরত পাঠানো হবে। – রণধীর জয়সওয়াল

ভাইরাল/১



কচ্ছপের দৌড়। শ্লথগতির ইন্সিতবাহী মিথটি এবার ভাঙতে চলেছে। বিশ্ব কচ্ছপ দিবসে কচ্ছপ দৌড়ের ভিডিও ভাইরাল। কচ্ছপটি নিজস্ব ভঙ্গিতে ঢাল জায়গা থেকে নামার সময় 'অনিচ্ছাকত' দৌড় দেয়। তা দেখে হাসির রোল নেট

ভাইরাল/২



প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটুজল। হুহু করে ঢুকছে ম্যানহোলে। খালি গায়ে এক তরুণ সেই ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে এলেন। ওপরে উঠে গরিলার মতো দই হাত দিয়ে বক চাপডাচ্ছেন। 'অ্যাকোয়াম্যান'-এর সেই ভিডিওয় এখন ঝড়।

রায়গঞ্জে লেখাবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে।

এখনকার অনেকেই জানেন না। তবে পুরোনোদের অনেকেরই কিন্তু জানা আছে। জায়গাটির প্রকৃত নাম 'সুহাসিনী উদ্যান'।একটা সময়ে এখানে উত্তর দিনাজপুর তো বটেই, জেলার বাইরে থেকে এমনকি কলকাতা থেকেও কবি-সাহিত্যিকরা এখানে এসে সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রখ্যাত কবি অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় এই জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন 'লেখাবাড়ি'। আজও মাঝে মাঝে এখানে বসে সাহিত্যের আসর। যার নামে এই উদ্যান তিনি সুহাসিনী দেবী। নাটক-সংগীতের সঙ্গে যক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামীর স্ত্রী ছিলেন সুহাসিনী। সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি। তিনি মেধাবী ছাত্রদের নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা শেখাতেন। আজ যে জমিতে



তবুও উজ্জ্বল।। সুহাসিনী উদ্যানে সংস্কৃতিচর্চা।

নিম্নবিত্ত মানুষেরা সুহাসিনীপল্লি গড়েছেন সেই জমিও সুহাসিনীর সম্পত্তি। আর তাঁর নামেই আজ সুহাসিনী উদ্যান। উদ্যানে রয়েছে মন্দির আর এক পাশে রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরের জন্য একটি ঘর। তবে সহাসিনী উদ্যান কেমন যেন অবহেলার শিকার। উত্তরপরুষ কমলেশ গোস্বামীও এখন বয়সভারে ন্যুক্ত। উদ্যানে নেই সেই আগের জৌলুস। তবে একদিন সুদিন ঠিকই ফিরবে বলে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন।

নদী বাঁচাতে



স্থপ্ন।। নদী নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজে অনুষ্ঠান।

উত্তরবঙ্গের বুকে অজম্র নদী। কিন্তু সেই সমস্ত নদীর প্রাণ যে দিনকে দিন বিপন্ন হয়ে চলেছে সেই খবর আমরা ক'জনেই বা রাখি। বাড়ির সামনে নদীটার সামনে গিয়ে ক'জনেই বা দু'দণ্ড বসি! তাই নদীকে বাঁচাতে সম্প্রতি শিলিগুড়ি কলৈজের ভূগোল বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক আলোচনা সভার

আয়োজন করা হয়েছিল। নজরে ছিল মূলত মহানন্দা ও তিস্তা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশচিন্তক তথা এই কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রাক্তনী তহিনশুল মণ্ডল, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সোহেল ফেরদৌস, প্রাক্তন কৃষি আবহাওয়াবিদ ডঃ স্বদেশ মিশ্র। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুহিন তুলে ধরেন মহানন্দার অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ চিত্র। তুহিনের প্রস্তাব শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগে রিভার ক্লাব গঠিত হোক। প্রাথমিকভাবে তাতে সায় দেন আয়োজকদের অন্যতম ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিমা ডোমা লামা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডঃ তরুণ দাস। অন্যদিকে, সোহেল তাঁর বক্তব্যে তিস্তার বিপর্যয়ের কারণ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন প্রণব বিশ্বাস, জাতিস্মর ভারতী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত। ছিলেন অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিজন ঘোষ প্রমুখ। –নিজস্ব প্রতিবেদন

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন: ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস: মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ: ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মি সৎ, তাতে আমার কী লাভ হবে

দূর্নীতিহীন মতাদর্শ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নেতার অভাব সর্বত্র। মানুষের মূল্যবোধ ও ভাবনা বদলে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি সাম্প্রতিককালের দুটি চলচ্চিত্র "ডার্কেস্ট আওয়ার" এবং "ডাঙ্কারক' দেখলে সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্ব মুগ্ধ করে। সারা পৃথিবী যখন হিটলারের সামনে কাঁপছে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

নেভিল চেম্বারলেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, চার লক্ষের বেশি মিত্রবাহিনীর সৈন্যকে ফ্রান্সের সমুদ্রসৈকত ডানকার্কে হিটলারের বাহিনী ঘিরে ফেলেছে, সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি যেভাবে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করলেন, তা এককথায় অতুলনীয়।

মতাদর্শের পাশাপাশি পথিবীর ইতিহাসে উজ্জুল হয়ে আছেন এরকম অনেকেই। আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক বা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটো অথবা আমাদের ঘরের কাছে আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি লি কুয়ান ইউকে, বামপন্থী রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোকে এই তালিকায় রাখা যায়।

কয়েকদিন আগে মারা গেলেন উরুগুয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জোস আলবাতো মুজিকা। যিনি মানুষের কাছে "পেপে" নামেই পরিচিত। নিজের মাইনের মাত্র দশ শতাংশ গ্রহণ করতেন, থাকতেন একটি ছোট্ট বাড়িতে। চালাতেন একটা পুরোনো গাড়ি। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৫-এই সময়কালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে উরুগুয়ের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিতে সদর্থক পরিবর্তন এনেছেন। রাষ্ট্রনায়ক না হলেও এই তালিকায় অবশ্যই থাকবেন গান্ধিজি

শব্দরজ 🔳 ৪১৪৮

সুমন্ত বাগচী



এবার আমাদের রাজ্যের কথায় আসি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরোধী আন্দোলন দানা

পাশাপাশি : ১। চৈত্র মাসের অন্য নাম ৩। লম্বা

সোনার মাদুলির সঙ্গে পরিধেয় হাতের গয়নাবিশেষ

৫। হিন্দদের শ্রাদ্ধে যোডশদান ৭। গোরু সহ গহপালিত অন্য প্রাণী ১। মুসলমান শাসনকালে নগরের বিশিষ্ট কর্মচারী ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। মুখ, বদন, বর্ণনা, বিবরণ ১৫। সময় ও দুঃসময়, শুভ ও

উপর-নীচ : ১। ইতিহাসে প্রাচীন ও আধুনিককালের

মধ্যবর্তী সময় ২। কেনাকাটা, পণ্যদ্রব্য ৩। নাচগান

ইত্যাদির আসর ৪। নৃপুর ৬। হলুদ বর্ণের মৌলিক

পদার্থবিশেষ ৮। বোয়ালজাতীয় মাছবিশেষ, বোয়াল

মাছ ১০। বাল্য, শৈশব ১১। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু

সমাধান 🔳 ৪১৪৭ পাশাপাশি : ১। ভণিতা ৩। লোপ ৫। লেশ

৬। সঘরু ৮। টক্কর ১০। শরম ১২। শিকন্ত ১৪। ভাস

উপর-নীচ: ১। ভজকট ২। তালেবর ৪। পরিঘ ৭। রব ৯।রশি ১০। শরাসন ১১।ময়দান ১৩।কলভ।

১৫। ভরি ১৬। নন্দন।

১২। গাভিদানরূপ পূণ্যকর্ম ১৩। ক্ষুদ্রলতা, লতা।

অশুভ সময়, উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সময়।

না বাঁধার সবচেয়ে বড কারণ নেতার অভাব। রাজ্যজড়ে চরম অরাজকতা ও দুর্নীতির আবহে ইস্যুর কোনও অভাব নেই। ২০১২ সালের সারদা থেকে আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে নজিরবিহীন দুর্নীতি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আন্দোলন হলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন

অনেক আশার সঞ্চার করেও হারিয়ে গেল। যৌবনে যাঁরা অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখন বয়সের ভারে ন্যুজ। নতুন প্রজন্মের কিছ আদর্শবান, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বামপন্থী দলে দেখতে পাওঁয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা এখনও সেভাবে দাগ কাটতে পারছেন না।

আসলে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের এক বিরাট পরিবর্তন নিঃশব্দে ঘটে গেছে। আগৈ মানুষ নেতার মধ্যে সততা, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠা খুঁজত। কিন্তু আজকৈ বেশিরভাগ মানুষ বোধহয় নেতাদের কাছে এই গুণগুলো আশা করে না। না হলে একদল থেকে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া নেতা আগের চেয়ে বেশি ব্যবধানে জেতে কী করে? মানুষই তো ভোট দিচ্ছে।

মানুষের মনোভাব যেন অনেকটা এইরকম- তুমি সৎ তো আমার কী লাভ? তুমি আমাকে কী দিচ্ছ? ও অসৎ তাতে কী? ও যে সুবিধা দেয়, তা আর কে দেয়? আগে আমার অস্তিত্ব। অস্তিত্ব থাকলেই তো সৎ-অসৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে।

রাত যত গাঢ় হয়, তত নাকি ভোরের আলো ফোটার সময়

আসন্ন হয়। জানি না রাত আরও গাঢ় হবে কি না। স্যামুয়েল বেকেটের লেখা নাটক "ওয়েটিং ফর গোদো"-য় দুই চরিত্র ভ্লাদিমির এবং এস্ত্রোগনের মতো অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। গোদোর মতো কবে সত্যিকারের নেতা আসবেন? এই অবস্থার অবসান হবে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

বিন্দুবিসর্গ





নিম্নচাপ

দক্ষিণবঙ্গে হালকা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়ার



সংবর্ধনা

দেহরক্ষী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি ফিরলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল কলকাতা



ধৃত সিভিক

করে তোলাবাজির অভিযোগ সিভিক ভলান্টিয়ার নীরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে। তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত সিভিক প্রগতি ময়দান থানার তত্ত্বাবধানেই কাজ করেন।



ডেপুটে**শ**ন

বহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় নদিয়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয়ে টেট উত্তীর্ণরা নিজেদের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন জমা

অনিশ্চয়তা চাকরিহারাদের

ধনার স্থান বদলের নির্দেশ হাইকোর্টের

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অবস্থানের জায়গা পরিবর্তনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেন্ট্রাল পার্কের সামনে দিয়েছেন কর্মসূচির অনুমতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। চাকরিহারাদের উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আপনাদের প্রতি আদালতের সহমর্মিতা রয়েছে। আপনারা ১৫-১৬ দিন ধরে কর্মসূচি করেছেন। শুধু জায়গাটা পরিবর্তন করুন। সবার অধিকার রয়েছে কর্মসূচি করার। সাধারণ মানুষের জন্য আমার চিন্তা। তাদের অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা নিজেরাও জানেন না, কবে কর্মসূচি শেষ হবে। আদালতকে তো স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিকাশ ভবনের বিপরীত দিকে সেন্ট্রাল পার্কে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে ২০০ জন করে অবস্থান করা যাবে। পুরসভা জল ও বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করবে। ১০ জন সদস্যের নাম পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে পুলিশ। রাজ্য মানবিক দিক থেকে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী কাঠামো তৈরি

কডা পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্যদও শোকজ নোটিশ দিয়েছে চাকরিহারাদের। সেক্ষেত্রেও কডা পদক্ষেপ করতে পারবে না পর্যদ। তবে এদিনই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে উঠবে না বলে জানিয়েছে 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। তাদের বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, তারা রাতে আলোচনা করে শনিবার জানাবে।

আন্দোলনকারীদের তরফে শিক্ষকরা আদালতে হাজির হয়ে জানান, 'আমরা কারোর অসুবিধা তৈরি করিনি। চাকরি আজ পথে।' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রতিদিন রাজনৈতিক যাচ্ছেন। বহিরাগতর যাচ্ছেন। হুলিগানিজম চলছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।' সেইসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ। বিচারপতি চাকরিহারাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা ওখানে যেটা করছেন সেটা করবেন না।^{*} বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এতজন লোক থাকলে আপনাদের পক্ষেও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এদের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। দায় হবে। আপনারা তো শিক্ষক। পরবর্তীতেও শিক্ষকতা করবেন। আইনশৃঙ্খলায় যাতে অসুবিধা না হয় সেটা দেখুন। আদালতকে যেন বার বার হস্তক্ষেপ করতে না হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সমীর কুমার চক্রবর্তী বলেন, 'বিকাশ ভবন ভেঙে দিয়ে যদি চাকরি ফেরানো যেত তাহলে আমরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করতাম। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই আন্দোলনকে হিংসাত্মক না হতে বারণ করেছিলেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অযোগ্যদের রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। যা রাজ্যের বলা দরকার ছিল তা আদালত বলছে। আদালতের রায় নিয়ে পুলিশকে কটাক্ষ করে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এর আগেও বিকাশ ভবনে আন্দোলন হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই আছে। বিধাননগর পুলিশ আগেই আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে পারত। তাহলে আর এখন আদালতের নির্দেশে তাদের আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা ও পরিষেবা দিতে হত না।'

এসএসসি পরীক্ষায়

পরীক্ষা হচ্ছেই। 'যোগ্য'-দের টানা আন্দোলনের পরও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে এবারের পরীক্ষায় বেশকিছ নিয়মের রদবদল হতে পারে। শিক্ষা দপ্তর সত্রে খবর, চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো নিয়ম পরীক্ষার্থীরা এবারেও পরীক্ষা দেবেন ওএমআর শিটে। তবে নতুন নিয়ম মেনে ওএমআর-এর সঙ্গে তাঁদের দেওয়া হতে পারে কার্বন পেপারও। পরীক্ষার পর এই কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়া হবে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের প্যানেলের মেয়াদ এক বছর থেকে আরও অতিরিক্ত ৬ মাস্ বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে এসএসসি। ২০০৯ শিক্ষাকর্মীদের প্যানেলের মেয়াদ অতিরিক্ত ৬ মাস বাড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও ওএমআর শিটের সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ধার্য নম্বর কমিয়ে ইন্টারভিউতে নিধারিত নম্বর বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ইন্টারভিউ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে।

ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তাবের খসডা শিক্ষা দপ্তরে জমা করেছে এসএসসি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নিয়ম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবছে শিক্ষা দপ্তর।

শিক্ষাকর্মীদের ভাতা বিজ্ঞপ্তি

আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেছিলেন। শুক্রবার সেই ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবার। এদিন চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মীদের জন্য মাসিক ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতার অনুমোদন দেওয়া হল সরকারিভাবে।

এই ভাতা দেওয়ার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড সিকিউবিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইন্টারিম স্কিম, ২০২৫' শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হল নবান্নের তরফে। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই এই ভাতা কার্যকর করা হয়েছে। শিক্ষাকর্মীদের 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তবৈ আমরা যাঁরা তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার অনুরোধ জানাব সরকারের কাছে।'

অবশ্য পরীক্ষায় রদবদলের সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে



আকাশ যখন মেঘলা। কুমোরটুলির গঙ্গার ঘাটে। শুক্রবার। ছবি : আবির চৌধুরী

ৰ্ণমকে স্বাগত,

পেরিয়ে ৯ দিন হয়েছে দেশে ফিরেছেন পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হুগলির বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। শুক্রবার নিজের বাড়িতে ফিরলেন তিনি। এদিন যেন তাঁর বাড়িতে অকাল দীপাবলি। আগে থেকেই আলোকসজ্জায় সাজিয়ে রাখা হয় পূর্ণমের বাড়ি। বিকাল ৫টা নাগাদ হাওঁড়া স্টেশনের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পূর্বা এক্সপ্রেস থেকে নামেন তিনি। আগৈ থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা। রাজকীয় সজ্জায় তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর

রিষড়ার বাড়িতে পৌঁছোন পূর্ণম। হাওড়া স্টেশনে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যানও। জওয়ানকে দেখার জন্য প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছিলেন সাধারণ মানুষও। সাড়ে ৪টের পর ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌঁছোয়। পূর্ণমের পরনে ছিল টি-শার্ট ও জিন্স। বাবা-ছেলে

বাঁধ মানেনি।

তাঁকে জাতীয় পতাকা, ফুলের তোড়া ও রজনীগন্ধা-গোলাপ-গাঁদার মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁকে ঘিরে ধরেন একদল মানুষ।



'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দেওয়া হয়। বাড়ি ফেরার মুখে পুর্ণম

কাছে আসতে পেরে আমি খুব খুশি। রিষড়া বাগখাল এলাকায় তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি করা হয় 'ওয়েলকাম লেখা গেট। সাজানো হয় হুডখোলা একটি গাড়ি। পূর্ণমের গাড়ি হাওড়া থেকে সেখানে পৌঁছোতেই ব্যান্ডপার্টি নিয়ে র্যালি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছোনো হয়। তাঁর রিষড়ার বাড়ি আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা ছিল। আনা হয় কেক। পূর্ণমের পছন্দের পদ রাঁধুনি দিয়ে রান্না ক্রানো হয়।

অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী সাউ। তিনি বলেন, 'বহুদিন পর উনি ফিরলেন। ওঁর পছন্দের রান্নাবান্না হয়েছে। লুচি-তরকারি, মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। ১ দিন আগে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন পূর্ণম। কাজে যোগ দিলেও বাড়ি ফেরার অনুমতি পাননি শেষপর্যন্ত এদিন সেই সুযোগ হল।

ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় আসার প্রবণতা বেশি

করে দেবে। আদালতের পরবর্তী

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মে : গত এক বছরে রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে গিয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার ভোটার। আর ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসেছেন ৩৫ হাজার মানুষ। নিবাচন কামশনের এই তথ্য থেকে স্পষ্ট দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা এখনও ভিনরাজ্যের মানুষের কাছে সহজ গন্তব্য। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে. আসা-যাওয়ার এই হিসেব যেহেতু ভোটার সংখ্যার নিরিখে তাই এই সংখ্যাকে পরিযানের (মাইগ্রেশন) প্রকৃত তথ্য বলে দাবি করা যায় না। তবৈ ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে আসার প্রবণতা যে বেশি তাতে কোনও সন্দেহ নেই কমিশনের।

আর্থিক জালিয়াতির তদন্তে ইডিও বেশ কিছু অভিযোগ পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারদৈর সম্পর্কে নথি চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশনের কাছে। চাকদা, কল্যাণী-- বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকেই মূলত এসেছে অভিযোগগুলি। কমিশনৈর

রিপোর্টে দাবি নিবচিন কমিশনের

এক আধিকারিকের মতে, ভোটার

তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার দায়িত্ব মহকমা শাসকের। নিয়মান্যায়ী সবাধিক ৪ বছরের ভোটার তথ্য মজুত রাখে কমিশন। ফলে কেউ তার আগৈ ভোটার তালিকায় কী নথি দেখিয়ে নাম নথিভুক্ত করেছেন তা বোঝা সম্ভব নয়। নাগরিকত্বের বিষয়টি যাচাই করার এক্তিয়ারও নেই ইআরও-র। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড ও তাঁর বাবা-মায়ের এদেশে থাকার প্রমাণকেই মাপকাঠি ধরা হয়। ফলে অভিযুক্তদের অবৈধ ভোটার ঘোষণার দাবিতে ইডি. এফআরও-র সাঁডাশি আক্রমণে ফাঁপরে পড়েছে কমিশন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেও বহু মানুষ উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত ও বসবাস বেড়েছে। রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ, বসিরহাট থেকে শুরু করে নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে অনুপ্রবেশের প্রমাণ মিললৈও, সংখ্যার বিচারে তা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু এদের অনেকে এরাজ্যে বসবাস করলেও রাজ্যের ভোটার নন আবার ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসে বিধিবদ্ধভাবে ভোটার হয়েছেন সে সংখ্যাটাও কম নয়। তবে যেহেতু, তিনি নিজে ভোট কেন্দ্র বদলের আবেদন না করলে বা তাঁর বিরুদ্ধে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাসের অভিযোগ না করলে কমিশন নিজে থেকে কিছ করতে পারে না, তাই সব দিক খতিয়ে না দেখে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কঠিন।

গুণমানে ফেল ১৯৮টি

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার

থেকে প্রত্যাহার করতে বলল রাজ্য কন্টোল বিভাগ। সম্প্রাত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের সমস্ত খুচরো ও পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাকে এই ওষুধ বিক্রি বন্ধ করে সেগুলি ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওষুধগুলির মধ্যে ২৪টি নিম্ন মানের ও একটি ভেজাল বলে বাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল। এরই মধ্যে দেশজুড়ে ১৯৮টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয়নি বলেই তালিকা প্ৰকাশ কবেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে পরীক্ষিত ৩৩টি ওষ্ধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

রাজ্যে নিষিদ্ধ ওষুধগুলির রিঙ্গার ল্যাকটেট, মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ক্যালসিয়াম, যেমন রয়েছে তেমনই মধুমেহ বা কোলেস্টেরলের ওষ্ধও রয়েছে। পরিস্থিতিতেই দেশজুড়ে গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট, ইনজেকশন, ক্যাপসুল ফেল করেছে। একাধিক ইনজেকশনের ভায়ালে ক্ষতিকারক

ব্যাচ নম্বর দিয়ে ২৫টি ওয়ুধ বাজার ব্যান্ডের নাম নকল করে অনেক দেশের বাভন্ন প্রান্ত থেকে নমুন সংগ্রহ করেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব। তখনই ১৯৮টি ওয়ধকে



'নন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সিডিএসসিও প্রতি মাসে বিভিন্ন ওযুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে। কোন ব্যাচের ওষুধ, ওষুধের নির্দিষ্ট মানদণ্ড খতিয়ে দেখার পর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। প্রতি মাসে তালিকাও প্রকাশ করা হয়। তালিকায় থাকা ওষুধের নমুনার মধ্যে ৬০টি কেন্দ্রীয় ওযুধ পরীক্ষাগারে ও ১৩৬টি রাজ্য ওষুধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

প্রকল্পের নিয়মিত 'ফলোআপ' চান মুখ্যমন্ত্ৰী

কলকাতা, ২৩ মে : উন্নয়নমলক প্রকল্পের কাজের শুরু থেকেই সেগুলির নিয়মিত 'ফলো আপ' চান মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে ওই রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দিতে হবে নিয়মিতভাবে। আর এই কাজে বিশেষভাবে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন মখ্যমন্ত্রী মখ্যসচিব মনোজ পন্তের হাতেই। সদ্য উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বিভিন্ন জেলায় মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ নয়া প্রকল্পের শিলান্যাস পর্ব সেরেছেন। পরে উত্তরকন্যায় জেলাগুলি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন।

তার ফাঁকে মুখ্যসচিব সহ একাধিক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'ফলো আপ'-এর ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে শুক্রবার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। উত্তরবঙ্গের পরিচিত এক মন্ত্রীও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের কথা এড়িয়ে যাননি। তাঁর মন্তব্য, দ্রুত কাজ চান মুখ্যমন্ত্রী। শুধু প্রকল্প হাতে নিলেই তো হবে না, কাজ শুক করতে হবে সময়মতো। শেষও করতে হবে নির্দিষ্ট সময়মতো।

প্রশাসনিক মহলের ধারণা, সামনের বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে সরকার ও তার সর্বশৈষ খতিয়ানের একটা প্রচারে কাজে লাগে। এবারও ভোট প্রচারে উত্তরবঙ্গের প্রতি এখন থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার প্রাথমিক প্রস্তুতি তিনি এবার উত্তরবঙ্গ দিয়েই শুরু করে দিলেন। বৈঠক করলেন, কথা বললেন দলের স্থানীয় মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে। প্রশাসনিক বৈঠকেও কথা বলেছেন সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে।

চায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ

প্রশাসনিক সূত্রের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য উন্নয়নমূলক যেসব প্রকল্পের মুখ্যমন্ত্রী সদ্য শিলান্যাস করেছেন, সেগুলিতে এখনই জোর দিতে চলেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শুরু করা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সর্বশেষ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো যথাস্থানে পাঠানোর বিষয়টিতে জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা। উত্তরবঙ্গের এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'এই ফলো আপটাই চাইছেন মুখ্যমন্ত্ৰী। কোনও অসবিধা হলে বা মাঝপথে অর্থের প্রয়ৌজন হলে সেই ব্যাপারে মখ্যসচিবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রায় বাধ্যতামূলক বলেই দপ্তরের মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে।'

মহিলা রাজ্যপাল

বাইপাস সাজারি করে রাজভবনে ফিরেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সংক্রমণের আশঙ্কায় বাইরে বেরোচ্ছেন না তিনি। কিন্তু তিনি না বেবোলেও বাজভবনেব দেওয়াল টুপকে বাইরে আসছে নানা জল্পনা। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যপাল বোসকে সরিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নিবাচনের আগে নয়া রাজ্যপাল বসাতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টক্কর দিতে রাজ্যপাল হিসেবে একজন কড়া মহিলা প্রশাসককে বসাতে চাইছে অমিত শা'ব মন্ত্রক। দীর্ঘদিন থেকে নানাজনকে নিয়ে আলোচনা হলেও সনির্দিষ্টভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি মন্ত্রক। এর আগে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ

জগদীপ ধনকরকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেছিল কেন্দ্র। তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত

আইনি লডাইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিধানসভায় পাশ হওয়া বহু বিলই তাঁর কাছে পড়ে থেকে আইনের চেহারা নিতে পারেনি। তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত লেগে থেকেছে শেষদিন পর্যন্ত। এবার মহিলার পাশাপাশি আইনজ্ঞ রাজ্যপালই পাঠাতে চাইছে কেন্দ্র। এই ব্যাপারে বাতাসে ভাসছে সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি বেলা মাধুর্য ত্রিবেদীর নাম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নৈতৃত্ব চাইছে, শাসক শিবিরকে আইনের মারপ্যাঁচে টক্লব দেওয়াব জন্য তাঁকে বাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করতে। তবে রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে চূড়ান্ত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এখনও এরকম কোনও বৈঠকের আভাস মেলেনি।

সংবাদমাধ্যমে বিধিনিষেধ আদালতে

কলকাতা, ২৩ মে : বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট চতুরে সংবাদমাধ্যমের বাইট সংগ্রহ. সম্প্রচার বা লাইভ করা নিষিদ্ধ করা হল। সম্প্রতি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাইকোর্টের মূল ভবনের বি ও সি গেটের মাঝে বা সেন্টেনারি ভবনের সামনে কেউ কোনওরকম সাক্ষাৎকার বা বক্তব্য রাখতে পারবে না। সমাজমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া বক্তব্য রাখা যাবে না।

২০১৮ সালে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধামের জন্য প্রেস কর্নার হিসেবে একটি ঘর বরাদ্দ করে।

বিজ্ঞপ্তি জারি

গুরুত্বপর্ণ মামলাগুলিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মূলত বি গেট লাগোয়া বারান্দায়। তবে প্রেস কর্নারকে একটি চিঠি পাঠিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে, শুধু ওই বারান্দা নয়, সমগ্র হাইকোর্ট চত্বরে বাইট নেওয়া, লাইভ সম্প্রচার বা সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না।

তবে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, হাইকোর্টে গাড়ি পার্কিং সমস্যার সমাধান এত বছরেও হয়নি। হেরিটেজ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বৃষ্টিতে ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর ও সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে জল জমে থাকে। আইআইটি খড়গপুর ও আইআইটি রুরকির বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, মামলার ভারী ভারী নথি ও আসবাবের চাপে ভবনের একাংশ বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ঘরের চাঙড় ও দেওয়ালের অংশ খসে পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে সংবামাধ্যমকে এই চত্ত্র থেকে দূরে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখন অনেকে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যা তা বলছেন। আইনজীবীরাই বেশি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে আবেদন জানাক।' সূত্রের খবর, হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষ হলে সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করা হবে।

কুমোরটুলিতে অকাল শরৎ, বিদেশ পাড়ি উমার

কলকাতা, ২৩ মে : খড়, কাঠ, বাঁশ ও সুতলির বন্ধনে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার কাঠামোর ওপর চলছে মাটি লেপার কাজ। আবার কোথাও মূর্তির ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়ার অপেক্ষা। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও চার মাস বাকি। তবে কুমোরটুলিতে যেন অকাল শরৎ। মৎশিল্পীদের প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতিপর্ব এখন তুঙ্গে। অন্য বছর রথযাত্রা থেকে শুরু হয় বায়না পাওয়া। এবছর দুর্গাপুজো এগিয়ে আসায় আগে থেকেই বায়না পেয়েছেন শিল্পীরা। অনেকে আবার বর্ষার আগেই বিদেশ থেকে আসা বায়নার প্রতিমাকে বাক্সবন্দি করে জাহাজে তোলার প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে প্লাস্টিকের ছাউনির নীচে বসে ছাঁচের মুখে নকশা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী বিশ্বনাথ পাল। বললেন, 'ডেনমার্কের একটি মিউজিয়ামে প্রতিমা চলে গিয়েছে। কলকাতার

উত্তর থেকে দক্ষিণে বরাত পাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' প্যারিস, নেদারল্যান্ড, আমেরিকায় পাডি দিয়েছে শিল্পী প্রশান্ত পালের তৈরি প্রতিমা। বললেন, '৫টি মূর্তি ইতিমধ্যেই বিদেশে গিয়েছে। বিদেশে পাঠানোর জন্য ১৫টি মূর্তির কাজ চলছে। এখানেও বরাত পাওয়া ৪০টি প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।' বিদেশে পাঠানোর জন্য গাড়িতে মূর্তি তুলে দিতে দিতেই শিল্পী মিন্টু পাল বলেন, 'পুজো শেষ হলেই পরের বছরের জন্য বিদেশ থেকে বরাত এসে যায়। এখনই অনেক প্রতিমা পাঠানো শেষ।' বিদেশের বরাত পাওয়া মূর্তির

কাজই করেন শিল্পী কৌশিক ঘোষ। তাঁর তৈরি প্রতিমা ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছে মস্কোয়। তাঁর মন্তব্য, 'ইতালি, জামানি, কানাডা, সুইডেন, নেদারল্যান্ড. আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, রাশিয়ায় এখনও ১৫টি প্রতিমা গিয়েছে। পুজোর এক মাস আগে পর্যন্ত প্রতিমা যাবে।' তবে রথের অপেক্ষায় রয়েছেন শিল্পী বিশাল পাল। কিন্তু আগে



বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি দুর্গা প্রতিমা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু

আমাদের তো প্রস্তুতি সেরে রাখতেই করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, 'মা হবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ অন্যান্য আসতে এখনও কিছুদিন বাকি। কিন্তু রাজ্যেও আমার প্রতিমা যায়। ৪০টি

মূর্তি এখন থেকেই তৈরি শুরু করে দিয়েছি। রথযাত্রার সময় থেকে বায়না পাওয়া শুরু হবে। এবছর ব্যবসা ভালো

বরাত পেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি। লোকবল কম। শিল্পীরা এখন মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরগুলিতে চলে যাচ্ছেন। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখতে হয় বলে জানালেন কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক বাবু পাল। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে শিল্পীদের উপার্জন কম। তাই পূর্বপুরুষগতভাবে অনেকেই আর একই পেশায় আসেন না। তবে এখানে ১১ মাস কাজই থাকে। এবছর পুজো আগে। পয়লা বৈশাখ থেকে বরাত পাওয়া শুরু হয়েছে। কাজ শুরু হয়ে যায় সরস্বতীপুজোর সময় থেকে। গত বছর ৫৮টি প্রতিমা বিদেশ গিয়েছিল। এবছর এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকেই প্রায় ১০০টি প্রতিমার বায়না রয়েছে। তবে সংখ্যাটা আরও বাডবে আশা করছি।'

হবে বলেই আশা করছি।' নামকরা

থিমের পুজোগুলির বরাত আসা শুরু

হয়ে গিয়েছে শিল্পী দীপঙ্কর পালের

কাছে। বললেন, 'টালিগঞ্জ, বাগবাজার

সর্বজনীনের মতো থিমের প্রজোগুলির





বিশ্রাম জরুরি

গরমে বেড়াতে গিয়ে কম খাওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কারণে শরীর খারাপ হলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হাঁটাচলা করবেন না। ফুড পয়জনিং হলে দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় টয়লেটেই কেটে যায়। তাই টয়লেটের বাইরে থাকার সময়টা যতটা পারা যায় বিছানায় থেকে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করুন। আর শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে কিনা, সে বিষয়েও খেয়াল রাখুন। পাবেন কীভাবে

তীর গরমে বেড়ানোর

সময় ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনা
প্রায়ই ঘটে থাকে। এ সমস্যা যে
কারোরই হতে পারে। এই সমস্যা
আপনার বেড়ানোর আনন্দকে মাটি

করে দিতে পারে। রাস্তার ফুচকা,

স্ট্রিট ফুড কিংবা বিদেশের কৌনও রেস্তোরাঁ—যেখানেই কিছু খান না কেন, অসাবধানতার কারণে ফুড পয়জনিংয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমস্যা যখন আছে, সমাধানও নিশ্চয় আছে। বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেকে ফুড পয়জনিংয়ের হাত থেকে নিস্তার দিতে পারেন।

চলুন জেনে নেওয়া যাক-১. বেশি করে জল খান

বেড়াতে গিয়ে ফুড পয়জনিংয়ের শিকার হলে বেশি বেশি জল খেয়ে শরীরকে আর্দ্র রাখুন। শরীরের ইলেকট্রোলাইটের চাহিদা পুরণ করুন। জল খেতে গিয়ে যদি বমি আসে, তাহলে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে জল খেতে পারেন।

২. খেতে হবে নরম খাবার

ফুড পয়জনিং হলে নরম খাবার খেতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খেতে যাবেন না। সম্ভব হলে কাঁচকলা ভর্তা দিয়ে ভাত খান। পারলে 'ব্রাট ডায়েট' অনুসরণ করে দেখতে পারেন। ব্রাট ডায়েট হল কলা, ভাত, আপেলের সস ও টোস্ট—এই চার ধরনের খাবার নিয়ে করা একধরনের ডায়েট। ডায়রিয়া হলে সাধারণত এই ধরনের ডায়েটে সুফল মেলে। নরম খাবারের সঙ্গে সঙ্গে লবণযুক্ত বিস্কুট (সল্টেজ বিস্কুট) খেতে পারেন। তবে, যা-ই খান, তা হতে হবে পরিমিত।

৩. ঘরোয়া প্রতিকার

খাদ্যের বিষক্রিয়ার সময় ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করাই মূল লক্ষ্য। তাই এই সময় আদা চা, দই বা



প্রোবায়োটিক ক্যাপসূল খাওয়া জরুরি ও উপকারী। কারণ এশুলো শরীরে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।

৪. যা খাবেন না

কিছু কিছু খাবার ফুড পয়জনিংকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। তাই এই জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। তাই অ্যালকোহল, ক্যাফেইন বা সোডা জাতীয় পানীয় যেমন এনার্জি ড্রিংকস, কফির মতো পানীয়গুলি এড়িয়ে

চলা উচিত। উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার যেমন অ্যাভোকাডো, ব্রকলি, মটরশুটি, পুরো শস্য, বাদামি চাল ইত্যাদি। এছাড়াও অতিরিক্ত ঝাল বা অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার ফুড পয়জনিং-এর সময় পেটে জ্বালার মতো অনুভব তৈরি করে। তাই এসব খাবার না খাওয়াই ভালো। এসময় পনির এবং আইসক্রিমের মতো দুধ থেকে তৈরি খাবারও এডিয়ে চলন।

৬. লক্ষণ পূর্যবেক্ষণ

সংক্রমণের উৎসের ওপর ভিত্তি করে ফুড পয়জনিংয়ের লক্ষণ হতে পারে নানা রকম। ফুড পয়জনিং হলে সাধারণত তলপেটের মাংসপেশিতে ব্যথা করে। বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, ডায়রিয়া, দুর্বলতা, জ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য— এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি আরও কিছু লক্ষণও দেখা যায়। লক্ষণগুলি ঠিক কী কী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর মাত্রা কীরকম, সেদিকে ভালো করে খেয়াল রাখুন।

পিক হিট এড়িয়ে চলুন
সূর্যের রশ্মি সবচেয়ে বেশি থাকলে
সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টার
মধ্যে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।
যখন সম্ভব হয়, আপনার
অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কাজ,
এমনকী বেড়ানোর সময়ও
বদলে ফেলুন। যখন রোদ
ও গরম কমে আসবে,
সেই সময় কাজ রাখুন।

সানুষ্ক্রিন

দীর্ঘন্ধণ রোদে থাকা কেবল হিউন্ট্রোকের ঝুঁকিই ডেকে আনে না; এটি আপনার ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। একটি ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন (এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি) ব্যবহার করুন, এবং প্রতি কয়েক ঘণ্টা পরপর পুনরায় লাগাতে ভুলবেন না।



ঠাভা থাকার ফাভা

গরমে রোমকুপের মুখ খুলে যায়, ফলে ঘাম হয় বেশি। তাই, বাইরে বের হলে যতটা সম্ভব সুরক্ষা নিয়েই বের হতে হবে। ত্বক ঠান্ডা রাখার জন্য বেশি বেশি জল পান করতে হবে। পরতে হবে ঢিলেঢালা পোশাক। ত্বক ঠান্ডা রাখবে, এমন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে রোদে যাবেন না। যদি যেতেই হয়, ছাতা, রোদচশমা, জলের বোতল, রুমাল, হ্যান্ডফ্যান, সানস্ক্রিনের মতো জিনিসগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করুন।

শুষ্ক ত্বকের সমস্য

শুষ্ক ত্বক, এ সময় সাধারণ ত্বকের মতো হয়ে যায়। বিষয়টি অবশ্যই ভালো। অনেকে অভিযোগ করেন, ত্বকে বাড়তি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকটা সময় শীতাতপনিয়ন্ত্বিত ঘরের মধ্যে থাকা। আরেকটি হল কম জল পান। কখনও কখনও আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। গরম ভেবে ত্বকে ক্রিম না লাগানো বা যথাযথ যত্ন না নেওয়ার কারণেও সমস্যা দেখা দেয়। শুষ্ক ত্বকে দানা দানা হলে বা চামড়া উঠলে অ্যালোভেরা বা ঠান্ডা গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন।

তৈলাক্ত ত্বকের সম্স্যা

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বেশি হয় এ সময়। এ ধরনের ত্বকে যেন তেল না জমতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ছবি তোলার আগে ভালোভাবে মুখটা মুছে নেন, ছবিতে যেন তেল চকচকে চেহারা ফুটে না ওঠে। অন্যান্য সময়েও এটা মাথায় রাখতে হবে। সকালটা শুরু করতে পারেন বরফ ব্যবহার দিয়ে। বিষয়টি কষ্টকর হলেও উপকারী। ১০ সেকেন্ড করে ৫-৬ বার চেহারা বরফের বোলে ভূবিয়ে রাখুন।



এই প্রথম সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে কানে

তিনি মিস ওয়ার্ল্ড। তিনি পর্দার রূপ কী রানি। তিনি অভিষেক ঘরনী। একইসঙ্গে 'কানের রানি'। তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। ২০০২ থেকে প্রতিবছর কানের লাল গালিচায় পা পড়ে তাঁর। কিন্তু এই প্রথম শাড়ি-সিঁদুরে তিনি সকলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন। এ বছর ঐশ্বর্য রাইকে দেখা গেল মনীষ মালহোত্রার নকশা করা সোনালি পাড়ের আইভরি রঙের বেনারসিতে। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা টিস্যু কাপড়ের জমকালো ওড়না। শাড়ির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছিল অনেকখানি। উল্লেখ্য, 'দ্য হিস্ট্রি অব সাউন্ড' সিনেমার প্রিমিয়ারে দেখা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ২০০২ থেকে কানের লাল গালিচায় দেখা গেলেও এই প্রথম সিঁথিতে সিঁদুরসহ দেখা দিলেন তিনি। চুলগুলো দু-পাশে ছড়িয়ে এবং শাড়ির সঙ্গে বেশ মানানসই।

সিঁদুরের ভেতর দিয়ে যেন চলমান বিচ্ছেদের গুঞ্জনে 'ফুলস্টপ' দিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। সেইসঙ্গে, শাড়ি আর ওড়নার সঙ্গে হিরে, সোনা ও রুবি দিয়ে তৈরি নেকলেস লেয়ারিং করে পরেছিলেন

তিনি। এই সাজও মনীশ মালহোত্রার জুয়েলারি থেকে তাঁর প্রাপ্তি। ভক্ত ও সমালোচকেদের অনেকের মতে এটিই কানের গালিচায় ঐশ্বর্যর সর্বকালের সেরা লুক। অনেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন ঐশ্বর্যর এই সাজ দেখে। দেশের গর্বের কথা এভাবে ফ্যাশনের মাধ্যমে তুলে ধরাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বহু দেশপ্রেমী নেটিজেন।

টক দইয়ের জাঞ্চল



যা যা লাগবে

টক দই ২ কাপ, ডুমো ডুমো করে কাটা বেগুন ১ কাপ, সর্বে অল্প পরিমাণ, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, সর্বের তেল অল্প।

যেভাবে তৈরি করবেন

ডুমো ডুমো করে কাটা বেগুন ভেজে তুলে রাখুন। দই অল্প জলে ভালোভাবে গুলে নিতে হবে। কোনও রকম দানা দানা ভাব যেন না থাকে। এরপর সর্বে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজবাটা হালকা করে ভেজে নিতে পারেন। গোলানো দই ঢেলে দিন। লবণ ও চিনি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে নামিয়ে নিন। দই বেশি ফুটতে থাকলে ফেটে গিয়ে ছানা কেটে যাবে। সেদিকে লক্ষ রাখুন। আর এবার গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশনের পালা।



জমির পথে কৃষক। দূরে দেখা যায় প্রেমের তাজ। শুক্রবার।

নিয়ম মেনে ঋণ, জানাল আইএমএফ

ভারতের নজর এবার এফএটিএফ-বিশ্বব্যাংকে

করার আগে পাকিস্তানকে বেশ কিছু শর্ত পুরণ করতে বলা হয়েছিল। তারা সব শর্ত মেনে পদক্ষেপ করেছে। সেই কারণে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছে আন্তজাতিক অর্থভাগুার (আইএমএফ)। তবে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে আন্তজাতিক মপ্থে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী পর্যবেক্ষক সংস্থা এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে। জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জর করার কথা বিশ্বব্যাংকের। সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত।

সূত্রটি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনেই ভারতের তরফে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এফএটিএফের ধূসর তালিকায় থাকলে কোনও দেশের পক্ষে আন্তজাতিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে বেশ কিছদিনের জন্য এফএটিএফের ধূসর তালিকায় ছিল পাকিস্তান। ওই সময় আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ব্যাংকের মতো সংস্থা পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তান



একনজরে

- বিশ্বব্যাংক ও এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে
- জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জর করার কথা বিশ্বব্যাংকের
- সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে
- পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্টায় দিল্লি
- শর্ত মানতে ঋণ পেয়েছে পাকিস্তান দাবি আইএমএফ-এর

থেকে বেরিয়ে আসার পর আর্থিক সংস্থাগুলি ফের তাদের ঋণ দিতে শুরু করেছে। যে ঋণের একাংশ ঘুরপথে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কাছে চলে এফএটিএফের ধূসর তালিকা যাচ্ছে বলে ভারতের অভিযোগ। করছে কূটনৈতিক মহল।

এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্ট চালাচ্ছে দিল্লি।

এদিকে পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে আইএমএফকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তারপরেও আন্তজাতিক সংস্থার তরফে অবস্থান স্পষ্ট করা হল। আইএমএফের কমিউনিকেশনস বিভাগের ডিরেক্টর জুলি কোঝাক বলেন, 'পাকিস্তান যাবতীয় শর্ত পুরণ করেছে বলে আমাদের বোর্ড জানতে পেরেছে। একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কারের পথে হাঁটছে পাক সরকার। সব দিক বিবেচনা করে ওদের ঋণ মঞ্জর করা হয়েছে। গত মে-তে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সেইমতো পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।'

দিনকয়েক আগে গুজরাটের গিয়ে রাজনাথ সিং আইএমএফের ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের অর্থ সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া। ওরা জঙ্গিঘাঁটিগুলি নতন করে গড়ে তুলতে মাসুদ আজাহারকে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উচিত নিজেদের সিদ্ধান্ত পনর্বিবেচনা করা।' তবে আইএমএফ যে ভারতের যুক্তি মানতে রাজি নয়, তা তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট বলে মনে

অপারেশন সিদুরে



অ্যাপলকে

ফের হুঁশিয়ারি

ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৩ মে আমেরিকায় যে আইফোন বিক্রি করা হবে, তা আমেরিকাতেই বানাতে হবে। ভারত বা অন্য কোনও দেশে বানালে চলবে না। অন্য দেশে তৈরি আইফোন আমেরিকায় বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। ফের অ্যাপলকে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার ট্রাম্প জানান, তিনি অ্যাপলের কর্ণধার টিম কুককে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তিনি আমেরিকায় আইফোন বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই আইফোন আমেরিকাতেই তৈরি করতে হবে।

সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভারতে আর অ্যাপলের জিনিস তৈরি না করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন অ্যাপল কর্ণধার কুককে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি কুককে বলেছিলেন, 'আমি শুনছি আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করছেন। আমি চাই না আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করুন...। আমি টিমকে বলেছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছি। বছরের পর বছর ধরে আপনারা চিনে যে উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করেছেন, তা আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আপনারা ভারতে যে কারখানা তৈরি করছেন, তা আমাদের পছন্দ নয়। ভারত নিজেই নিজেদের খেয়াল রাখতে পারে এবং তারা বেশ ভালো ভাবেই চলছে।'

যদিও সূত্রের খবর, ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে অ্যাপলের আগে যা পরিকল্পনা ছিল, তা-ই রয়েছে। অ্যাপলের জিনিস তৈরির জন্য অন্যতম বড় উৎপাদনকেন্দ্ৰ হিসাবে ভারতকেই পছন্দ করে এই আমেরিকান বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : শুক্রবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত বিএসএফ ইনভেস্টিচার সেরিমনিতে বাহিনীর ২৬ জন সদস্যকে পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ৪ জন পেলেনে পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি, ২২ জন মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক।

অনষ্ঠানে ডিজি বিএসএফ দলজিৎ সিং চৌধরী অপারেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডিজি 'সিঁদুর'-এ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কৃতিত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, প্রভাগাম হামলার পর বিএসএফ পশ্চিম সীমান্তে একাধিক ড্রোন হামলা রুখে দেয় এবং পাক সেনা ও রেঞ্জার্সের গোলা-গুলির জবাব দেয়। এতে এক বিএসএফ ও এক সেনা জওয়ান শহিদ হন, আহত হন সাতজন। ডিজি বিএসএফ জাতীয় নেতৃত্ব ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানান অপারেশন সিঁদুরে বিএসএফ-এর অবদানের স্বীকৃতির জন্য। তিনি আরও বলেন, ছত্তিশগড় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফ যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে তা প্রশংসনীয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন. সীমান্তে থাকলে দেশবাসী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।'

তিনি আবও বলেন 'সীমান্ত বক্ষায প্রযক্তি ব্যবহারে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিএসএফ-এর কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ব পালনের ধরন নিয়ে গবেষণা করলেই বোঝা যাবে কীভাবে বিশ্বের অন্যতম কঠিন সীমান্তে দায়িত্ব পালন করে বিএসএফ আজ বিশ্বের সেরা সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।' এই অনুষ্ঠানটি বিএসএফ-পদ্মবিভূষণ কেএফ রুস্তমজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর 'সৈনিক মনোভাব ও দূরদর্শী নেতৃত্ব'-এর কথা স্মরণ করে ডিজি বিএসএফ বলেন, 'এই গুণাবলির ফলে আজ বিএসএফ দেশের প্রথম সুরক্ষা পংক্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে গ্যালান্ট্রি পদক পান সাব-ইন্সপেক্টর অনুরাগ রঞ্জন, হেড কনস্টেবল আৰুল হামিদ রাথর, কনস্টেবল অমরজিত সিং এবং কনস্টেবল নবজ্যোত সিং। মেরিটোরিয়াস ও ওডিশায় মাওবাদী দমনে এবং সার্ভিস (চাকুরিরত) পুরস্কার পান, ড. আশিস কুমার (আইজি), রাজ কুমার নেগি (ডিআইজি), প্রদীপ চন্দ শর্মা (কমাভ্যান্ট), সন্দীপ কমার, প্রেম বিশ্বাস, অনিল কমার, পবন কুমার (২ আইসি), মহিমা নন্দ মামগাইন, চরণজিত সিং প্রমুখ।



বিএসএফের অনুষ্ঠানে আধিকারিককে পুরস্কৃত করছেন অমিত শা।

রাহুলের নিশানায় মোদি-জয়শংকর

বিশেষ অধিবেশনের দাবি মমতার

২৩ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গ্রমাগরম বিবৃতির মধ্যেই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।' এর আগে বিশেষ অধিবেশের দাবি তুলেছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জন খাড়গেও বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিলেন। যদিও তাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দেয়নি।

তৃণমূলনৈত্রী এদিন যেভাবে তিনি তাঁর পোস্টে 'অন্য কেউ' শব্দের ওপর জোর দিয়েছেনে তাতে প্রশ্ন উঠেছে, এই 'অন্য কেউ'-টা কে তা নিয়ে। যদিও সেই সম্পর্কে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকেই। কারণ, ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনিই। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার

এদিকে

রাজস্থানের

রক্ত নয়, সিঁদুর ভাষণের জবাবে বিরোধী দলনেতা লোকসভার রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মোদিজি ফাঁপা ভাষণ দেওয়া বন্ধ করুন। শুধু বলে দিন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আপনি পাকিস্তানের কথায় ভরসা রাখলেন কেন? ট্রাম্পের সামনে মাথানত করে আপনি ভারতের হিতের বলি দিলেন কেনং শুধমাত্র ক্যামেরার সামনে আপনার রক্ত গরম হয় কেন ? আপনি ভারতের সম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেললেন!' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকেও ফের আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টে কোনও করেন রায়বেরেলির সাংসদ। তাঁর ব্যাখ্যা দেননি। তবে পর্যবেক্ষকদের তোপ, 'পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে



প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিস্থিতি সম্পর্কে।

আমাদের পাশে দাঁড়াল না? ট্রাম্পকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে বলেছিল কে? ভারতের বিদেশনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।' রাহুলের এই আক্রমণের জবাবে

বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে ভারত ও তার সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল দুর্বল করার অভিযোগ তুলেছে। দলের নেতা গৌরব ভাটিয়া তাঁকে নিশান-ই-পাকিস্তান বলেও তোপ দেগেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘূণা করতে গিয়ে রাহুল ১৪০ কোটি ভারতীয়কে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন তিনি। এরই মধ্যে জামানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়েডফুল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন। বার্লিনে শুক্রবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জয়শংকর। তিনি জানিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। ভারতকে পরমাণু হামলার ব্ল্যাকমেল করা যাবে না।' কেন্দ্রের

কোনও দেশ পাকিস্তানের নিন্দায় সমর্থন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কুটনৈতিক প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে বিদেশ সফরে পাঠানো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি আগেও বলেছি, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেকোনো পদক্ষেপে সর্বদা কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।' ভারতের প্রতিনিধিদলগুলির একটি বর্তমানে জাপানে রয়েছে। তার সদস্য সর্বভারতীয় সাধারণ তণমলের সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তিনি টোকিওর ইয়াসুকনি মন্দিরে বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল এবং স্বাধীনতাসংগ্রামী রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাসবিহারী বসুর সমাধিস্তলের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষেব নজবে আনার জন জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদত ও দূতাবাসকে অনুরোধও করেছেন

ঝড়ে বিপন্ন

যাত্ৰী বিমানকে

আকাশসীমা

ব্যবহারে বাধা

পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ভারত-

অপারেশন সিঁদুরের জেরে দুই

পাকিস্তান শত্রুতার আঁচ লাগল

ঝড়ে বিপন্ন দিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী

প্রতিবেশীর তিক্ততা ক্রমশ বাড়ছে।

সেই কারণে দুই দেশের আকাশসীমা

ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই

অবস্থায় বৃহস্পতিবার ইন্ডিগোর

ন্যাদিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী ৬ই-

২১৪২ উড়ানটি মাঝ আকাশে তুমুল

ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন

হয়। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে

যাত্রীবাহী বিমানেও।



রুশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে কানিমোঝির দল। মস্কোতে।

ড্রোন হামলায় পথে হল দেরি

মস্কো, ২৩ মে : অপারেশন

সিঁদুরের সাফল্য ও পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বেরিয়ে বড়সড়ো ফাঁড়া এড়াল কেন্দ্রের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার মস্কোয় পৌঁছোয়। কিন্তু কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করার আগেই ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় মস্কোর ডোমোডেডোভো আন্তজাতিক বিমানবন্দর সাম্যিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে মাঝ আকাশেই কানিমোঝিদের বিমানটি চক্কর কাটতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ ওই বিমানবন্দরে ঘরোয়া ও আন্তজাতিক বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকে। পরে অবশ্য ফাঁড়া কেটে যায়। বিমানবন্দর কর্তপক্ষের তরফে সবুজ সংকেত পেয়ে কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করে। প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান মস্কোর ভারতীয় দৃতাবাসের আধিকারিকরা। বিমানবন্দর থেকে নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে সাংসদদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চেয়ার অফ দ্য স্টেট ডুমা কমিটি অন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স লিওনিদ স্লাতস্কির সঙ্গে দেখা করে প্রতিনিধিদলটি। কানিমোঝির দলটি রাশিয়ার পাশাপাশি গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া এবং লাটভিয়ায় যাবে।

মুনিরকে কটাক্ষ

সেনাবাহিনীর পাকিস্তানের ইতিহাসে আয়ুব খানের পর দ্বিতীয় ফিল্ড মাশাল হিসেবে পদোন্নতি হয়েছে জেনারেল আসিম মুনিরের। তাঁর এই পদোন্নতিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারকেও বিঁধেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইমরান একা হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাশা আল্লাহ, জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মাশলি করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি. ওঁকে রাজা উপাধি দিলেই বরং বেশি ভালো হত। কারণ, এখন দেশটা জঙ্গলের আইন অনুযায়ী চলছে। আর জঙ্গলে তো একজনই রাজা থাকেন। ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করে গত মঙ্গলবার শাহবাজ শরিফের সরকার আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে নিয়োগ করে। ইমরান বুঝিয়ে দিয়েছেন, শাহবাজ শরিফ ক্ষমতায় থাকলেও দেশে সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন মুনিরই। পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে তাঁর কোনও গোপন বোঝাপড়া হয়নি বলেও দাবি করেছেন পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্যাপ্টেন। তবে পাকিস্তানের স্বার্থে সেনাবাহিনীকে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন তিনি।

বিধ্বস্ত কাশ্মীর দেখে ফিরলেন ডেরেকরা

তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ ওমরের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাক গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবস্থা খতিয়ে দেখে রীতিমতো ভারাক্রান্ত হৃদয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার অভিযোগও তোলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ও'ব্রায়েন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।

আরও এক সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'আমরা গভীর শোক ও দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এই অঞ্চলের মানুষের ওপর যে দুর্দশা নেমে এসেছে, তা দেখে হৃদয় ভেঙে যায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি অসহায় এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই নিরীহ মানুষগুলো কেন ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা না? সীমান্তে বসবাস করলেই কি এভাবে বারবার রক্ত এখন তিনি কার্যত অসহায়।' দিতে হবে

থ জীবন-জীবিকা হারাতে হবে?' সাগরিকার কথায়, 'আমরা ইমতিয়াজ আহমেদের সঙ্গে দেখা করেছি, যিনি গোলার আঘাতে হাত নেতা জয়রাম রমেশ এদিন সেই হারিয়েছেন। তিনিই পরিবারের সফরের কথা ঘোষণা করেছেন। একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন, কিন্তু পহলগামে সম্ভ্রাসবাদী হামলার পর



তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ওমর আবদুল্লা



বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের

ওপরই করা হয়েছে। ডেরেক ও'ব্রায়েন

এখন আব কাজ কবাব মতো অবস্থায াট ছোট সম্ভান আছে তার.

তৃণমূলের পর শনিবার পুঞ্চে যাওয়ার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। কংগ্রেস

মার্কিন সফর কাটছাঁট করে দেশে ফিরে তিনি এর আগে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলায় এক আহতের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও তৃণমূলের প্রতিনিধিদের কাশ্মীরের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ। জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে ওমর বলেছেন. 'ওঁরা এখানে এসে মানুষের কথা শুনছেন এটা অত্যন্ত ইতিবাচক। এই কঠিন সময়ে কেউ আমাদের পাশে দাঁডিয়েছে, এই অনুভৃতিটাই অনেক কিছ।' মুখ্যমন্ত্রী বলৈন, 'মানুষের কথা শোনাটা নিবাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নিবাচিত সরকারের দায়িত্ব। একেবারে সব সমস্যা মিটে যাবে এমনটা আমি বলছি না। কিন্তু করার চেষ্টা করছি।' শুক্রবার ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মানস ভুঁইয়ারা রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি

সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।



যাতে দুর্যোগের মুধ্যেই নিরাপদে অবতরণ করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্যও করে বায়ুসেনা। দুযোগের কারণে বিমানটির সামনের দিকে (র্যাডোম) যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বায়ুসেনার সূত্রটি জানিয়েছে, পাকিস্তান অ্যাভিয়েশন অথরিটি যে নোটাম অথাৎ নোটিশ টু এয়ারমেন (এ০২২০/২৫) জারি করেছিল তাতে ভারতের সমস্ত অসামরিক ও সামরিক বিমানের পাকিস্তানি আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বিষয়টি রয়েছে। যাত্রীবাহী বিমানকে জানিয়ে দেয় বায়সেনার নদর্নি এরিয়া কন্ট্রোল। সেই সঙ্গে দিল্লি এরিয়া কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তারা। তবে ব্যতিক্রমী পবিস্তিতি

দেখে যাতে লাহোর এটিসি ওই বিমানটিকে আকাশসীমা ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় সেজন্য তাদের কন্ট্রোল ফ্রিকোয়েন্সিও দেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে বায়ুসেনার সাহায্যে শেষমেশ বড়সড়ো বিপদ এড়াতে সক্ষম হয় ওই উড়ানটি।



সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়..

শুক্রবার কাজিরাঙ্গায়।

জঙ্গি নেতার সুরে ভারতকে হুমকি

সেনাবাহিনী এবং ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি যে হরিহর আত্মা সেটা ফের প্রমাণ করে দিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ পাকিস্তানের চৌধুরী। ডিজি-আইএসপিআর (ডিরেক্টর জেনারেল ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস) সেদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ভারতের সিশ্বু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের জবাবে বলেছেন, 'আপনাবা যদি আমাদেব জল বন্ধ করে দেন তাহলে আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব।'

এর আগে ২৬/১১ মুম্বই হামলার নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানের বিকানেরে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাতে প্রধান হাফিজ সঈদও ভারতকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল, 'আপনারা যদি জল বন্ধ করে দেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব আর ওই নদীগুলি দিয়ে রক্ত বইবে।' সিন্ধু দিয়ে হয় বলে ভারতকে তোপ দেগেছিলেন বিলাওয়াল ভুটো জারদারিও।

দিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মিলিয়ে ভারতকে শ্বাসরুদ্ধ করে আওড়াচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

মূল কুচক্রী তথা লক্ষর-ই-তৈবার আরও একবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন. 'পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হবে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। অন্য কিছু নিয়ে নয়।' অপারেশন সিঁদুর এবং কুটনৈতিক প্রত্যাঘাতের জেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দু-দিন আগে জল বইবে নয়তো রক্ত প্রবাহিত হবে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর, জল, বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনায় বসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এবং পাক সেনাকতর্বি একই সুরে পহলগাম হামলার জবাবে তাঁর দেশের ডিজি-আইএসপিআর ভারতকে হুমকি দেওয়া থেকৈ ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে যেভাবে জঙ্গি নেতার সুরে সুর

পাকিস্তানের চাল-চরিত্র-চেহারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরীর বাবা সুলতান বসিরুদ্দিন মেহমুদ ছিলেন আলকায়দা সুপ্রিমো ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কাজেই পাকিস্তান যতই নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে কুন্ডীরাশ্রু বিসর্জন করুক, হাফিজ সঈদ পরিষ্কার, জঙ্গিদের শেখানো বুলিই

হার্ভার্ডে বিদেশি ভর্তিতে নিষেধ, চাপে ভারতীয় পড়ুয়ারা

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি বাতিল করেছে। ফলে এখনকার প্রায় সাত হাজার আন্তজাতিক শিক্ষার্থীকে হয় অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে, নয়তো দেশ ছাডতে হবে।

হার্ভার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কারণ, এই সিদ্ধান্ত দেশের শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ের একটি প্রধান উৎসকে নিশানা করেছে।

প্রশাসনের হাভার্ডের সম্পর্ক সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে 'ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ' ঘিরে নানা বিতর্কের প্রেক্ষিতে। তবে প্রশাসন হার্ভার্ডকে শর্ত দিয়ে বলেছে, নির্দিষ্ট তথ্য ও নথি জমা দিলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা

বৃহস্পতিবার সেদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তর (ডিএইচএস) এক বিবৃতিতে হাভার্দ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 'আমেরিকাবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদপন্থী বিক্ষোভকারীদের' আশ্রয় দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য তৈরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগও হয়েছে। এমনকি ২০২৪

ভিসা বাতিল নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে ফাঁপরে ট্রাম্প

গোটা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার

এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টি

নোম হাভার্ডকে নির্দেশ দিয়েছিলেন

বিদেশি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের

সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য সরবরাহ

করতে। হার্ভার্ড তা যথাযথভাবে না

করায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে

বলে জানানো হয়। নোম এক চিঠিতে

জানান, হার্ভার্ড যদি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে

ভিডিও, অডিও সহ সব নথিপত্র

সরবরাহ না করে. তবে তারা বিদেশি

শিক্ষার্থী রাখতে পারবে না।

ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর।



বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে হবে,

নয়তো তাঁদের ভিসা বাতিল হয়ে

যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি

তাঁদের দেশেও ফেরত পাঠানো হতে

'অবৈধ ও প্রতিহিংসামূলক' বলে

আখ্যা দিয়ে মুখপাত্র জেসন নিউটন

বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের সবরকম

হাভর্ডি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাম্প

এহেন পদক্ষেপকে

গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলেও অনুমোদিত (এসইভিপি প্রত্যয়িত)

ডক্টরাল প্রোগ্রামে রয়েছেন। এখন সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। তবে

এই পড়য়াদের হয় অন্য কোনও প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ড ও

প্রশাসনের

হাফ ডজন শৰ্ত

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ,

হাভর্ডি প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলন

এবং সাম্য, মৈত্রী ও বৈচিত্র্যের

নির্দেশ অমান্য করেছে। এরই জেরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাবদ ২৬০

হয়। একইসঙ্গে [']হার্ভার্ডের করমুক্ত

সুবিধা বাতিল করা হবে' বলেও

সেমিটিজম টাস্ক ফোর্সের দাবি.

সরকারি

শিক্ষার্থীদের

জানিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়য়াদের বেআইনি কার্যকলাপের সবরকম নথি, অডিও-ভিডিও ফুটেজ সহ জমা দিতে
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংক্ৰান্ত সব তথ্য জমা দিতে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের হুমকির সব তথ্য ও প্রমাণ জমা দিতে হবে
- 🔳 অন্য পড়য়া বা কর্মীদের অধিকারহরণ হয়েছে এমন ঘটনার সবরকম প্রমাণ জমা দিতে হবে
- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়য়াদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সব রেকর্ড জমা দিতে হবে
- 💶 হাভার্ড ক্যাম্পাসে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচির অডিও বা ভিডিও ফুটেজ দিতে হবে

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থী নীতির বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে।

আরও দাবি স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোটি ডলার অনুদান কেটে নেওয়া করেছে, চিনের বিতর্কিত জিনজিয়াং 'প্রোডাকশন অঞ্চলের আগন্ড কনস্ট্রাকশন কোর'-কে হাভর্ডি প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই সংগঠন নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কখ্যাত। সূত্র হিসাবে ফক্স নিউজ ও কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের সভাপতি টেড মিচেল ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও নীচতা' বলে অভিহিত করে বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত আন্তজাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনাব পবিবেশ নুষ্ট হবে।'

এদিকে হাভর্ডি-ট্রাম্প বিতর্কের আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পুরোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে একটি মার্কিন আদালত। কোনও কারণ ছাড়াই বিদেশি পড়য়াদের ভিসা বাতিল করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার ভিত্তিতে দায়ের হওয়া একটি মামলায় আদালত জানিয়েছে, 'এভাবে ভিসা বাতিল করা যাবে না।' সেইসঙ্গে ট্রাম্পের সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে আটকে দিয়েছে

বৃহস্পতিবার ওকল্যান্ডের জেলা আদালতের বিচারক জেফরি এস হোয়াইট একটি অন্তৰ্বৰ্তী নিৰ্দেশে জানিয়েছেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ভিসা দেখে কোনও বিদেশি পড়য়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না। তাঁদের গ্রেপ্তার বা স্থানান্তরিতও করা যাবে যদি না কোনও ফৌজদারি না। অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সেক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের ভিসা বাতিল করারও আইনি অধিকার থাকবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়

नशामिक्सि, २० म এসএসসির ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। শুক্রবার একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে তা বহাল রাখা হবে। এক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর আগে 'র্যাংক জাম্প' বা মেধাতালিকায় পিছনের দিকে থেকেও যাঁরা প্যানেলের ওপর দিকে থাকা প্রার্থীদের টপকে আগে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের পরীক্ষায় বসার

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আবেদনও খারিজ করে দিয়েছিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। এদিন শীর্ষ আদালত সেই অবস্থানই বজায় রেখেছে।

শুক্রবার নবম-দশম একাদশ-দ্বাদশের যে চাকরিহারা শিক্ষকরা আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁদের যুক্তি ছিল, তাঁরা সাদাখাতা জমা দিয়ে বা প্যানেলের বাইরে থেকে চাকরি পাননি। তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কিছ কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। সেঁই কারণে তাঁদের দাগিদের তালিকায় ফেলা যায় না। ফের পরীক্ষা হলে তাতে তাঁরা অংশ নিতে চান নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যাতে বেতন পান আবেদনকারীদের তরফে সেই অনুরোধও জানানো হয়েছিল।

আবেদনের বিরোধিত করেন এসএসসি চাকরি দুর্নীতির মূল মামলার আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ফিরদৌস শামিমরা। তাঁদের বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে তাঁরা চিহ্নিত অযোগ্যদের মধ্যে পড়ছেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর পরীক্ষায় বসা এবং বেতনের আবেদনটি খারিজ করে দেয় শীৰ্ষ আদালত।

ট্রাকের মাটি চাপা পড়ে মৃত সবজি বিক্রেতা

নীচে ঘুমোচ্ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা সুনীল কুমার (৪৫)। আচমকাই পৌশায় স্বজি বিক্রেতা সুনীলের ওপর ট্রাক ভর্তি কাদামাটি ফেলে দেয় পুরসভার একটি গাডি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সবজি বিক্রির পর বাডির কাছেই গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। সেটাই কাল হল। তিন সন্তান নিয়ে দিশেহারা অবস্থা সুনীলের স্ত্রীর। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বরেলি পুরসভার ভূমিকা।

পরিবারের দাবি, অভিযোগ দায়েরের সময় পুর আধিকারিকরা তাঁদের হুমকি দেন। সুনীল কেন গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তলেছেন আধিকারিকরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে এলাকার নালা পরিষ্কারের কাজ করছিল পুরসভা। বুলডোজারে কাদা-মাটি তুলে ট্রাকে করে নিয়ে ফেলা হচ্ছিল। সেই কাজের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে. গাছের তলায় কেউ রয়েছেন কি না তা না দেখেই ট্রাক বোঝাই মাটি ফেলে দেন পুরকর্মীরা। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। প্রশাসন জানিয়েছে, যে পুরকর্মীদের গাফিলতিতে ঘটনাটি ঘটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ছেদ টানার চেস্টা!

অভিযোগ। এই কারণে হাভার্ডের

বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন

বাতিল করে 'স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ

ভিজিটর প্রোগ্রাম' (এসইভিপি) থেকে তাদের সার্টিফিকেশন বাতিল

বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন,

যার মধ্যে ৭৮৮ জন ভারতীয়।

এঁদের অনেকেই উচ্চতর ডিগ্রি বা

হাভার্ডে বর্তমানে প্রায় ৬,৮০০

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল বাংলাদেশের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মে : চাপে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দিল্লির সাউথ ভারত-বিরোধিতার রাস্তা থেকে সরতে নারাজ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত জিইয়ে রাখলে যে আখেরে বাংলাদেশের আমজনতার নাভিশ্বাস উঠবে, সেটা বুঝেও নয়া পদক্ষেপ ইউনুস। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কলকাতার গার্ডেনরিচ ইঞ্জিনিয়ার্স শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড লিমিটেড (জিআরএসই)-কে দেওয়া জাহাজ তৈরির বরাত বাতিল করেছে

'ওসান গোয়িং টাগ' গোত্রের

একনজরে

জিআরএসই ও বাংলাদেশ

সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫

কী কারণে এটি বাতিল

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীন জিআরএসই

কোটি টাকার চুক্তি হয়

টাগ শিপের জন্য

আশ্রয় নেন। ইউনুসের নেতৃত্বে ব্লকও এই নিয়ে কোনও বিবতি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই ভারত-বিরোধিতার পথে হাঁটতে শুরু করে। চিনে গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। বাংলাদেশকে সমুদ্রের অভিভাবক বলে দাবি করেন। আপত্তি জানায়

বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। পালটা ভারত থেকে জাহাজটি তৈরির জন্য ভারতের সতো আমদানিতে কডাকডি করে



সরকারের সিদ্ধান্ত যে দু-দেশের সম্পর্কে ফের ধাকা দিয়েছে, সে ব্যাপারে একমত কুটনৈতিক মহল। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নানাভাবে ভারতের অর্থনীতিকে চাপে ফেলার চেষ্টা করলেও তা কার্যত কোনও কাজে আসেনি। তবে ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল ও পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ির বাংলাদে**শে**র বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বড় ধাকা খেয়েছে। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক নিমাতা সংগঠন 'বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোটার্স অ্যাসোসিয়েশন' ইউনুস সরকারকে চিঠি দিয়ে ভারতের কড়াকড়ি শিথিলের জন্য আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছে।

বণিক সংগঠনের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে,'স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক পণ্য সীমান্তে আটকে গিয়েছে। স্থগিত হয়ে গিয়েছে উৎপাদন। এতে বাংলাদেশের ব্যবসাযীদের ক্ষতি হচ্ছে।... বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ রপ্তানি পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এর মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশের বস্ত্র ও প্যাকেটজাত পোশাক। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ খাবার রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত। হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে।' শিল্পপতিদের আবেদন, 'ভারতের নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশি পোশাক নিম্তারা বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ভারত দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের সরকারের কাছে অন্তত তিন মাস চক্তি স্বাক্ষরের কয়েকসপ্তাহ বাদেই নৌবাহিনী নাকি প্রতিরক্ষামন্ত্রক, সময় চাইতে হবে। তাদের অনরোধ



গরমে জলের অভাব মেটাতে পুকুর থেকে পানীয় জল তুলছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

আন্দামানের আকাশসীমা

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৩ মে : শুক্রবার ও শনিবার আন্দামান ও নিকোবরের আকাশসীমা দু'দিনের জন্য বন্ধ করা হল। জানা গিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য আকাশসীমা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে. ২৩ ও ২৪ মে সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল করতে পারবে না। জানুয়ারিতে দেশে তৈরি ব্রহ্মোস স্পারসনিক পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ করা হয়। এপ্রিলে ২৫০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম একটি নতুন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল প্রীক্ষা করেছিল। এবার নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলদের সংস্থায় ঢেলোছলেন নেতারা

नशामिल्लि, २० म् : न्यामनान হেরাল্ড দুর্নীতির ফাঁসে শুধু সোনিয়া সেইসময় তিনি কংগ্রেসের শুধমাত্র ও রাহুল গান্ধি নন, গোটা কংগ্রেস কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে ইডি। অন্তত আদালতে ভাবগতিক তেম্নই। শুক্রবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ইডি দাবি করেছে. সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির ডাকে সাডা দিয়ে তাঁদের মালিকানাধীন ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেডে অনদান বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা টেলেছিলেন তদন্তকারী কংগ্রেস নেতাবা। সংস্থার আইনজীবী আদালতে লক্ষ টাকা এবং দলের তৎকালীন বলেন, ২০২২ সালে তামিলনাডর মখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেডিডর নির্দেশে চারজন কংগ্রেস নেতা ৮০ লক্ষ টাকার বেশি অনুদান দিয়েছিলেন

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্ৰী একজন বিধায়ক ছিলেন। ইডির দাবি, কংগ্রেস নেতা জি অনিল কুমার ২০২২ সালের জুনে ২০ লক্ষ টাকা, প্রাক্তন বিধায়ক আলি সাব্বির

ন্যাশনাল হেরাল্ডে নয়া দাবি ইডি'র

২০ লক্ষ টাকা, তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ পি সদর্শন ১৫ কার্যনিবহি প্রদেশ সভাপতি ২৫ লক্ষ দিয়েছিলেন ইয়ং ইন্ডিয়ানে।

একইভাবে কংগ্রেস নেতা পবন বনশল কণার্টকের নেতা ওই সংস্থায়। রেবন্ত তখন অবশ্য ডিকে শিবকুমার ও ডিকে সুরেশকে সংবাদপত্রটি প্রকাশ করত।

শিবকুমারের হাতে থাকা ন্যাশনাল এডুকেশন ট্রাস্ট ২ কোটি টাকা দিয়েছিল রাহুলের সংস্থায়। তিনটি কিস্তিতে পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা অমিত ভিজ ৩.৩ কোটি টাকা দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। এক বছরের ভিতর ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ইডি আদালতে দাবি করেছিল, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছিল ইয়ং ইভিয়ান লিমিটেড। অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডই ন্যাশনাল হেরাল্ড

আড়াই কোটি টাকারও বেশি অনুদান

দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিকে

ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। এই ধরনের জাহাজ অন্য বড় জাহাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। টাগ শিপ-এর বরাত জিআরএসইকে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাদের আপত্তিতে এই পদক্ষেপ তা করতে হবে।

ঢাকা। এরপর স্থলবন্দরগুলি দিয়ে সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের জাহাজ চুক্তি বাতিল। কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে

করা হল তা নিয়ে ইউনুস

■ জিআরএসই-র শেয়ারদর

সরকারের তরফে কিছু

প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০

শতাংশ পড়ে গেলেও দ্রুত

আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে

জানানো হয়নি

পকসো মামলা দোষীকে সাজা থেকে রেহাই

নয়াদিল্লি. ২৩ মে : পকসো ব্যক্তিকে সাজা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ মেনে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ আবদ্ধ। আদালত জানায়, 'নাবালিকা আদালত জানায়, এই মামলার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে 'সম্পূর্ণ ন্যায়' প্রতিষ্ঠা করতেই এমন সিদ্ধান্ত।

যৌন সম্পর্কের ঘটনাটি ঘটে যখন স্বামীকে বাঁচাতে চাইছে।' অভিযুক্তের বয়স ছিল ২৪ এবং মেয়েটির ১৫। পরবর্তীতে ওই আমাদের আইনি ব্যবস্থার খামতি করেন অভিযুক্তকেই। বর্তমানে তাঁরা সখে সংসার করছেন, একটি সন্তানও রয়েছে ওই দম্পতির।

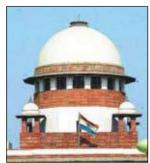
বিচারপতিরা জানিয়েছেন, যদিও ওই ব্যক্তির 'আইন মোতাবেক' অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তথাপি

আদালত তাঁকে কোনও সাজা আইনে দোষী সাবাস্ত হওয়া এক দিচ্ছে না। কারণ, এই মামলায় যিনি ভুক্তভোগী, তিনি এখন ওই ব্যক্তির কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন স্ত্রী শুধু তা-ই নয়, তিনি ওই ঘটনাকে বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং আদৌ কোনও অপরাধ বলে মনে করেন না। তাঁরা মানসিকভাবেও পরস্পরের প্রতি নিবিড় সম্পর্কে করে এই বেনজির রায় দেন। অবস্থায় মেয়েটি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সমাজ তাকে বিচার করেছে, আইনি ব্যবস্থা তাকে সাহায্য করতে পারেনি। পরিবারও নাবালিকা ও তরুণের বেআইনি তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে তার

বিচারপতিরা বলেন, 'এই ঘটনা তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং বিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এই মামলায় আসল সমস্যাটা ছিল এর পরিণতি। মেয়েটিকে পলিশ এবং আদালতের সঙ্গে অবিরাম লডাই করতে হয়েছে স্রেফ নিজের স্বামীকে

সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এবং রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্ৰককে নিৰ্দেশ দিয়েছে, যেন সম্পর্ক সংক্রান্ত মামলাগুলির দিকে



বিশেষ নজর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রায়ে যৌন শিক্ষা উন্নত করা. পকসো আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাধ্যতামূলকভাবে রিপোর্ট করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা

বলা হয়েছে। ভুক্তভোগী তরুণীর আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন আছে বুঝে দশম শ্রেণির পরীক্ষার পর যাতে সুযোগ পান বা পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, সেদিকেও নজর

দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই মামলাটি প্রথমে ওঠে ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানকার একটি বিতর্কিত রায়ে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। হাইকোর্টে তাঁর ২০ বছরের সাজাও খারিজ হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, কিশোরীদের যৌন আচরণ নিয়ে কিছু 'বিতর্কিত' করেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা। রায়ে বলা হয়, একজন কিশোরীকে 'নিজের যৌন আকাজ্ফা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে', কেন না এমন পরিস্থিতিতে 'তারই বেশি ক্ষতি হয়।'

এই মন্তব্যগুলি এতটাই

বিতর্কিত হয়ে ওঠে যে, সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি হাতে নেয়। ২০২৪ সালের ২০ অগাস্ট সর্বেচ্চি আদালত কলকাতা তিনি উপযক্ত কোনও কর্মসংস্থানের হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযক্তকে। তবে তখনই সাজা ঘোষণা না করে একটি কমিটি গঠন করে ভুক্তভোগী তরুণীর বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে।

সবদিক খতিয়ে দেখার পর আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, অভিযুক্তের বর্তমান পরিবার, ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থা এবং গোটা ঘটনার ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপট বিচার করে, অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা না করেই মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'এই ঘটনাটি আমাদের বিচারব্যবস্থাকে ভাবতে বাধ্য করছে কেবল আইন প্রয়োগ করলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না, প্রাসঙ্গিক বাস্তবতাও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

কোর্টের ভর্ৎসনা রাজস্থানকে করে পুলিশ। এফআইআর করতে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : রাজস্থানের কোটায় পড়য়া-মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন সপ্রিম কোর্ট। কেন বারবার কোটাতেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে শুক্রবার রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। কোটায় পড়য়াদের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়তে থাকায় এদিন বাজ্য সবকাবকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, 'এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী

করেছেন বলে আদালতে জানানো হয়। রাজ্য জানায়, তারা একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন ওই ঘটনায় ৮ মে এফআইআর

কোটায় আত্মহত্য



এত ছাত্ৰছাত্ৰী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?

জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি

করেছে এসব ঘটনা খতিয়ে দেখতে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি চলতি বছরে কোটায় এখনও আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলার শুনানি পর্যন্ত ১৪ জন ছাত্র আত্মহত্যা করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলায় গত ৪ মে খড়াপুর আইআইটির এক ছাত্র (২২) আত্মঘাতী হন।

বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনতে পাবতাম। তবে এখন তদন্ত চলছে দেখে আমরা আর কিছ বলছি না। তদন্ত যেন দ্রুত ও ঠিক পথে হয়, সেটাই চাইছি।' আরেকটি ঘটনায় এক 'নিট' পরীক্ষার্থিনী কোটায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকা অবস্থায় মারা যান। এই বিষয়ে এফআইআর না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট বলে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করেনি। সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারকে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পড়য়া আত্মহত্যা ঠেকাতে প্রশাসনকৈ আরও সক্রিয় হতে হবে।

পুলিশের কেন এত দেরি হল, তা

নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। পুলিশ

তদন্তের অজুহাত দিলেও তা সম্ভষ্ট

চাইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের

বিচারপতিরা বলেন, 'আমরা

করতে পারেনি বিচারপতিদের।







ছন্দোবদ্ধ।। জলপাইগুড়িতে সূজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান।

সূজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থা উদযাপন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। তবে চিরাচরিত প্রথায় নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় সুভাষ ভবনের নির্মল বসু মঞ্চে। পত্রিকা গোষ্ঠীর এবারের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের থিম ছিল 'উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ।' কবিগুরুর সৃষ্টিতে, তাঁর বিভিন্ন রচনায় উপনিষদ ও তার ভূমিকা ছিল এই অনুষ্ঠানের মল উপজীব্য। রবীন্দ্রসংগীতের ওঁপর উপনিষদের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য মঞ্চস্থ হয় একাধিক সাংস্কৃতিক পরিবেশন। 'আলোকেরই ঝর্ণা ধারায়' গীতিআলেখ্যে দূরদর্শন শিল্পী সুনন্দা চক্রবর্তী উপনিষদের ভাবনায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন

করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। তাঁর 'রবীন্দ্র ভাবনায় বিদ্যাসাগর' – এক অনালোচিত অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনা। ভিন্ন স্বাদের এই মনোজ্ঞ রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অন্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার সভাপতি গৌতম সোম ও রবীন্দ্র গবেষক অমিত্রসদন ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক। সূচনায় রবিবন্দনা নিবেদনে দেখা গেল নতুনত্বের চমক।কোনও উদ্বোধনী সংগীত নয়। আবত্তির সঙ্গে নৃত্য রূপারোপ এবং আবৃত্তির শেষে 'ঐ মহামানব আসে' গানে দলীয় নৃত্য প্রদর্শন- এক কথায় ছিল

অনবদা। শিশুশিল্পীদেব পাশাপাশি ছিল একক রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন। দুই শিশুশিল্পী প্রত্যাশা শীল ও আর্ভী মোদক নত্যকলায় সকলকে মুগ্ধ করে। একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রুদ্রাণী সরকার, শ্রেয়সী পোদ্দার এবং সচিতানন্দ ঘোষ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্য আলেখ্য- রবীন্দ্র ভাবনায় দেবী চৌধুরানি- আমি সেই প্রফুল্ল সেই দেবী চৌধুরানি। এক অসাধারণ পরিবেশন। দেবী চৌধুরানির ভূমিকায় নৃত্যে অংশ নেন দেবকন্য চন্দ, প্রফুল্লের ভূমিকায় রূপসা দত্তরায়, ভবানী পাঠকের ভূমিকায় অংশ নেন শিবম ঘোষ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মখোপাধ্যায় ও শুত্রজিৎ পোদ্দার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নিখুঁত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক পার্থপ্রতিম –সাগরিকা দাশগুপ্ত

অনন্য আভবাদন

ভিন্ন স্বাদ, আঙ্গিকে হাওয়াইন গিটারিস্ট অফ কোচবিহার কবিগুরুকে স্থানীয় পুরাতন পোস্ট অফিসপাডার কলা আরাধনা ভবনের ঘরোয়া পরিবেশে বরণ করে নিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগীতশিল্পী সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুশিল্পী শৌনক দাস উদ্বোধনে 'আয় তবে সহচরী'র সুর তোলে গিটারে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে গিটারে রবীন্দ্র সুর বাজিয়েছেন রমা পাল, লীনা দাস, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, পম্পা চাকি, শীলা চক্রবর্তী, রুমা সাহা, সাথী দাশগুপ্ত, শুভাশিস

বহিরাগত লেখকদের জন্য ছিল

স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর

সঞ্চালনায় ছিলেন প্রসুন শিকদার

সৃজন সাক্ষী

উপলক্ষ্যে নৃত্য, অঙ্কন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোঁচবিহার সুজনী

আয়োজন করেছিল এখানকার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হাতের কাজ ও অঙ্কন প্রদর্শনীর। অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল কোঁচবিহার পাটাকুড়াস্থিত সৃজনীর নিজস্ব ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নবনীতা চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন কাকলি ভট্টাচার্য। সার্বিক পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন

সুজনীর কর্ণধার ডঃ সোমা

পালিত। তাঁকে সহযোগিতা করে

অন্বেষা, সমাদৃতা, শ্রীময়ী, মহুয়া,

শ্ৰদ্ধাঘ্য

সম্পাদনায় প্রক্ষেপ পত্রিকার

উন্মোচন হল আলিপুরদুয়ারের

নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে

পঞ্চম বর্ষের প্রথম এই সংখ্যাটি

ভাষা শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যাও

বটে। ১৩টি প্রবন্ধ নিয়ে এই

সংকলন। পবিত্র সরকার, আব্দুল

মতিন আহমেদ, পার্থ সাহা,

নিতাই পাল, তৃপ্তি বিশ্বাস সহ

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অন্যদের লেখা রয়েছে।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

চক্রবর্তীর

লোপা, স্বাতী ও মিতা।

অপূর্বকুমার

আন্তজাতিক নৃত্য দিবস

–সুরমা রানি

চৌধুরী, প্রতিমা সাহা, সন্দীপা ঈশোর, নিবেদিতা গোস্বামী। যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে মূর্ত হয়ে ওঠেন সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, নীলা চৌধুরী, অজয় ধর, সঞ্চিতা চক্রবর্তী, গৌপা দত্ত, সীমা মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। আবৃত্তি, কবিতা পাঠে মুগ্ধ করেন রুমা রায়, শিউলি চক্রবর্তী, নির্মল দে প্রমুখ। তালবাদ্যে, সহযোগী বেহালায় ছিলেন অনিলাভ পাল, কালীপদ সূত্রধর, রতন সাহা প্রমুখ। পরিমিত সঞ্চালনায় যথাযথ ছিলেন গৌতমী ভট্টাচাৰ্য। –*নীলাদ্ৰি বিশ্বাস*

ছিল কুইজও

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করল মেটেলি নিবেদিতা সংগীতালয়। এদিন মেটেলি বাজারের সংগীতালয়ের অফিসে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করা হয়। কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য এবং আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। সংগীতালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকরকে কেন্দ্র করে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। তাতে দারুণ সাড়া পড়ে। *–রহিদুল ইসলাম*

লড়াইয়ের নামই জীবন

যাযাবররা কীভাবে তাঁদের জীবন কাটান, কীভাবে তাঁদের সংসার চলে সবই ধরা পড়ল 'ফাঁদ' নাটকে। কিছদিন আগে মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সভাকক্ষে এই নাটকটি পরিবেশিত হয় পরিবেশনায় ছিল পুরুলিয়ার নাটকের দল 'অহিরা'। বিলুপ্তপ্রায় শকুনের চামড়া জোগাড় করাকে কেন্দ্র করে নাটক এগিয়ে চলে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এই চামড়া প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা বলতে শকুন শিকার করলে দু'হাজার টাকা জরিমানা বলে খোদ পঞ্চায়ৈতের তরফেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অতএব মদনা নামে এক যাযাবরকে প্রধান টাকার টোপ দেন। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, বাবা অসুস্থ মদনার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু অগ্রিম টাকা নিয়েও সে শকুন শিকারে ব্যর্থ। এরইমধ্যে অথাভাবে তার বাবা মারা যান। অন্য কোনও উপায় না পেয়ে বাবার



মাটিগাড়া বিডিও অফিসে পরিবেশিত নার্টক 'ফাঁদ'–এর একটি দৃশ্য।

মৃতদেহকেই মদনা শকুন শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। মদনার ভুমিকায় খোদ নাটকের নির্দেশক দিব্যেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিকাশ মুখোপাধ্যায়, সুজয় দত্ত, শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোতোষ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সিংহ মহাপাত্র বেশ ভালো। নাটকটি লিখেছেন সুজয় দত্ত। আবহে অভিষেক রায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মঞ্চ, মাইক, আলো ছাড়াই সভাকক্ষে পরিবেশিত নাটকটি সবার মন জয় করে। অনায়াসে। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস গর্বের হাসি 'বিডিও হিসেবে যখন হাসছেন, পুরুলিয়ায় কর্মরত ছিলাম তখন এই নাটকের দলটির সঙ্গে পরিচয়। ওরা উত্তরবঙ্গে নাটক পরিবেশনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। সেই সুযোগ পেয়ে ওরা

উত্তরবঙ্গে নাটক নাকি সেভাবে আর নয়নের মণি নয়! এমনটা কিন্তু মোটেও নয়। শীতের সময়টায় তো বটেই, বছরের অন্যান্য সময়েও উত্তরবঙ্গে নাটকের প্রতি টান্টা সবার ক্রমেই বাডছে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া কয়েকটি নাটক নিয়ে এই কোলাজ প্রতিবেদন।



কোচবিহারে কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসবে আয়োজক সংস্থার 'সিস্টেম' নাটকের একটি মুহূর্ত।

ত্তরবঙ্গের নাট্যচচায় 'কম্পাস জাতায় নাট্যোৎসব' বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছদিন আগে হয়ে যাওয়া এবারের উৎসবও সবাইকে অনায়াসে মাতাল। রাজ্য সংগীত নাটক দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমির চেয়ারপার্সন হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় ও কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের হাত ধরে এবারের অনুষ্ঠানের সূচনা। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পরিবৈশিত হয় খড়দহ থিয়েটার খ্ল্যাটফর্মের বহু প্রশংসিত নাটক 'কল্পনার অতীত'। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত প্রাচ্য কলকাতার মঞ্চসফল প্রযোজনা 'খেলাঘর'। উৎসবের তৃতীয় দিনে ছিল আয়োজক সংস্থা কম্পাসের নিজস্ব প্রযোজনা 'সিস্টেম'। অভিজিৎ তরফদারের গল্প অবলম্বনে এই নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন দেবরত আচার্য। আবহুমানকাল থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রচলিত 'সিস্টেম'- কে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছে এই নাটক। চতুর্থ দিনে প্রযোজিত হয় দুটো নাটক। প্রথমে জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন পরিবেশন করেন 'জাতক' নাটকটি এবং তারপর নান্দনিক কলকাতা মঞ্চস্থ করে

সানি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'আলাদিন'। উৎসবের পঞ্চম দিনের শুরুতে বহরমপুর রঙ্গভূমি মঞ্চস্থ করে রাজেন দাস নির্দেশিত নাটক মহাযুদ্ধের পরে'। তারপর মঞ্চস্থ হয় শিলিগুড়ি ইঙ্গিত প্রযোজনা আনন্দ ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'সন্ধ্যাবেলা'। ষষ্ঠ দিনে পরিবেশিত হয় ব্যারাকপুর ব্রাত্যজন প্রযোজনা ন্যান্সি অভিনীত একক নাটক 'অপরাজিতা আজও'। এরপর এগরা কৃষ্টিচক্র মঞ্চস্থ করে অনিবর্ণি পয়ড্যা নির্দেশিত নাটক 'এবং নন্দলাল'। অনুষ্ঠানের সপ্তম দিনে ছিল বালীগঞ্জ ব্রাত্যজন প্রযোজিত বিজয় মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'অধাঙ্গিনী' উৎসবের শেষ দিন চাকদহ নাট্যজন মঞ্চস্থ করে তাদের মঞ্চসফল প্রযোজনা সুদীপ্ত দত্ত নির্দেশিত নাটক 'মালা ও মলি'। এবারের উৎসবের প্রতিটা প্রযোজনাই যেন বুঝিয়ে দিয়েছে বিষয় নির্বাচন, নাট্য গবেষণায় কোচবিহারও সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে কলকাতাকে। এবছর 'কম্পাস সম্মাননা প্রদান করা হয় নাট্যব্যক্তিত্ব বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়. নাট্যাভিনেতা অশোক ব্রহ্ম এবং নারায়ণ সাহাকে উৎসবে কোচবিহারের ১০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় –দেবদর্শন চন্দ 'কম্পাস স্কলারশিপ'।

সাতে সাত

চালসা নাট্যোৎসব কমিটির উদ্যোগ এবং চালসা শালবনি সংঘ ও চালসা কালচারাল ফোরামের যৌথ সহযোগিতায় চালসা শালবনী সংঘ প্রাঙ্গতে তিনদিনব্যাপী নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এবারের উৎসব চতুর্থ বর্ষের। উৎসবে মোট সাতটি নাটক প্রদর্শিত হয়। উদ্যোক্তা কমিটির তরফে সনৎকুমার বসু জানান উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ৭টি নাট্যদল তাদের নাটক পরিবেশন করে। ২ মে জলপাইগুড়ি কলাকুশলী পরিচালিত 'ফারেনহাইট ৪৫১ ডিগ্রি', মালবাজার অ্যাক্টোওয়ালা পরিচালিত 'চল ফিরে যাই', ৩ মে চালসা কালচারাল ফোরাম পরিচালিত 'প্রণয় বিভ্রাট'. শিলিগুড়ি ওপেন সিক্রেট পরিচালিত 'ঘরে ফেরার গান', হলদিবাড়ি নাট্যায়ন পরিচালিত 'লাঠি' এবং ৪ মে শিলিগুড়ি উত্তাল পরিচালিত 'গোপালের মা'. পুরুলিয়া অহিরা গরজয়পুর পরিচালিত পরিবেশিত হয়। ফাঁদ' নাটক প্রতিটি নাটক দেখতেই দর্শকদের ভিড উপচে পড়েছিল। –রহিদুল ইসলাম



নাট্য উৎসবে পরিবেশিত চালসা কালচারাল ফোরামের 'প্রণয় বিভ্রাট' নাটকের একটি মুহূর্ত।

স্ত্রীয় সংগীতের অন্তরঙ্গ আসর সাহিত্যসভা পর্যাস সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ভাষা শহিদ দিবসকে পুরোনো দিনের একটি বিখ্যাত সিনেমা হল 'আপ কি সামনে রেখে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হল ইসলামপুরে কসম'। তাতে রাজেশ খান্নার লিপে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন কিশোরকুমারের গাওয়া একটি গান রয়েছে। 'জিন্দেগি কে সফর কবেন স্বপ্তা উপাধ্যায়। কবি নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে মে গুজর জাতে হ্যায় জো মকাম ওই সভায় অতিথি হিসেবে ও ফির নহি আতে...।' গানটি উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রেমানন্দ লিখেছেন আনন্দ বক্সী, আর সুর রায়, ডঃ সুনীল চন্দ, মহুয়া রুদ্র স্বপন গুহ নিয়োগী। ভাষ শহিদ বিষয়ে আলোকপাত করেন অতিথিবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্যে আয়োজক তথা পর্যাস পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন পোদ্দার এই বিশেষ দিনটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। এগারোজন ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান উপস্থিত সকলেই। এদিন ডঃ সনীল চন্দকে দীভম সাহিত্য সম্মান তুলে দেন ভবেশ দাস এই আসরে 'ঈশ্বর ভাবনা' নামে রঞ্জন সাহার একটি বই প্রকাশ হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। স্থানীয় ও



শিলিগুড়িতে সঙ্গম মিউজিক কলেজের উদ্যোগে শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর।

দিয়েছেন রাহুল দেববর্মন। এই গান নিয়ে এত কথা বলার কারণ হল এটি বেহাগ রাগে চলচ্চিত্রায়িত একটি সুপারহিট গান। এই গানে বেহাগের যে রূপ ও রস তার সঙ্গে হিন্দস্তানি রাগ সংগীতের আসরের বেহাগ রাগের রূপ মেলে না। সেখানে বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের একটি ধ্রুপদি মেজাজ থাকে। আর শিল্পী যদি হন দেশে এবং বিদেশে অনেক আসরে শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করে দেওয়া পণ্ডিত রোজী দত্ত (কলকাতা) তাহলে প্রত্যাশাও একটু বেশি থাকে। শিল্পী শিলিগুড়ির আসরে শ্রোতাদের সেই প্রত্যাশা পুরণ করেছেন। ক'দিন আগে সঙ্গম মিউজিক কলেজের উদ্যোগে

শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর বসেছিল শিলিগুডি হিলকার্ট রোডের ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে। শিল্পী পরিবেশন করেন রাগ বেহাগে পুণঙ্গি খেয়াল। তাঁকে তবলায় সংগত করেন দেশে-বিদেশে সমাদৃত উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় তবলিয়া সুবীর অধিকারী। আর হারমোনিয়ামে সহায়তা করেন আশিস কংসবণিক। ঘরোয়া পরিবেশে এই

অনুষ্ঠানের সচনা হয় শিশুশিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পীদের পরিবেশনায় ছিল ত্রিতালে রাগ বেহাগ ও মিয়াঁ মল্লার, রাগ কৌশিক ধ্বনি, দাদরা তালে হোরি, উপস্বাস্থ্যের সংগীতে চৈতি ও মীরার ভজন। শিক্ষার্থী শিল্পীদের তবলায় সহযোগিতা করেছেন রাইমা ঘোষ, নবনীল বর্মন, সৌমিক সরকার, বাপ্পাদিত্য রায় ও ওম ভটাচার্য।

কলেজের কর্ণধার অর্চিতা সেন শিলিগুডি শহরে গত ২০ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের তালিম দিচ্ছেন। তাঁর অনেক শিক্ষার্থীই এখন সংগীত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সেদিন শিল্পীর নিবেদনে ছিল সন্ধ্যাবেলার যোগ রাগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল। আর এই নিবেদনে এই শিল্পী বঝিয়ে দিয়েছেন সংগীত সাধনার জিনিস এবং তাতে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। অনুষ্ঠানে অন্য শিল্পীদের মধ্যে কোচবিহার থেকে এসেছিলেন অর্পিতা সরকার। তিনি একটি রাগপ্রধান পরিবেশন করেন। ছিলেন ডঃ সুতপা দত্ত এবং মধুমিতা দে সরকার। সুতপা একটি ঠুমরি এবং মধুমিতা মারু বেহাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তাঁদের পরিবেশনের আন্তরিকতা শ্রোতাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। সান্ধ্য আসরকে সুরের সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অরিত্র সেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংগীতে স্নাতকোত্তর সঙ্গম মিউজিক

– ছন্দা দে মাহাতো

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পধারা হল থাংকা চিত্রকলা। এই চিত্রশিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর জটিলতা ও সুক্ষ্মতা। প্রতিটি থাংকা চিত্রে একটি কেন্দ্রীয় দেবতা থাকেন, যাঁর চারপাশে অন্যান্য চরিত্র ও প্রতীকের অবস্থান। শিলিগুড়িতে বেড়ে ওঠা শিল্পী অনিন্দিতা বিশ্বাস রায় এবারে এই শিল্পকে সবার সামনে তুলে ধরলেন। অনিন্দিতাজ ভিজুয়াল আর্ট স্টুডিও (এভিএ স্টুডিও)-র উদ্যোগে কিছুদিন

আগে দার্জিলিংয়ে এই থাংকা চিত্রকলাকে নিয়েই অভিনব এক শিল্প শিবির আয়োজিত হল। আশপাশের বহু শিল্পীর পাশাপাশি, কলকাতা,

নজরে থাংকা

দিল্লি, কেরল, বেঙ্গালুরুর বহু শিল্পী তাতে শামিল হয়েছিলেন। সেই শিবির শুধুমাত্র থাংকা চিত্রকলাকে নিয়েই আবদ্ধ থাকেনি তাতে আশপাশের নৈসর্গিক রূপ অধ্যয়নও

অনায়াসে মিলে গিয়েছিল। শিবির দেখতে এসে অনেকেই তাতে দারুণভাবে মজলেন, উদ্যোক্তাদের প্রশংসায় ভরালেন। দেখেশুনে অনিন্দিতা আনন্দে ভাসছেন, 'এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। থাংকা চিত্রকলার সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্যকে উদযাপন ও সংরক্ষণ এবং দার্জিলিংকে অর্থবহ শিল্প অভিজ্ঞতার জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

বহটহ

একরাশ আনন্দ



উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে

নিরন্তর চর্চা আর লেখালেখির সুবাদে জীবনকালেই তিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। উত্তরবঙ্গের সেই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ নিজেই এবার বইয়ের পাতায়। ইতিকথায় উত্তরবঙ্গ/অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ সংবর্ধনা গ্রন্থ নামে এই বইটি সম্পাদনা করেছেন অনিলক্মার সরকার ও কালীকৃষ্ণ সূত্রধর। বইটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গুণী মানুষটির বিষয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ এবং শেষ ভাগে তাঁর নানা সম্মানপ্রাপ্তি ও সৃষ্টিসম্পদের হদিস।

অভিজিৎ পাবলিকেশনস থেকে



এবারে সারিন্দা

দোতারাকে নিয়ে তাঁর লেখা বইটি ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাতে অনেকটাই উৎসাহিত হয়ে কোচবিহারের সুবলেন্দু বসুনিয়া এবারে লিখে ফেলেছেন সারিন্দার আগমন ও সাজন। লোকসংস্কৃতির অঙ্গকে নিয়ে সুবলেন্দু যেভাবে কাজ করে চলেছেন তার জন্য কোনও তারিফই যথেষ্ট নয়। সারিন্দা নামক বাদ্যযন্ত্রটি কীভাবে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে চলেছে তা এই বইয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট। মঙ্গলাকান্ত রায়, নিরঞ্জন হালদার, অভেলা বর্মনের মতো বহু সারিন্দাবাদকও এই বইয়ের পাতায় ধরা দিয়েছেন। বহু ছবি এই বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত এই বইটি চিরকালের জন্য পাঠকদের কাছে উপরি উপহার হিসেবে ধরা দেয়।



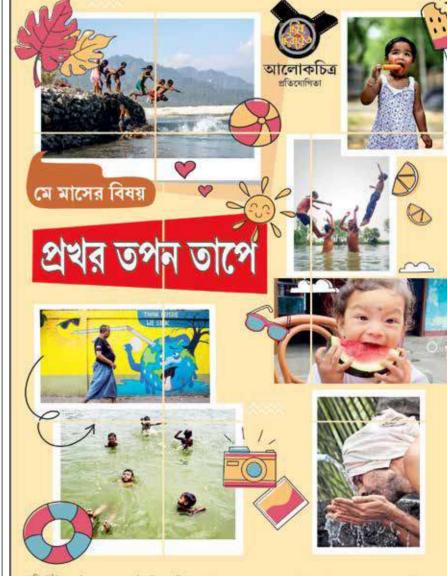
নিজের সমস্ত স্মৃতিকে সহজে সবার সামনে তুলে ধরাটা সহজ কাজ নয়। সেই সমস্ত স্মৃতিকে সহজে কাঁটাছেঁডা করাটা আরও কঠিন। তবে কঠিন সেই কাজটাই খব সহজে করে দেখিয়েছেন ধনঞ্জয় মাঝি। তাঁর লেখা আমার স্মৃতি ও আমার মত (তৃতীয় খণ্ড) বইয়ে। চাকরি না পাওয়ার পর মনে কতটা যন্ত্রণা হয়, আবার একটা চাকবি পেয়ে গেলে নিজের থেকেই সবার জন্য কত ভালো কিছু করার ইচ্ছে হয়; এই বইয়ের পাতায় পাতায় সাধারণ পাঠকেরই মনছবি। এই খণ্ডের অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে শারীরশিক্ষা। কীভাবে শরীর সুস্থসবল রেখে ভালোভাবে বাঁচতে হবে সেই দিশা

দেখিয়েছেন লেখক।



নববর্ষের প্রাপ্তি

'খেয়াল যখন বেহিসাবি. বাদল হাওয়ায়/ মন খারাপের আখরগুলো কুড়ায়।' লিখেছেন শর্মিলা ভট্টাচার্য। 'মন খারাপের আখরগুলো' নামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য বিবর্তন-এর নববর্ষ সংখ্যায়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে সাজানো উজ্জ্বল আচার্য সম্পাদিত পত্রিকাব এই সংখ্যা অন্যান্য বারের মতোই সুন্দর। জয়দীপ সরকারের লেখা প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ বৃদ্ধিজীবী' পড়তে বেশ অন্যরকম। দেবাশিস চৌধুরী, শৌভিক বণিকদের মতো অনেকের লেখা অনুগল্পগুলি পড়তে বেশ। সুদর্শন সাহার লেখা গল্প 'বুঝেশুনে কমেন্ট করুন' অন্যভাবে ভাবায়। স্বাস্থ্য নিয়ে সম্পাদকের লেখাটি তথ্যবহুল। সৌজন্য চক্রবর্তীর আঁকা প্রচ্ছদটি তারিফযোগ্য।



ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ • একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন। নিৰ্বাচিত ছবি প্ৰকাশিত হবে ৩১ মে, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে

 ডিজিউল ফ্যান্টেছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিল্লেল।
 থবির সঙ্গে অবশাই পাঠাতে হবে - Photo Caption, কামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য

• ছবিতে Water Mark এক Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিভিনায় পোস্ট করা ছবি পাইবেন না। ছবির সঙ্গে অনুশাই অপুনার পুরে নাম, ঠিকান ও ফেন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণা হবে

 উত্তরবদ সংব্রদের কোনও কমী বা তার পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না

ছবি : চন্দন দাস, কৌশিক দাস, অন্তরা খোব, চন্দ্রাণী সরকার, অভিবেক পাল, সৌরদীল মৌলিক, অভিজ্ঞিৎ সরকার, স্বরূপ গুপ্ত।

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ

२७ त्या. २०२७

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

কৃষি দপ্তরে চিঠি পাঠাবে বিশ্ববিদ্যালয়

হস্টেলের এক ঘরে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৩ মে : গত বছরে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বেড়েছে। ২০১৫ সালে ক্যাম্পাসে ১৩৭ জন ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৪৩-এ। তবে হস্টেল সেই একটাই। এতেই প্রতিনিয়তই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকদের। তিস্তা হস্টেলে ১৫০ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে সেখানে

আবাসিক সংখ্যা প্রায় ২৮০। এই পরিস্থিতিতে বাকি ছাত্রীদের কখনও ফামার্স হস্টেলে, আবার কখনও ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলে রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এতেও সমস্যা না মেটায় বাধ্য হয়ে অনেক ছাত্রীই বাইরের মেসে থাকছেন। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রীদের সমস্যার বিষয়গুলি জানিয়ে শীঘ্রই কৃষি দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার 'ক্যাম্পাসে প্রদ্যুৎ পাল বলেন, ছাত্রীদের জন্য আরও হস্টেলের প্রয়োজন রয়েছে। এবিষয়ে আমরা আগামী সপ্তাহে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠাব। বৰ্তমানে মেয়েদের হস্টেলের যা পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, তাতে কোনও কারণে হস্টেলে সমস্যা হলে এতগুলো মেয়ে কোথায় যাবে।

ধরেই হস্টেলের উত্তরবঙ্গ ভুগছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় সত্রে খবর, ক্যাম্পাসে ছেলেদের জন্য কয়েকটি হস্টেল

প্রথম পাতার পর

সেনাবাহিনীর

পক্ষ

অবশ্য শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোনও

বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল অনেকে বলছেন,

ইউনুসের পদত্যাগের জল্পনা ভাসিয়ে

দেওয়া হয়েছিল চিত্রনাট্য মেনে।

বিএনপি অবশ্য বৃহস্পতিবারই দাবি

করেছিল, এর পিছনে নাটক আছে।

আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল বিএনপির

অন্যতম শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন

আহমেদ শুক্রবার দেশের একটি

বেসরকারি চ্যানেলে বলেন, 'আমরা

ইউনুসের পদত্যাগ দাবি করিনি।

নিবাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার বদলে

উনি ইস্তফা দিতে চাইলে সেটা ওঁর

উনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে

খুঁজে নেবে।' শুক্রবার সকালেই

বিশেষ সহকারী ফয়েজ তৈয়াব

ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু

ফেসবুক পোস্টে লেখেন,

যদিও তাঁর বক্তব্য, 'একান্ডই

ব্যক্তিগত বিষয়।

থাকলেও মেয়েদেব থাকাব জন্য একটি মাত্র হস্টেল রয়েছে। এই হচ্ছে। পরিস্থিতিতে তিস্তা হস্টেলে অনেক বেশি আবাসিককে থাকতে হচ্ছে। হস্টেলের এক আবাসিকের কথায়,

পড়াশোনা করতেও সমস্যায় পড়তে

কারণে দুর্ঘটনা হলে বা অগ্নিসংযোগ হলে কর্তৃপক্ষের আর কিছুই করার থাকবে 'একটা ঘরে তিনজনের থাকার না। হস্টেলে এতিজন



ভোগান্তির ছবি

- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মেয়েদের থাকার জন্য একটি মাত্র হস্টেল রয়েছে
- তিস্তা হস্টেলে ১৫০ জনের জায়গায় প্রায় ২৮০ জন আবাসিক থাকছেন
- বাধ্য হয়ে অনেক ছাত্রীই বাইরের মেসে থাকছেন
- এতে পড়াশোনা করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়য়াদের

জায়গা রয়েছে। সেখানে আমাদের ছয়জন করে থাকতে হচ্ছে। এতে

শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য

অধ্যাপক ইউনূসের দরকার আছে।'

শুক্রবার

দিয়েছেন আরেক উপদেষ্টা সৈয়দ

রিজওয়ানা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু

পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এই উপদেষ্টা

বলেন, 'শুধু নিবাচন করা অন্তর্বর্তী

সরকারের কাজ নয়। প্রধান উপদেষ্টা

সময় দিয়েছেন, ডিসেম্বর থেকে

আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন

হবে। ওই সময়সীমার একদিনও

এদিক-ওদিক হবে না। তবে শুধ

রিজওয়ানার বক্তব্য, নির্বাচন ছাড়া

আরও দুটি দায়িত্ব আছে তাঁদের

কাঁধে। একটি সংস্কার, অন্যটি

বিচার। জামায়াতে ইসলামিও

ইউন্সের সমর্থনে দাঁডিয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ইউনূসের পদত্যাগ

বলেন, 'ইউনুস থাকুন। সব দলের সঙ্গে কথা বলৈ জাতীয় ঐক্য গড়ে

তুলুন। তিনি বরং সেনাপ্রধানকে

সেটাই আমাদের দায়িত্ব নয়।'

ইউনৃসের

মুহাম্মদ ইউনুস নিজে কোনও

জানিয়ে

আস্থাভাজন

ভেটাগুড়িতে এই বিশাল বাংকার নিয়েই রহস্য বাড়ছে।

ওয়াকারকে

সরানোর চেষ্টা

প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে মন্তব্য না করলেও সরকারের

অবস্থান

থেকে

একসঙ্গে রাখায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ডিএসডব্লিউ হস্টেলগুলি পরিদর্শন করে।

সেসময় ছাত্রীদের হস্টেলের এই পরিস্থিতি দেখে তারা অবিলম্বে নতুন হস্টেলের বিষয়ে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বাকি হস্টেলগুলিও সংস্কারের বিষয়েও আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসডব্লিউ শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'ক্যাম্পাসে ছাত্রীসংখ্যা বাড়ায় আমরা মেয়েদের হস্টেলের পাশাপাশি ক্যাম্পাসের অন্যান্য হস্টেলেও তাদের রাখতে বাধ্য হচ্ছি। এই অবস্থায় ক্যাম্পাসে ২০০ বেডের একটি ছাত্রীদের হস্টেলের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।'



সিঙ্গিজানির পঞ্চায়েত সদস্য মৌমিতা বর্মনের কথায়, 'তৈরির কিছদিন পর থেকেই বাড়িটি সম্পর্কে নানা রসহ্যজনক তথ্য জানা যাচ্ছিল। বাড়ির ভেতরে গাড়ি মেরামতির কাজ হত। নানা ধরনের গাড়ি রাতে বাড়িটি থেকে বের হত। সম্প্রতি বাড়িটির চারদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। গ্রামের বাডিতে সিসি ক্যামেরা দেখে প্রতিবেশীরাও অবাক হয়েছিলেন। পুলিশ অভিযানের পর জানলাম মাস দুয়েক ধরে বেশ কিছ বাইরের শ্রমিক বাংকার তৈরির কাজ করছিল।'

সুত্রের খবর, দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ দল ভেটাগুড়িতে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি পুরোনো গাড়িও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। রহস্যময় ওই বাড়িতে মালুদা, মুর্শিদাবাদ, কিশনগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের যাতায়াতের

হদিস পেয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই রাজ্য পলিশের গোয়েন্দাদের বিশেষ দল এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। রহস্যময় বাড়ি থেকে বেআইনি কারবারে বাংলাদেশ-যোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা।

পুলিশি অভিযানের থেকে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার দু'দিন বাসিন্দারাও। আগেই শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক সভায় নাশকতা রুখতে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিন দিকে সীমান্ত ঘেরা দিনহাটা মহকুমার ভেটাগুড়ির রহস্যবাড়িতে বাংকার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সাধারণের

তথ্য সহায়তায়- অমৃতা দে

বাডির এক সদস্যকেও আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

আকাশে উঁকি দিচ্ছে ড্রোন। ঘটনার কথা চাউর হতেই দেশের 'সেরা হিসেবে স্বীকৃত নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী এলাকায় পড়েছে। ডোমকল তরফে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। কিরীটেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরীটেশ্বরী গ্রামে ৫১ পীঠের এক পীঠ অবস্থিত। এলাকায় প্রচুর প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সে কারণে এখানে প্রতিদিন জেলা তো বটেই জেলার বাইরে থেকেও বহু ভক্ত আসেন। বছর দুয়েক আগে দেশের পর্যটনমন্ত্রকের তরফে সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা দেওয়া হয় কিরীটেশ্বরীকে। এই গ্রামে রাতের তিস্তার জল বাড়তেই পোষ্যদের নিয়ে ভেলায় পারাপার।। আকাশে ড্রোন উড়তে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আতিঙ্কত। এ বিষয়ে ঝুলিতে রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল

শুক্রবার স্থানীয় তরুণবিকাশ দাস বলেন, 'রাতে লক্ষ করি কিরীটেশ্বরী মন্দিরের ওপর ড্রোন উড়ছে। পরে নারকেলবাড়ির দিকে চলে যায়। মোবাইলে জুম করে দেখি ড্রোনটি সাধারণ নয়। বিষয়টি আমরা স্থানীয় থানায় জানিয়েছি।' কিরীটেশ্বরী মন্দির কমিটির সহ সম্পাদক বাপি দাস বলেন, 'ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত পুলিশের।' মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার রাসপ্রীত সিংয়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানার পরই পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাতের

আকাশে ড্ৰোনে

আতঙ্ক ডোমকল, ২৩ মে : বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের রাতের

গ্রাম'

শোরগোল

প্রশাসনের

'যাত্রাপালা

লেখেন, 'পদা অপেরার এবছরের

প্রথম পাতার পর শুক্রবার উদয়ন ফেসবুকে

শ্রেষ্ঠ পালা রক্ত দিয়ে তৈরি সিঁদুর। অভিনয়ে- কুমার নরেন, কুমারী নির্মলা, অমিত কুমার ও আরও অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পোস্টটি ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ফেসবকে কড<u>়</u> সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই উদয়নের ওই পোস্টকে নেতিবাচক বলেছেন। দেশের প্রতি 'সম্মান' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেছেন, 'উদয়ন গুহ যখন চাপে পড়েন তখন তাঁর আসল রূপ বেরিয়ে আসে। কিছুদিন আগেই তিনি অপারেশন সিঁদুরের পক্ষে থেকে প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে নেমেছিলেন। আর এখন অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করছেন। উনি দ্বিচারিতা করছেন।' ফেসবুক পোস্টটি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় বলৈ এড়িয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি বলেছেন, 'উদয়ন ফেসবুকে কী পোস্ট করেছেন সেটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। সেখানে কিছু বলার নেই।' অপারেশন [^] পাকিস্তানের সন্ত্রাস নিয়ে একদিকে যখন সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদলে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন উদয়নের ওই পোস্ট ঘিরে অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

এদিন সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীরা মীনাক্ষীকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন। দুপুর একটা নাগাদ সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় '২৬-এর বিধানসভার আগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে গত মার্চ মাসে যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীকে হেনস্তার ঘটনার পরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দিনহাটায় সিপিএমের এই কার্যালয়টি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঠিক তার দেড় মাসের মাথায় ফের কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এসডিপিও ধীমান মিত্র জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি, অভিযোগ এলে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে। তৃণমূল নেতা তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী জানান, ভাঙচুরের বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। তাই এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না।

জলপাইগুড়িতে স্থায়ী বেঞ্চে আনার প্রস্তাব

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন জীবনকৃষ্ণকে।

নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। সময়ই বাড়ির বাইরে থাকতেন।

গৌরহরি দাস

পুলিশ মেডেল পেলেন কোচবিহারের

বাসিন্দা জীবনকৃষ্ণ সরকার। তিনি

বিএসএফের একজন অবসরপ্রাপ্ত

বিজ্ঞানমঞ্চে দেশের প্রতি তাঁর

আত্মত্যাগ এবং সাহসী কর্মজীবনের

আনুষ্ঠানিকভাবে ওই মেডেল পরিয়ে

দেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত

শা। এদিন কোচবিহারের চকচকায়

সরকার বাড়িতে এবং এলাকায় খুশির

হাওয়া। বাড়িতে চলছে মিষ্টিমুখের

নভেম্বর বিএসএফের কনস্টেবল পদ

দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। ৪২ বছরের

কর্মজীবনে তিনি ভারত-পাকিস্তান

সীমান্ত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত,

জম্ম-কাশ্মীর সহ বিভিন্ন এলাকার

কার্জ করেছেন। এরপর ২০১০

থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি কাজ

করেছেন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন

জীবনকৃষ্ণ ১৯৮৩ সালের ২৯

ইনস্পেকটর। শুক্রবার

জীবনকৃষ্ণ

দিল্লির

সরকারকে

জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে তাব আওতায এখনই কিছু বলতে চায়নি শিলিগুড়ি ও মালদা বার অ্যাসোসিয়েশন। কিছুটা হলেও বিরোধিতা করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশন। তবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের আইনজীবীরা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছে

জলপাইগুড়ি বারের দাবিতে। পাহাডপুরে স্থায়ী পরিকাঠামোতেও কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালুর তৎপরতা শুরু করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু স্থায়ী পরিকাঠামোয় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালুর দাবিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনকে এককাট্টা করতে শুক্রবার বৈঠক ডাকে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুডি

পরিকাঠামোয় দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলাকে নিয়েই স্থায়ী বেঞ্চ চাই।'

কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার স্বার্থে নিয়ে আসার দাবি নিয়ে জেলার বার স্থায়ী বেঞ্চ চাই। জলপাইগুড়ি বার দাবিকে অ্যাসোসিয়েশনের পূৰ্ণ করছে। সরাসরি সমর্থনের বিষয়ে সমর্থন জানাচ্ছি।' আলিপুরদুয়ার বার কোচবিহার নিয়ে যখন প্রথম সার্কিট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহাদ বেঞ্চ হয় তখন আমরাও চেয়েছিলাম

কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু হলেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার পোষণ করছি।' তবে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্দীপ দাস বলেন, 'আমার কাছে এ ব্যাপারে এখনও কেউ কিছু বলেনি। তাই কিছু

মজুমদার বলেন, 'জলপাইগুড়িতে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর ওই সার্কিট বেঞ্চের মানুষ আইনি পরিষেবা পাবেন। আমরা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের হাইকোর্টে গিয়ে মামলা লড়তে ভীষণ দাবির সঙ্গে একশো শতাংশ সহমত সমস্যা হয়। আমরা গ্রীষ্মাবকাশের বলতে পারব না। ওক্রবার আদালত বিচারপ্রার্থীরা যেমন উপকৃত হবেন,

আওতায় আসুক। কারণ, উত্তর দিনাজপরের মান্যের পক্ষে কলকাতা পর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে আবেদন করব মহকুমা ও জেলা আদালতকে জলপাইগুডি বেঞ্চের অধীনে নিয়ে আসার জন্য। এর ফলে সার্কিট বেঞ্চ চালু আছে। আমরা স্থায়ী হয়েই ৮ দিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। তেমনই আইনজীবীরাও হবেন।'

ধন্য মনে করছি। আমি দেশের জন্য যা করেছি, তা মন থেকে করেছি। আমি সবাইকে এটা বলতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকের দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা

বাবার এমন পুরস্কারপ্রাপ্তিতে

গর্বিত ছেলে শুভদীপ সরকার।

চকচকা থেকে এদিন শুভদীপ বলেন,

'কাজের জন্য বাবা বছরের অধিকাংশ

উচিত। সবার উপরে দেশের সেবা।

জীবনকৃষ্ণ সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ

ছেলে হিসাবে আমি খুব্ই গ্রিত।

সহমত হয়নি সব জেলা

মেডেল পাওয়ার পর শুক্রবার

দিল্লি থেকে জীবনকৃষ্ণ বলেন, 'এই

পুরস্কার পেয়ে খুবই গর্বিত এবং

অবসরগ্রহণ করেন।

৬২টি বিভাগীয় পরস্কার। ৪২ বছর

পর চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল তিনি

কোচবিহার, ২৩ মে : রাষ্ট্রপতি সফলভাবে কর্মজীবন কাটানোর দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা

২৩ মে

বার অ্যাসোসিয়েশন।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ আমরা চাই না। উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়েই স্থায়ী পরিকাঠামোতে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ চাই। বর্তমানে অস্থায়ী পরিকাঠামোয়

সমর্থন জানাচ্ছ।

আমরা উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার স্বার্থে স্থায়ী বেঞ্চ চাই। জলপাইগুডি বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবিকে পূর্ণ

অ্যাসোসিয়েশনের থেকে অন্যান্য বার

আসেসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা

জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা

বার অ্যাসোসিয়েশন। জেলা বারের

সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার

'শিলিগুড়ি,

বলেন,

আবদল জলিল আহমেদ সভাপতি, কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন

নয়া দার্জিলিং

প্রথম পাতার পর

সাহেবলুং কামেই।

এর আগে থাকাকালীন প্রাতর্ভ্রমণে লেবংয়ের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে 'এদিকেও শহরটা বাডতে পারে' বলে মন্তব্য করেছিলেন। সদ্য সমাপ্ত শিলিগুড়ি সফরে প্রতিটি সভা থেকে নয়া দার্জিলিং গডার প্রসঙ্গ টেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। যানজটে অবরুদ্ধ হচ্ছে রাস্তাঘাট। তাই নতুন দার্জিলিং তৈরির জন্য আমি অনীতদের (অনীত থাপা) এখনই পদক্ষেপ করতে বলব। জিটিএ, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন বসে একটা রুটম্যাপ ঠিক করুক।

এরপরেই সক্রিয় হন অনীত। দার্জিলিং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দুরে রঙ্গারুন চা বাগান এলাকায় নতন উপনগরী তৈরির কথা প্রাথমিকভাবে ভাবা হয়েছে। রয়েছে সেখানে প্রচুর হোমস্টে, কটেজ তৈরির পরিকল্পনা। চারদিকে চা বাগানে ঘেরা এই অঞ্চলে উপনগরী তৈরি হলে দার্জিলিংয়ের ভিড় অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতন গন্তব্য নিয়ে পর্যটকদের আগ্রহ বাড়বে স্বাভাবিকভাবে। আলোচনার মাধ্যমে ব্যবসায়ী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত নিতে খুব তাড়াতাড়ি জিটিএ'র তরফে একটি সভা ডাকা হবে, জানিয়েছেন জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক বছরের মধ্যে কোনও বহুজাতিক সংস্থাকে দিয়ে উপনগরী নির্মাণ শুরু হতে পারে। রাস্তাঘাট সহ বাকি পরিকাঠামো তৈরি করবে জিটিএ।

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি

সাতপাকের সাক্ষী

ওয়ালিমার মঞ্চ

রাষ্ট্র তো বসে থাকবে না। বিকল্প এই দলটির আমির শফিকর রহমান

স্পষ্ট হয়ে যায়, ইউনুসকে পদত্যাগ চর্চার মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায়

করতে দেবেন না তাঁর অনগতরা। সর্বদল বৈঠক ডাকতে অনরোধ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার করেছিলেন। শুক্রবার তিনি সরাসরি

বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের উপৈক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

'তাঁর

দেখছিল অদৃষ্ট। সংস্কৃতীর এক আত্মীয় শান্তারাম কাওয়াডে বললেন, 'ওই মুসলিম মুহূর্ত। পরিবার আমাদের বিপদের দিনে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা আজীবন মনে রাখব। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান না থাকলে এটা

মিলেমিশে একাকার হতে হয়তো

বিয়ের পর অনুষ্ঠান যেন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। চার তুললেন, খাওয়াদাওয়া সারলেন, হাসলেন প্রাণভরে। দুই নবদম্পতির মেতে উঠতে পারে যেখানে।'

শাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ভাইরাল এক ছাদের নীচে দুই বিশ্বাস ছবি যেন কোনও বার্তা দিতে চাইছে। চুপ করিয়ে দিচ্ছে একে অপরের প্রতি বিষোদগার করা মৌলবাদীদের। শব্দের থেকেও শক্তিশালী সেই

মহসিনের কাজি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। তাঁর কথায়, 'সংস্ক্রতী আমার মেয়ের মতোই। যেন মনে হচ্ছিল নিজের কন্যার বিয়ে হচ্ছে মঞ্চে।' সংস্ক্রুতীর বাবা চেতনের গলাতেও সম্প্রীতির সুর, 'এটাই পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে ফোটো আমার দেশ। আমার ভারতবর্ষ। দুই ধর্মের দুই পরিবার একসঙ্গে আনন্দে

অবাঞ্জিত এহসান-উর-রহিমকে ঘোষণা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ভারত। দানিশ নামে পরিচিত ওই

কুটনীতিকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে। প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থান সফরের দিন আবার জানা গেল, নেপালি বংশোদ্ভত এক পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে একটা বড় নাশকতা ভেস্তে দেওয়া গিয়েছিল। আনরারুল মিয়ান আনসারি নামে ওই গুপ্তচর কিন্তু ধরা পড়েছিল অন্তত দ'মাস আগে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাঁচিতে আখলাক আজম নামে অপর একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই পুরোনো ঘটনাগুলি সামনে আনা

কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে ৪০ জন জঙ্গিকে যে ভারতে অনপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, সেই খবর

হল এতদিনে।

দূতাবাসের দ্বিতীয় কূটনীতিক সংবাদমাধ্যমকে জানালেন। ইতিমধ্যে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচারের পোস্টারে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধবিমানের পাইলটের বেশে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি। যুদ্ধের আবহই বটে। কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা শুনে কী করবেন আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের মান্য। রাজস্তান না হয় পাকিস্তান সীমান্তে। যুদ্ধ উত্তেজনার আঁচ নিত্য থাকে সেখানে। কিন্তু পাক সীমান্ত থেকে এতদুরে উত্তরবঙ্গে সেই আঁচ ততটা নেই। তাহলে হঠাৎ আলিপুরদুয়ার কিংবা উত্তরবঙ্গকে সেই আঁচে সেঁকার পিছনে কি তবে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের বঙ্গে সম্মানের পরীক্ষায় উতরানোর কৌশল? যে পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের মাটি। লোকসভার ফল যত ভালোই হোক, যে মাটিতে বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মের ফলন উৎকৃষ্ট নয়, মোটামুটি।

উত্তরের আট জেলার ৫৪ আসনের মধ্যে ২০২১-এর ভোটে ২৫টি বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছিল।

এতদিনে বিএসএফের এক ডিআইজি কিন্তু সেই ফল ধরে রাখা যায়নি। ভ্রম হয়। নীরজ জিম্বার তৎপরতা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান তার চেয়ে কম সেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালই ঘাসফুলের জমিতে ঝাঁপ দিয়েছেন। তাছাড়া পদ্মপুকুরের যত্নআত্তি করার লোকের বড় অভাব। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে ভেবে দেখতে হয়, গোপাল সাহা কোন কেন্দ্রের বিধায়ক! আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, জুয়েল মুর্মু, কৌশিক রায়, বুধরাই টুডু প্রমুখকে কোথাও দেখেন? আন্দোলন দূরের কথা, কোনও

কর্মসূচিতে? এঁরা সবাই বিজেপি বিধায়ক। শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর নামডাক আছে। কিন্তু তাঁকে ইংরেজবাজারে দেখা যায় না। নিখোঁজ পোস্টার পড়ে। শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি লেখায় কিংবা দরবার করায় সক্রিয় বটে। কিন্তু আন্দোলন করতে গেলে দল তাঁর পিছন টেনে ধরে। পাহাডের বিপি বজগাইন তো আবার

মোদি যেখানে জনসভা করবেন, কেউ টের পান? কিন্তু উত্তরবঙ্গ মুখ ফেরালে পদ্ম ফলনে সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা। তার ওপর উত্তরবঙ্গে সমস্যার শেষ নেই। আলিপুরদুয়ার চা বলয়ের প্রাণকেন্দ্র। সংকটে চা শিল্প। মজুরি এত কম যে, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে অনেক চা শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন বেশি পারিশ্রমিক রোজগারে। মালদা থেকে কোচবিহার- গ্রাম উজাড় করে বেকাররা এখন অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। জলপাইগুড়ির চা নিলামকেন্দ্রের উদ্বোধন আজ হচ্ছে, কাল হচ্ছে বলে ঝুলে আছে।

গত এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উন্নয়নের দিশা. আন্দৌলনের ডাক পরের কথা, এমন কিছু বললেন না, যা সংবাদ শিরোনাম হয়। তাঁর দুটি কর্মসূচিই ছিল তিরঙ্গা যাত্রা। সেই যুদ্ধের তাপ ছড়ানো আর কী! জঙ্গি দমন নিঃসন্দেহে গুরুদায়িত্ব বিজেপি বিধায়ক কি না, মাঝেমধ্যে রাষ্ট্রের সরকারের। কিন্তু কর্মসংস্থান,

গুরুত্বপূর্ণ তো নয়। তবে যুদ্ধের তাপ উসকে উঠলে জীবন-জীবিকা-খিদের মখে তালা লাগিয়ে দেওয়া যায় বৈকি। তণমলের ওপর রুষ্ট মান্য ফি বছর ইভিএমে পদ্ম ছাপে বোতাম টেপেন। কিন্তু তৃণমূল বিরোধিতার হাওয়ায় ভোটে জিতে উত্তববঙ্গে বিজেপিব এত সংখ্যার জনপ্রতিনিধিরা করেনটা কী? রাজবংশী জাতিসত্তা উসকে দিয়ে যে ফায়দা বিজেপি তুলেছিল ২০১৪ সালে, তা ক্রমশ ফিকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত না করে বাগানে বাগানে হনুমান মন্দির, রাম মন্দির গড়ে আদিবাসী সমর্থন আদায়ের তাৎক্ষণিক লাভের গুড়ে এখন পিঁপড়ে ধরেছে।

সাংগঠনিক খামতি. জনপ্রতিনিধিদের অপদার্থতা ইত্যাদি সব ঢেকে রাখতে আপাতত তাহলে যুদ্ধের দামামাই অস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। মোদির আলিপুরদুয়ার সফর তাহলে সেই কারণেই?



জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারে তোলা ছবি।



বাবা এলে মা আর আমি বাড়িতে আমি দেশের জন্য যা করেছি, তা মন ফলে বাবাকে খুব বেশি আমি কাছে তাঁকে সংবর্ধনা দেব।'

> সেবকের কাছে রেললাইনের

> > মাটি ধসল

মে : বুধবার গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টিতে

বাগ্রাকোট ও সেবকের মধ্যে চান্দা

কোম্পানি এলাকায় রেললাইনের

তলার মাটি ধসে গেল। দায়িত্বে থাকা

ট্র্যাকম্যানের নজরে আসায় তিনি

সঙ্গে সঙ্গে বাগ্রাকোট স্টেশনে খবর

দিলে দু'দিকের ট্রেন চলাচল বন্ধ

করে দেওয়া হয়। রাত দুটো নাগাদ

মাটি ধসে যাওয়ার কথা জানার পরই

দ্রুত লাইন মেরামতির কাজ শুরু

হয়। রাত ৩টে থেকে বৃহস্পতিবার

ভোর ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত মেরামতির

পর ওই লাইনে আবার ট্রেন চলাচল

শুরু হয়। প্রাক বর্ষাতেই সেবক দিয়ে

লাইনের এমন অবস্থা হওয়ায় ভরা

কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বের পরিচয়

বষয়ে পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

দেওয়ায় ট্র্যাকম্যান দীপঙ্করকে

শুক্রবার বিকেলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের

তরফে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর হাতে

পুরস্কার তুলে দেন এডিআরএম

যাওয়া

আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২৩

নজর টানছে বেগুনফুলি

তুফানগঞ্জ, ২৩ মে : পাকা আমের গন্ধে ম-ম করছে তুফানগঞ্জ। গরম পডতেই শহরের ফলপট্রিতে দেখা মিলেছে বিভিন্ন আমের। গন্ধের টানে হাতিয়ে হাতিয়ে তা কিনেও ফেলছেন আমজনতা। রানিরহাট ফলপট্টিতে খোঁজ নিতেই দেখা গেল, ফলের দোকানগুলিতে আমের রাজত্ব চলছে। তার মধ্যে ভারতের বেগুনফলি. গোলাপখাস, পাকুরম্যান আমও রয়েছে। বেগুনফুলি অন্ধ্রপ্রদেশের আম। জমাট শাঁস। ভালোভাবে পাকলে কেটে ঠাণ্ডা করে কাঁটা চামচে খেতে খুবই ভালো! টক-মিষ্টির এক কম্বাইন্ড চনমনে স্বাদ। এমন স্বাদ সাধারণত অতি মিষ্টি বাংলার আমে থাকে না। আর আন্তজাতিক ফল বাজারে খব মিষ্টি আমকে খুব একটা তোল্লা দেওয়া হয় না। তাই এই আমের চাহিদাও বেশ ভালো।

ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, প্রতিবছর গরমের সময় আমের চাহিদা থাকে তঙ্গে। বিশেষ করে ল্যাংড়া ও লক্ষণভোগ। কিন্তু মালদার আম বাজারে আসতে প্রতিবারই কিছুটা দেরি হয়। তাই মালদার আম এখনও না মিললেও চেন্নাইয়ের আমই আপাতত ভরসা। এর মধ্যে কৃষ্ণনগরের হিমসাগর আম বাজারে আসা শুরু হয়েছে। এককথায় ষষ্ঠীর সময় জামাইয়ের পাতে মালদার আম পড়তে চলেছে।

ফল ব্যবসায়ী রঞ্জিত দাসের কথায়, 'পাকুরম্যান ৮০ টাকা কেজি দরে, বেগুনফুলি ও গোলাপখাস ৯০



তুফানগঞ্জের ফলপট্টিতে মনপসন্দ আম বাছাই। -সংবাদচিত্র

- বেগুনফুলি অন্ধ্রপ্রদেশের আম, এতে জমাট শাঁস থাকে
- পাকলে কেটে ঠাণ্ডা করে কাঁটা চামচে খেতে খুবই
- এরকম টক-মিষ্টির

টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।' অপর ফল ব্যবসায়ী বিপ্লব বর্মন বলেন, 'এ সময় তাই নতন ফল হিসেবে আমের চাহিদা রয়েছে। আমের দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাই মালদার আম না এলেও চেন্নাইয়ের আমেই

কম্বাইন্ড চনমনে স্বাদ বাংলার আমে থাকে না

 আন্তজাতিক বাজারে খুব মিষ্টি আমের কদর কম বরং চাহিদা ভালো এই আমের

এদিকে, কেরলে সবার আগে

মজেছেন তুফানগঞ্জবাসী।'

তফানগঞ্জের বাসিন্দা দীপক মজুমদার বলেন, 'আম বরাবরই প্রিয় ফল, তবে মালদার আমের চাইতে ভালো আম কিছু হয় না। তাই চেন্নাইয়ের আম বাড়িতে আনলেও তাতে মনের সাধ মেটেনি অগত্যা অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। এদিন ছেলেকে দাঁড় করিয়ে গন্ধ শুঁকে আম দেখছিলেন নাককাটি গাছ এলাকার সুকুমার দাস। জানালেন, বেদানা কিনতে বাজারে ঢুকলেও আম দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। তবে মালদার আম এখনও বাজারে ঢোকেনি। মরশুমের প্রথম ফল বলে কথা। তবে ছেলের আবদারে বাধ্য হয়ে গোলাপখাস

চায়। এই প্রবণতা ইদানীং বেড়েছে।

কোচবিহার

আবর্জনায় দৃশ্য দূষণ

কোচবিহার, ২৩ মে

নিয়মিত আবর্জনা জমে থাকছে বৈরাগীদিঘির পশ্চিম দিকের দেওয়ালের পাশে। বিশ্ব সিংহ রোডের এই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে এই আবর্জনার স্তপ। স্তপের পাশে দাঁডিয়ে রয়েছে সার সার গাড়ি। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এই অংশটি কোনওভাবে পরিষ্কার বাখা যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় সঞ্জিত পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।



আবর্জনা জমে রয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।' বৈরাগীদিঘি এবং মদনমোহনবাডির সামনে জমে থাকা এই আবর্জনার স্তুপ স্বাভাবিকভাবে দৃশ্য দূষণ ঘটাচ্ছে এবিষয়ে পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর (ইনচার্জ) সৌরভ এলাকাবাসীর। কে বা কারা এসে চক্রবর্তী জানান, দু'একদিনের এই জায়গায় ময়লা ফেলছে তা মধ্যে ওই এলাকার আবর্জনা

শিশুদের স্কুল লাগোয়া নৰ্দমা ঘিরে শঙ্কা বাড়ছে

মেখলিগঞ্জ

মেখলিগঞ্জ, ২৩ মে : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মহকুমা হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকৈ রামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন এলাকার নিকাশিনালাগুলি আবর্জনা দিয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। এই এলাকায় রয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠ। ফলে প্রচুর শিশুরা নিয়মিত এই এলাকায় যাতায়াত করে। নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা শিবা সাহা বলেন, 'সামনে বর্ষা আসছে। নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার না করা হলে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়াতে পারে।' এলাকায় অনেক হোটেল ও যদিও নিকাশিনালাগুলি ফের খাবারের দোকান রয়েছে। কিন্তু প্রিষ্কার করে দেওয়ার আশ্বাস পুরসভার পক্ষ থেকে এলাকায় দিয়েছেন তিনি।



হয়নি। ফলে এই সব দোকানের আবর্জনা নিকাশিনালায় ফেলা হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা বর্মন বলেন, 'নিকাশিনালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী নিয়মিত সব আবর্জনা নিকাশিনালায় ফেলছে।'

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ এবং শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

বাসের দ

মেখলিগঞ্জ, ২৩ মে : মেখলিগঞ্জ বাস পরিষেবার জোরালো দাবি উঠছে। বর্তমানে হলদিবাড়ির শতাধিক মানুষ রোজ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য হাসপাতাল কিংবা প্রশাসনিক কাজের জন্য মহকুমা শাসকের দপ্তরে বা আইনি প্রয়োজনে আদালতে আসেন। কিন্তু এখনও এই রুটে বাস পরিষেবা সেইভাবে চালু না হওয়ায় রোজ ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মান্যকে।

এনবিএসটিসি ও বেসরকারি পরিবহণের হাতেগোনা দু'একটি বাস মেখলিগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি ও করা হবে।

ও হলদিবাড়ির মাঝে এনবিএসটিসি-র হলদিবাড়ি চলাচল করে। এছাড়া সাধারণত টোটোর ওপর নির্ভর করে এই ১৪ কিমি পথ সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বলেন, 'সম্পূর্ণভাবে টোটোর ওপর নির্ভর করেই যাতায়াত করতে হয়।' স্বাধীন দাস বলেন, 'বাস পরিষেবা থাকলেও তা দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে পাওয়া যায়। এনবিএসটিসির বাস হলে দই শহরে সাধারণ মানষের খুব উপকার হত।' এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান

রাস্তা সংস্কার নিয়ে টানাটানি

দপ্তরের টানাপোড়েনে কোচবিহার সাগরদিঘির পশ্চিম দিকের পেভার্স ব্লকের রাস্তার সংস্কার হচ্ছে না। অনেকদিন ধরে এভাবেই পড়ে আছে বলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আনুমানিক চার ফুট দীর্ঘ পেভার্স ব্লকের রাস্তা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্যায় পড়ছেন পথচারীরা। গত বছর নভেম্বর মাসে প্রসভার জলের একটি লাইন ফেটে যাওয়ায় সেটি ঠিক করার জন্য পেভার্স ব্লকের রাস্তার ওই অংশটি খুঁড়তে হয়। পরবর্তীতে জলের লাহন াঠক হলেও ওই ভাঙা অংশটি পুরসভা ওভাবেই রেখে দিয়েছে বলৈ অভিযোগ।

জেলা শাসকের দপ্তরের দিকে সন্ধের পর পর্যপ্তি আলো থাকে না। ফলে অন্ধকারে ওই ভাঙা এমন অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন পৌলোমী চট্টোপাধ্যায় ও অভিষিক্তা

যাচ্ছিলেন একজন। বললেন, 'এই তো সবে তৈরি হল। এখনই এই অবস্থা!' তাঁদের প্রশ্ন, 'পুরসভা

জানালেন পুরসভার কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার যারা পেভার্স ব্লকের কাজ করেছে,



কোচবিহার, ২৩ মে : দুই এসব ঠিক করে না কেন?' এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সেটা তারাই ঠিক করে দেবে। সাগরদিঘির চত্বরের সৌন্দর্যায়নের

রয়েছে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এমইডি'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অভিনন্দন দিন্দা বললেন, 'আমরা সাগরদিঘির পাড়ের ফুটপাথ এবং ডলটোদকের পেভাস ব্লক সবাকছহ ঠিকমতন করে দিয়েছিলাম। এবার পেভার্স ব্লক খুঁড়ে কোনও কাজ যে দপ্তর করবে পরবর্তীতে সেখানটা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের উপরে বর্তায়।' এই দুই দপ্তরের অংশে অনেকেই হোঁচট খান। মধ্যে দড়ি টানাটানিতে সমস্যায় পড়ছেন কোচবিহারের সাধারণ



এই ভাঙা রাস্তা সংস্কার নিয়েই টানাপোড়েন চলছে। -সংবাদচিত্র

আম পাকে। এরপর একে একে দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যে আম পাকতে থাকে। তাই দক্ষিণ ভারতের আমই বাংলার বাজার দখল করতে

ও নেগেটিভ ■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ

■ কোচবিহার হেরিটেজ

নাট্যমেলার তৃতীয় দিনে রবীন্দ্র ভবনে সন্ধ্যায় নৈহাটি ব্রাত্যজন প্রয়োজিত নাটক

দুপুর তিনটে থেকে আচার্য

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের

এবং অরুণেশ ঘোষ স্মারক

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ

উচ্চবিদ্যালয়ের সভাগৃহে

গ্রন্থপ্রকাশ ও সাংস্কৃতিক

তুফানগঞ্জ নিউ প্রগতি

সংঘের নারীশক্তি বাহিনীর

সামনে বিকেল ৩টায় রবীন্দ্র

জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক

🧷 ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

🔳 এমজেএন মেডিকেল

কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ

এ নেগেটিভ

বি পজিটিভ

বি নেগেটিভ

এবি পজিটিভ

এবি নেগেটিভ

ও পজিটিভ

জরুর তথ্য

তরফে বিডিও অফিসের

বিকাল ৪.৩০ মিনিটে নতুন

গোল্লাছুট পত্ৰিকা আয়োজিত

হলঘরে সম্মাননা প্রদান

'আনন্দ'।

বক্তৃতা।

অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠান।

এবি পজিটিভ এবি নেগেটিভ ও পজিটিভ

ও নেগেটিভ ■ দিনহাটা মহকুমা

হাসপাতাল এ পজিটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ ও পজিটিভ

ও নেগেটিভ

স্কুলের মাঠে আলো দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২৩মে: মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলে সীমানা প্রাচীরের পাশে আলোর ব্যবস্থা নেই। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যা নামতেই এলাকার কিছু তরুণ স্কুলের মাঠে নেশার আসর বসাচ্ছে। মদের খালি বোতল সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকছে। এর ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'সন্ধ্যা নামতেই চত্বরটি অন্ধকারে ডবে যাচ্ছে। সেই সুযোগে কিছু তরুণ সেখানে গিয়ে নেশার আড্ডা বসাচ্ছে।' পুরসভা আলোর ব্যবস্থা করে হাইমাস্ট লাইট বসালে সমস্যা মিটবে বলে সাদ্দামদের মতো অনেকেরই বিশ্বাস। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনী বলৈন, 'এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। আলোর ব্যবস্থাও হবে।'

মিষ্টি খেয়ে ক্যাশ নিয়ে চম্পট দিল দুই চোর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৩ মে : তখন গভীর রাত। তালাবন্ধ মিষ্টির দোকানে ঢুকল দুই দুষ্কতী। নগদ টাকা বা মূল্যবান কোনওকিছুর দিকে না গিয়ে ফ্রিজ খুলে তারা টপাটপ মুখে ফেলতে লাগল রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ। পেটপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে গলায় ঢালল ঠান্ডা পানীয়। সবশেষে ক্যাশ থেকে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল। দিনহাটা স্টেশন রোড সংলগ্ন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মিষ্টির দোকানে এহেন চুরি নিয়ে শহরজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মিষ্টি খাওয়ার দৃশ্য

ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। শুক্রবার সকালে ব্যবসায়ী তারাপদ সাহা প্রতিবেশী দোকানদারদের থেকে ফোন মারফত

জানলা ভাঙা রয়েছে। এরপর থেকে প্রায় ১৫ হাজার টাকা খোয়া দোকানে এসে শাটার খুলতেই



জানলার শিক ভেঙে এই পথেই আসে চোর। -সংবাদচিত্র

দোকানের সব জিনিস এলোমেলো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তারাপদর কথায়, 'এদিন দোকানে ঢুকেই দেখি দোকানে সুব্কিছু এলোমেলো, ফ্রিজে থাকা মিষ্টির অধিকাংশ নেই। এছাড়া

পারেন, তাঁর দোকানের ঠান্ডা পানীয়ের বোতল শেষ, ক্যাশ গিয়েছে, দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। খতিয়ে দেখা হয় সিসিটিভি ফুটেজ। দিনহাটা থানার এক আধিকারিকের কথায়, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।' স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ দে'র কথায়, 'সিসিটিভি ফুটেজে দুজন অপরিচিতকে দেখা গিয়েছে। যেভাবে একেবারে মূল রাস্তার ধারে চুরির ঘটনা ঘটেছে তা ব্যবসায়ীদের জন্য চিন্তার বিষয়।'

তবে এলাকাবাসীদের সরস সংযোজন, এই রকম ভোজনরসিক চোর তাঁরা আগে কখনও

মেখলিগঞ্জ পুরসভায় বাড়ছে ক্ষোভ

বযার আগে নালা সংস্কারের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২৩ মে : এখনও টানা বর্ষণ শুরু হয়নি। বর্ষার আগে বিভিন্ন ওয়ার্ডের নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা করার দাবি উঠছে মেখলিগঞ্জে। মেখলিগঞ্জ পুরসভা ৯টি ওয়ার্ডবিশিষ্ট। মেখলিগঞ্জে প্রথম পুর বোর্ড গঠনের ৩২ বছর হতে চললেও পুরসভায় এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যার সম্পূর্ণভাবে সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল নিকাশি ব্যবস্থা। বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময়ে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশিনালা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ৭ নম্বর ওয়ার্ড বাদে অন্য ওয়ার্ডগুলিতে এখনও নিকাশিনালা নির্মাণ প্রয়োজন।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে অবশ্য জমিজটকে নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা করার কাজে প্রধান প্রতিকূলতা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি. এখন থেকে যদি নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা না করা হয়, তবে ভরা বর্ষায় সমস্যায় পড়তে হবে।

শহরের বাসিন্দা হারাধন সূত্রধরের কথায়, 'শহরের একটি ওয়ার্ড বাদে কমবেশি সব ওয়ার্ডেই নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ভারী বষয়ি জল ঢুকলে তখন আর কিছু করার থাকবে না। তাই বর্ষার আঁগে নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা

চেয়ারম্যান তথা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রভাত পাটনি বলেন.



সতি নদীর জল ঢুকেছে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। গত বর্ষায় তোলা ফাইল ছবি।

সমস্যা কোথায়

- মেখলিগঞ্জে প্রথম পুর বোর্ড গঠনের ৩২ বছর হয়ে গেলেও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল একাধিক ওয়ার্ডে
- 🔳 ৭ নম্বর ওয়ার্ড বাদে অন্য ওয়ার্ডগুলিতে এখনই নিকাশিনালা নিমাণ প্রয়োজন
- জমিজটের কারণেই নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা পুরোপুরি মেটানো যাচ্ছে না বলে দাবি পুর কতৃপক্ষের

'নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে মাস্টার প্ল্যান করার কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই অর্থ মঞ্জরের জন্য তা আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠাব। এটা করতে পারলেই ভবিষ্যতে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা আর থাকবে না বলে আশা করছি। সুতি নদীকে মাথায় রেখেই তা করা হচ্ছে। জমিজটের কারণে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা পুরোপুরি

মেটানো যাচ্ছে না।'

চান শহরবাসী।

পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ মঠের পেছনের এলাকা। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নুপেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবের সংলগ্ন অংশে, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি পিটিটিআই সংলগ্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা না থাকায় প্রতি বছর ভারী বর্ষায় বসতবাড়িতে জল ঢোকে। রাস্তাঘাট জলে থইথই করে। স্বাভাবিকভাবে চলাচলের সমস্যা সহ জমা জল থেকে অসুখবিসুখ ছড়ানোর দুশ্চিন্তা মানুষের মধ্যে থেকে যায়। তাই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান

নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা দেবজ্যোতি ধরের বক্তব্য, 'বর্ষায় জল জমে থাকা, চলাচলের সমস্যা থেকে শুরু করে জমা জল থেকে বিভিন্ন রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। প্রথম থেকেই শহরের নিকাশি ব্যবস্থা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে তাই নিকাশিনালায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়া, জল উলটো দিকে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়।

কোচবিহার ব্যুরো

২৩ মে : কোচবিহারের রাজকন্যা তথা জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবীর ১০৭তম জন্মদিবস শ্রদ্ধা সহকারে পালিত হল। শুক্রবার সংগঠনের রাজবাডির গেটের সামনে দিনটি উদযাপন করা হয়। সেখানে

প্রতিকৃতিতে ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। অপর্নিকে, দি কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ট্রাস্টের তুফানগঞ্জ নুপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলেও দিনটি পালন করা হয়।

প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান ট্রাস্টের সভাপতি কুমার

এছাডাও উপস্থিত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। ট্রাস্টের সম্পাদক কুমার বিরাজেন্দ্রনারায়ণ





সূচি অনুযায়ী আসার আগেই উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষা কড়া নাড়ছে। বদলে যাঙ্গে তার চরিত্র, তাকে ঘিরে আমাদের সমস্ত অনুভূতিও। বর্ষার এই বদলে চলা ছবিকে নিয়েই এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

> প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, দেবদূত ঘোষঠাকুর ও রঙ্গন রায় ছোটগল্প শুভুময় সরকার ও জয়দেব সাহা ফুড রগ শুভ সরকার

কবিতা মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সরকার,

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, বিভা দাস ও ছবি ধর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

অপে का रा

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মে : জল্পনার আজ শেষবেলা। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার।

তারপরই দেড়টায় মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। ২০ জন থেকে লিডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে প্রবল আগ্রহ। যার নেপথ্যে দুইটি নাম, বিরাট কোহলি ও রোহিত 'রোকো' জুটির অবসরের পর বিলেতের মাটিতেই প্রথমবার টেস্ট খেলতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ফলে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। শুধু তাই নয়, রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। যদিও ভারতীয় টেস্ট দলের নয়া নেতার দৌডে সবার আগে শুভমান গিল। মনে করা হচ্ছে, তাঁর অধিনায়ক হওয়া নেহাতই সময়ের অপেক্ষা। যদিও শেষবেলায় জসপ্রীত বুমরাহ সমানে টক্কর দিয়ে চলেছেন শুভমানকে। সমস্যা একটাই, চোটপ্রবণ বুমরাহ পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে পারবেন কি না, সেটা কারোর জানা নেই। তাই বুমরাহ বনাম

শুভমান লড়াই এখন তুঙ্গে। রোহিত-বিরাটের অবসরের পর যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন, চার নম্বরে কে ব্যাট করবেন- এমন নানা বিষয় নিয়েও

রয়েছে আগ্রহ। কাল ইংল্যান্ড সফরের দল ঘোষণার পরই হয়তো ছবিটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে লন্ডনের বিমানে ওঠার দৌড়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে তৈরি রয়েছে তুমুল ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি অংশের দাবি, সামি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন না। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর থেকে কোনও টেস্ট খেলেননি সামি। ফিট হয়ে মাঠে ফেরার পর টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়ার আগে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছিলেন সামি। কিন্তু সেটা কি সামির ফিটনেসের অবস্থান

প্রশ্

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী

ওপেনার ও চার নম্বর ব্যাটার।

সংশয়

বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলার

পরও মহম্মদ সামির ফিটনেস।

জসপ্রীত বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ,

হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা।

আজ মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা 🗷 অনিশ্চিত সামি ফিট সামিকে পাওয়া যাবে কি না, স্পষ্ট নয়। বুমরাহর জন্যও একই

বলতে হবে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট যদি বুমরাহর জন্য একটা ফ্যাক্টর হয়, তাহলে সামির

> অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা।

নিশ্চিত উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় ঋষভ পন্থ ও

ধ্রুব জুরেল।

বাঁহাতি জোরে বোলার হিসেবে অর্শদীপ সিং।

বোঝার জন্য যথেষ্ট? জল্পনা চলছে। জন্যও সেটা থাকবে। রাতের দিকে জাতীয় নিবাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মম্বই থেকে বলছিলেন, 'সামির ফিটনেস नित्य (थाँयांभा तत्यत्ह। देश्नात्छ

সামি শেষপর্যন্ত লন্ডনের বিমানে না উঠলে নিশ্চিতভাবেই ধাকা খাবে টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিং শক্তি। যদিও বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, পাঁচ টেস্টের সিরিজে পুরো সময় আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের

ইংল্যান্ড সিরিজের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। অলরাউন্ডার হিসেবে শার্দল ঠাকরও থাকবেন দলে। প্রয়োজনে তিন বা চার নম্বর পেসারের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে সামিকে ইংল্যান্ড সফরের দলে না রাখা হলে অভিজ্ঞতার বিচারে ভারতীয় দলের বোলিং শক্তি কমতে বাধ্য।বোলিংয়ের পাশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, লিডসে প্রথম টেস্টে জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের ওপেন করার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁকেই বিলেত সফরে রোহিতের পরিবর্ত ওপেনার হিসেবে ভাবা হচ্ছে।

শুভমান গিলের জমানায় ঋষভ পস্থের ভূমিকা কী হবে?

জানতে শনিবার চোখ থাকবে মুম্বইয়ে দল নির্বাচনি বৈঠকে

লোকেশ যদি যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে দলের মিডল অর্ডারের ছবিটা কেমন হবে? হবু অধিনায়ক শুভমান তিন নাকি চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন? স্বপ্নের ফর্মে থাকা বি সাই সুদর্শনকে কি তিন নম্বর জায়গা ছেড়ে দেবেন শুভমান? কোহলির ফেলে যাওয়া দলকে? করুণ নায়ার, শ্রেয়স আইয়ারদের (সম্ভাবনা কম) মতো বেশ কিছু নাম ভাসছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। কিন্ত কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চিতভাবেই জাদেজা অলরাউন্ভার হিসেবে থাকছেন উইকেটকিপার জোড়া ব্যাটার হিসেবে ঋষভ পন্থ ও निराउ সন্দেহ জরেলকে ধ্রুব নেই। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবের ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা প্রায় নিশ্চিত। রাতের দিকের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নিবাচিক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার একজন বাঁহাতি জোরে বোলার বিলেত সফরে নিয়ে যেতে চাইছেন। অর্শদীপ সিংয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে স্কোয়াডে ঢুকে পড়ার।

ভারতীয় দলের ছবিটা যেমনই হোক না কেন, রোহিত-বিরাট পরবর্তী পর্বে 'নয়া' ভারতের বোধন শনিবারই হয়ে যাচ্ছে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে

কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২

সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে।



লর্ডসে নামার সময় মনে

সোরভের কথা

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ছুটি প্রায় শেষ। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা হয়ে রিচা ঘোষ পৌঁছে যাবেন বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে। সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবেন। তারপরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশের মাটিতে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। বাস্ত ক্রিকেট সচির মধ্যে মাসপাঁচেক হয়তো বাড়ি ফেরাই হবে না। তাই ব্যাগ গোছানোর সঙ্গে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে পরিবার ও চেনাপরিচিতদের আবদার রক্ষা করে যেতে হচ্ছে রিচাকে। এর মধ্যেই তিনি সময় করে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন। যেখানে উঠে এসেছে লর্ডস নিয়ে তাঁর নস্টালজিয়ার কথা। জানিয়েছেন, ১৯ জুলাই লর্ডসে সিরিজের চতুর্থ টি২০ ম্যাচ খেলতে নামার সময় তাঁর মনে পড়বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা।

লর্ডস আবেগ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে। আমাদের ড্রেসিংরুমেও লর্ডস নিয়ে কথা শুনেছি। এর আগে ইংল্যান্ডে গেলেও জাতীয় দলের হয়ে লর্ডসে নামা হয়নি। তবে দ্য হান্ড্রেডে খেলার সময় লর্ডসে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনই ওখানকার পরিবেশ, লর্ডসের অনার্স বোর্ড আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

অনার্স বোর্ডে নাম না, সেই রকম কোনও পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি না। ওপর নির্ভর করতে হয়।

দেওয়া দায়িত্বপালনই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। আমি হার্ড হিটার ব্যাটার। স্বাভাবিকভাবেই বিগ হিট নেওয়ার দায়িত্ব থাকে আমার ওপর। তাই সেটা করার সঙ্গে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম উঠলে অসবিধা নেই। কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে দলের হার আমার সহ্য হবে না।

ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ

এটা আমার চতুর্থ ইংল্যান্ড সফর হতে চলেছে জাতীয় দলের হয়ে তৃতীয়। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি ওখানে বল একটু বেশি নড়াচড়া করে। কিন্তু পরিবেশ ও পিচের বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আমার রান পেতে সমস্যা হবে না। এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে দ্য হান্ড্রেডে খেলার জন্য ৯ বছর ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব সামলানো হিদার নাইট আমাকে প্রস্তাব দেওয়ায়।

অধরা বিশ্বকাপ

সিনিয়ার পর্যায়ে আমার পঞ্চম বিশ্বকাপ হতে চলেছে। একবার ট্রফি হাতে নেওয়ার ইচ্ছা তো আছেই। গোটা দলই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের মাটিতে খেলার অ্যাডভান্টেজ আমাদের সঙ্গে থাকছে।

ফিনিশিং সমস্যা

শেষ কয়েকটা বিশ্বকাপে কাছাকাছি পৌঁছেও ট্রফি আসেনি আমাদের। ম্যাচ সিমুলেশনে আমরা ফিনিশিং নিয়ে খাটছি। এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বোলার কে, সেদিন তাঁর ফর্ম কেমন চলছে, নিজে এবং পার্টনার কেমন ছন্দে রয়েছে - পরিকল্পনা তৈরিতে সবকিছুর

বড় সুযোগ বাকিদের জন্য, বলছেন গম্ভ



জন্য চলেছেন বিরাট কোহলি। লখনউয়ে শুক্রবার।

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের শূন্যস্থান পূরণের কাজটা কঠিন। কিন্তু সেটাই এখন চ্যালেঞ্জ। রোহিত-কোহলি জুটির অনুপস্থিতি দলের বাকিদের জন্য দুর্দন্তি সুযোগ।

রোহিত-বিরাটরা ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন কি না, সময় বলবে। তার আগে আমাদের সামনে রয়েছে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ।

একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন খেলা থেকে অবসর নেবে, সেটা একান্ডভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তকে সবসময়

রাত পোহালেই টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের দল ঘোষণা। শনিবার দুপুর দেড়টায় মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে 'নয়া' ভারতীয় দলের জন্ম হবে। সেই দলের কোচ হিসেবে আজ সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। সেই সাক্ষাৎকারে নরমে-গরমে গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার 'বস'। গম্ভীর বলেছেন, 'আমরা দুজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়া ইংল্যান্ডে খেলতে নামব। কাজটা হয়তো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, এমন পরিস্থিতি বাকিদের জন্য সুযোগ। বাকিরাও এবার এগিয়ে এসে

মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। । সফরের পরই দুই তারকা অবসর

বলুক, আমরা তোর।

বেঙ্গসরকারের

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা উত্তর পর্বে প্রথম টেস্ট

তাও একেবারে বিলেতের মাটিতে। ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তরুণ ভারতীয় দল কীভাবে চ্যালেঞ্জ সামলায়, আশা-আশঙ্কার দোলাচল। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই বিরাট-রোহিতদের অবসরের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ বেঙ্গসরকার।

বিদেশি লর্ডসে একমাত্র ব্যাটার হিসেবে টানা তিন টেস্টে শতরানের মালিকের মতে, ইংল্যান্ড

নেন। ইংল্যান্ড সফরে রোহিতকে ঘিরে টানাপোড়েন ছিল। এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, সম্ভাবনা উঁকি মার্নছিল। কয়েকদিনের মধ্যে অবাক করে একই পথে বিরাটও। দশ হাজার টেস্ট রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৭৭০ রান আগে থামার সিদ্ধান্ত নেন। বেঙ্গসরকারের কথায়, অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে বিরাট রোহিত সাফল্য পেয়েছেন। সেদিক থেকে দলের জন্য বড় ক্ষতি। তবে তারকার বিদায় সামনে সুযোগ এনে . फिरम्ब । আশাবাদী, বাকিরা তা কাজে

সম্ভাব্য বিকল্প কে বা কারা হতে চলেছে, সেই প্রসঙ্গে ঢুকতে নারাজ বেঙ্গসরঁকার। দায়িত্বটা ছাড*লে*ন নিবর্চিকদের ওপর। প্রাক্তনের যুক্তি, ঘরোয়া ক্রিকেটে কড়া নজর রয়েছে নিবাচকদের। তারাই এই ব্যাপারে কিছু বলা বা পদক্ষেপ করার পক্ষে উপযুক্ত। তবে শ্রেয়স আইয়ারের নামও ভাসিয়ে দিলেন। বেঙ্গসরকারের যুক্তি, শ্রেয়স ভালো ব্যাটার। অভিজ্ঞও। বিরাটদের শূন্যতা পূরণে মিডল অর্ডারে আদর্শ হতে পারে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক।

লাগাতে সমর্থ হবেন।

বিরাট-রোহিতদের শূন্যতা তৈরি হলেও বেঙ্গসরকারের বিশ্বাস, তরুণ ব্রিগেডের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার রসদ রয়েছে। প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে। টিম ইন্ডিয়ার সামনে ভালো সুযোগ থাকবে বিলেতের মাটিতে বিজয়পতাকা ওডানোর। তবে লক্ষ্যপূরণে প্রথম দুই টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ, গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করে দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের পাশাপাশি রাখছেন, ইংল্যান্ড সফরে নতুন তারকা জন্ম নেবে। ভারতীয় দল সফল হবে।

বাসরি সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধি রাফিনহার মাদ্রিদ, ২৩ মে : বার্সেলোনার

সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। ২০২৮ পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির হয়ে খেলবেন

চুক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পর রাফিনহা সাানয়েছেন, বাসাতেহ কেরিয়ার শেষ করতে চান। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের পরিবারকে সবসময় বলি, বাসাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চাই। চেষ্টা করব আগামীদিনে বাসরি জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার।' আসন্ন মরশুমে বার্সেলোনার পাঁচজন অধিনায়কের তালিকাতেও নাম রয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান তারকার। এই প্রসঙ্গে রাফিনহা বলেছেন, 'আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। যখন বাসায় যোগ দিয়েছিলাম, তখনকার তুলনায় এখন আমি অনেক পরিণত। আমার একটাই লক্ষ্য, এই ক্লাবের জার্সিতে আরও অনেক খেতাব জিততে চাই।'

সালে ২০২২ ইউনাইটেড থেকে ন্য ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন রাফিনহা। প্রথম দুই মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু চলতি মরশুমে বার্সেলোনার দুরস্ত সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারিগর রাফিনহা। এখনও পর্যন্ত ৫৬ ম্যাচে ৩৪ গোল ও ২৫টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। দলকে জিতিয়েছেন লা লিগা, কোপা ডেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ। ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল ও প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন রাফিনহা।



কেক খাইয়ে বৈভবকে সংবর্ধনা জানালেন বন্ধ, পরিবারের লোড

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: আইপিএলে সবার মন জিতে ঘরে ফেরা। ঘরের ছেলে বৈভব সূর্যবংশীর যে ঘরে ফেরাকে রঙিন করে রাখলেন তার ভক্তেরা। বিহারের তাজপরে নিজের গ্রামে ফেরা বৈভবকে ঘিরে কার্যত উৎসব। বন্ধুবান্ধব, গোটা গ্রামের লোক স্বাগত জানান তাঁদের ক্রিকেট নায়ককে। রাজস্থান রয়্যালস সেই মুহুর্তের ছবি পোস্ট করেছে সমাজমাধ্যমে।

এর মধ্যেই বিহার অনুধর্ব-১৯ দলে বৈভবের কোচ অশোক কুমার চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। জানান, আগামী ২ বছরের মধ্যে তাঁর ছাত্র ভারতীয় সিনিয়ার দলে খেলবে। বলেছেন, 'একার হাতে ম্যাচ জেতানোর মানসিকতা রয়েছে ওর মধ্যে। কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়, বিক্রম রাঠোর স্যরকে পাচ্ছে। গত তিন মাস ওঁদের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যা আরও এগিয়ে দেবে ওকে। আমার বিশ্বাস, ২ বছরের মধ্যে ভারতীয় টি২০ দলে

মোহনবাগানের নিবচিন হয়তো ২২ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : শনিবারই সম্ভবত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি জানাবে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের আসন্ন নির্বাচনের তারিখ। তার আগেই মোটামুটিভাবে যা

জানা যাচ্ছে তাতে ২২ জুন হতে পারে এই অতি আলোচিত নির্বাচন। আগেই অসীমকুমার রায় জানান, তাঁরা জুন মাসের দ্বিতীয় বা খুব দেরি হলে তৃতীয় সন্ত্রাহের মধ্যে নিবাচন সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। সেই অনুযায়ী ২২ জুন রবিবার দিনটিকেই বেছে নেওয়া হবে এই নির্বাচনের জন্য। ঐতিহ্যশালী টাউন হল বা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে কোনও একটির কথা ভাবা হলেও যা খবর তাতে হয়তো টাউন হলকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে। এবার সচিব দেবাশিস দত্ত এবং বিরোধী শিবির বলে পরিচিত সূঞ্জয় বসু গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচনি প্রচার ঘিরে চাপানউতোর তুঙ্গে। নির্বাচনের দিনক্ষণ জানানো হলে, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। আগামী ২ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র তোলা এবং ৩ তারিখ পর্যন্ত জমা করার সময়সীমা শনিবারই হয়তো ধার্য করবেন বিচারপতি।

এদিকে, শনিবার সিএবি পরিচালিত জেসি মুখার্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মাঝে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে

রোকোহীন ভারতীয় ক্রিকেট

এর আগে কখনও রোহিত-বিরাট নিয়ে মুখ খোলেননি টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। আজ প্রথমবার 'রোকো' জটিকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গম্ভীর বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন অবসর নেবে, এই ব্যাপারে কারও কিছু বলার থাকতেই পারে না। সিদ্ধান্ডটা একেবারেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুবাদে একজন ক্রিকেটার ভালোই বুঝতে পারে কখন থাঁমতে হবে।' মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে চোটের কারণে ভারতীয় দলে ছিলেন না জসপ্রীত বমরাহ। বাকিরা তাঁর শন্যস্থান পরণ করেছিলেন। টিম ইন্ডিয়াও সফল হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরেও তেমনই কিছু দেখার অপেক্ষায় কোচ গম্ভীর।

টেস্ট ছাড়লেও বিরাটরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি এখনও। 'রোকো' জুটি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নিধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান। কিন্তু চাইলেই কি তাঁরা পারবেন? স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দেননি কোচ গম্ভীর। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, '২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। সেটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।

দিলীপ বেঙ্গসরকার

নিতে পারত। রোকো-র সিদ্ধান্তে তিনি অবাক। এক সাক্ষাৎকারে বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ত্রদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওঁদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।'

কারণ ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে ভাবনাচিন্তাই করুক না কেন, ডুরান্ড কাপ দিয়েই শুরু হতে চলেছে আগামী মরশুম। ফলে এআইএফএফের দেওয়া ক্যালেন্ডারে করতে হচ্ছে রদবদল।

গত মরশুম থেকেই ফেডারেশন কর্তারা চেষ্টা করছেন ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ আবার ফিরিয়ে আনতে। তাঁদের ভাবনায় ছিল, এবার মরশুম শুরুই করা হবে এই ফেডারেশন কাপ দিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা সম্ভব হচ্ছে না কিছু রাজনৈতিক এবং সরকারি বাধ্যবাধকতায়। ডুরান্ড কাপই হবে প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট। যা আগে ১৮ জুলাই থেকে শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর উদ্বোধনের দিন পিছিয়ে সম্ভবত ২৩ তারিখ করা হচ্ছে।

বড় অনুষ্ঠান থাকে কলকাতায়। ফলে নেতা-মন্ত্রী তো বটেই, পুলিশ-প্রশাসনও এতে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু কলকাতাতেই উদ্বোধন, তাই তারপর একদিন বাদ দিয়ে ডরান্ড শুরু করার ভাবনায় আয়োজকরা। অগাস্টের ২২ কী ২৩ তারিখ শেষ হবে ডুরান্ড। ফেডারেশন এখন চেষ্টা করছে আইএসএল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু করিয়ে মাঝের সময়টা ফেডারেশন কাপ করাতে। আইএসএল কিছটা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নাকি এফএসডিএলকে অনুরোধও জানাবে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও থাকছে। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, কিছুতেই কোচেরা আইএসএল শুরুর আগে রাজি হবে না পরপর দুটি টুর্নামেন্ট খেলতে। একান্তই তাঁরা রাজি না হলে ফেডারেশন বা সুপার কাপ, যাই হোক না কেন, সেটা জানুয়ারির ফিফা আন্তজাতিক আছে। শুধুমাত্র ডুরান্ড দিয়ে মরশুম শুরু উইন্ডোতেই নিয়ে যাওয়া হবে।

সমস্যা অবশ্য এতেই থেমে থাকছে না। এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি-র টুর্নামেন্ট খেলবে। যার মধ্যে গোয়ার প্লে-অফ অগাস্টেই পডার কথা। তাই তারা ডুরান্ড কমিটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, গোয়ার গ্রুপ লিগের ম্যাচ যাতে ওই মাসের শুরুর দিকেই দিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কারণে যদি ফেডারেশন কাপ অগাস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় তাহলে গোয়া যোগ্যতা অর্জন করলে তাদের এবং মোহনবাগানের পক্ষে এই টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দেওয়াই সমস্যা হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলির জন্য। সবমিলিয়ে ক্যালেন্ডার নিয়ে সবটাই এখনও অবিন্যস্ত অবস্থায় পরিকল্পনা নিয়েছে আইএফএ।

করাটা নিশ্চিত। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। তারা সেমিফাইনালে ২-০ গোলে হারাল সাদান সমিতিকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও সন্ধ্যা মাইতি। অপর সেমিফাইনালে শ্রীভূমি এফসি মুখোমুখি হয়েছিল সুরুচি সংঘের। ৫৭ মিনিট পর্যন্ত খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। তারপর প্রবল বৃষ্টির কারণে আর খেলা হয়নি। অসম্পূর্ণ ম্যাচটি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনাল ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজন করার

শেষ চারে শ্রীকান্ত

লামপুর, ২৩ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে পুরুষদৈর সেমিফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার কোয়াটর্রি ফাইনালে তিনি ২৪-২২, ১৭-২১, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফ্রান্সের টোমা পোপোভকে। জয়ের পর শ্রীকান্ত বলেছেন, 'আমি অনেকদিন পর একটানা এত ম্যাচ জিতলাম। আশা করছি এই ছন্দ ধরে রাখতে পারব।' সেমিফাইনালে জাপানের উসি তানাকার মুখোমুখি হবেন শ্রীকান্ত। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। তাঁরা হেরে গিয়েছেন চিনের জিয়ান ঝেন ব্যাং-ওয়েই ইয়া জিনের কাছে।

ফুটবল মরশুমের ক্যালেভারে বদল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ মে ২০২৫ পনেরো

KHOSLA ELECTRONI



EXCLUSIVE OFFERS AT KHOSLA BUY AC OR REFRIGERATOR ON ALL BRANDS

TODAY & PAY EMI FROM JULY



5% INSTANT

OSBI Card

#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid



INSTALLATION WITH BRACKET worth₹ **2,500**

FASTEST DELIVERY WITHIN 24hrs



ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED THE PROPERTY OF THE PRO

DISCOUNT

DISCOUNT COPPER-INVERTER AC 1.0 Ton 3* 1.5 Ton 3*

on EMI Trxns. Validity: 10 May - 08 Jun 2025. T&C Apply.

₹19.990 1.0 Ton 5*

₹20.990 1.5 Ton 5* 2.0 Ton 3* ₹32.990

2.0 Ton 5* ₹43,490

Starting EMI ₹ 1,955

₹28,990

GENERAL ONIDA

₹25,990





VOLTAS @ LG SAMSUNG Panasonic



Starting EMI ₹2.025





OBAJAJ KGA DODO Say GENE VOLINS



180 Ltr SD EMI ₹ 1,166

FREE Chopper worth ₹ 695

&LG SAMSUNG GOON Whirlphool Haier LUCED Panasonic IFB @ BOSCH THE SAME

SAMSUNG



Bespoke AI WindFree™ Al that truly saves and cools

Save up to with Al Energy Mode

Al Fast & Comfort Cooling | 1 3D Map View

বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*

বিনাম্ল্যে ইনস্টলেশন'

7.5% ক্যাশব্যাক"

ডাউন পেমেন্ট

Bespoke Al WindFree* Split AC (5.0 kW) — AR60F19D15W —



Bespoke Al WindFree* Split AC (5.3 kW)



Bespoke Al Split AC (5.0 kW) - AR50F19D15H ---



Bespoke Al Split AC (5.3 kW)



Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.

Follow Samsung on: 🔇 samsung.com | 🚱 @SamsungIndia | 🔀 @SamsungIndia | 🔀 SamsungIndia | 🚺 @samsungIndia

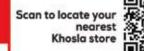
Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offervalid till stocks last.*Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account, Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). *Applicable only on WindFree* 5 star models. *Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier



CUSTOMER CARE NO.



BUY24X7@khoslaonline.com



15/1, Pranth Pally

Rail Gumti COOCHBEHAR Ph: 9147417300

RAIGANJ

Mohonbati Bazar Ph: 9147393600

ALIPURDUAR

Shamuktala Road Ph: 9874287232

SILIGURI

Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685

BALURGHAT

Hili More Ph: 98742 33392

MALDAH Ph: 98742 49132

আর্যর ওপেনিং জুটি সুপারহিট।

তারুণ্যের তেজে সাফল্যের ভিত গড়ছে। মাঝে অধিনায়ক শ্রেয়সের

ধরছেন। নিট ফল, তরতরিয়ে এগিয়ে

চলেছে পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবের

দেশি ঘোড়া হরপ্রীত ব্রার, শশাঙ্ক

সিংরাও ম্যাচ জেতাচ্ছে। জয়পুরের

দৈরথে নিঃসন্দেহে বিধ্বস্ত দিল্লির

থেকে সবদিক দিয়ে এই মুহূর্তে

এগিয়ে পাঞ্জাব। তবে নতুন করে

হারানোর কিছু নেই অক্ষর ব্রিগেডের।

ফলে চাপমুক্ত প্রতিপক্ষ পথের কাঁটা

হতে পারে শ্রেয়স আইয়ারদের জন্য।

আত্মতৃষ্টি নয়, ধারাবাহিকতা বজায়

রাখার কথা বারবার আউডাচ্ছেন

হেডকোচ রিকি পণ্টিং।

আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

নেহাল ওয়াধেরারা হাল

বিদেশি মার্কো জানসেনের সঙ্গে

আজ বড় লক্ষ্যে ত্র পাঞ্জাব

শেষপর্যন্ত লডাই চালিয়েও প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার আফসোস কুরে-কুরে খাচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরকৈ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে চালকের আসনে থেকেও যেভাবে ম্যাচ বেরিয়ে গিয়েছে, মানতে পারছেন না টিম ম্যানেজমেন্ট, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা।

কাঠগড়ায় দুই জোরে বোলার বাংলার মুকেশ কুমার ও শ্রীলঙ্কান তারকা দুষ্মন্ত চামিরা। মুম্বইয়ের তারকাখচিত ব্যাটিংকে চাপে রেখেও শেষরক্ষা হয়নি মুকেশ-চামিরার শেষ দুই ওভারে ৪৮ রান গলে যাওয়ায়। বিশেষত, ৮ কোটি টাকায় নেওয়া মুকেশের পারফরমেন্স গোটা মরশুম জুড়েই আতশকাচের নীচে।

২০২৫ আইপিএলে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে **मिल्लि शिविरत भूरकशरक निरा** অনাস্থার আবহ তীব্র হচ্ছে। প্রশ্নের মুখে অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলও। বোলিংয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি

ুআইপিএলে

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের জন্য প্রস্তুতিতে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

🇽 দিল্লি ক্যাপিটালস 🏽

পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

স্থান : জয়পুর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস

নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা নিয়েও সমালোচনা। থাকছে নিজেদের ঘরের মাঠ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া।

টিম দিল্লির বিদায়ি অবশ্য জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস সেখানে প্রথম দুইয়ে থাকার মেজাজে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের

দিল্লি ব্যস্ত কাটাছেঁডায়

১৮) হারের ফলে পাওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব (১২ ম্যাচে ১৭)। শেষ দুই ম্যাচে জিতলে ফাইনালে ওঠার বাড়তি সুযোগ হাতের মুঠোয়।

যুযবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং হরপ্রীত, নবাগত মিচেল ওয়েনরা প্রস্তুত দায়িত্ব ভাগ করে নিতে। ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে শনিবার যে লক্ষ্যে দিল্লির হতাশা, দেখাচ্ছে পাঞ্জাব কিংসদের। গ্রুপ আক্ষেপ আরও বাড়াতে বদ্ধপরিকর লিগের বাকি দুই ম্যাচে জয়ের অভ্যাস বজায় রেখে প্লে-অফে পা রাখা অগ্রাধিকার পাচ্ছে পন্টিংদের কাছে। সেখানে বিদায়ি ম্যাচের আগে জ্বলে ওঠার তাগিদ লোকেশ রাহুল, ফাফ ডুপ্লেসি, অভিষেক পোড়েলদের সামনে।

মুম্বই ম্যাচে অক্ষর খেলতে দলকে পারেননি। আশ্বস্ত করে অভিযান শেষের আগামীকাল ফিরছেন বলে খবর। মুকেশ, চামিরার জন্য ভুল শুধরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ম্যাচ। তবে মুকেশদের বসিয়ে বাকিদের দেখে নেওয়ার ভাবনাও ঘুরছে দিল্লি

হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানি গত ম্যাচের পর জানিয়েও দেন, শেষ দুই ওভারেই ম্যাচ হাত থেকে ফসকে যায়। পিচ মোটেই সহজ ছিল না। বল টার্ন করছিল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করেও তা হাতছাড়া হয়। হতাশা, আক্ষেপ ঝেড়ে পাঞ্জাবের পার্টি পগু করতে চাইছে দিল্লি। এখন দেখার. টগবগিয়ে ছুটতে থাকা পাঞ্জাব নাকি ছিটকে যাওয়া দিল্লি-জয়পুর জয়



মারমুখী অর্ধশতরানের পথে ঈশান কিষান। শুক্রবার।

ঈশান–ঝড়ে সুযোদয় হায়দরাবাদের

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- ১১৮/১ (১০ ওভার পর্যন্ত)

লখনউ, ২৩ মে : রজত পাতিদারের আঙুলের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় রাখায় শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নবম অধিনায়ক হিসেবে টস করতে নামেন জিতেশ শর্মা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের অভিষেক মঞ্চে রং ছড়ালেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঈশান কিষান।

২৩ মার্চ চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় দিনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৪৭ বলে ১০৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন ঈশান। সেদিন হায়দরাবাদ ২৮৬ রান তলেছিল। কিন্তু মাঝের সময়ে ঈশানের ব্যাটও কথা বলেনি। কিন্তু শুক্রবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে দর্শকদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ঈশান (৪৮ বলে অপরাজিত ৯৪)।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে অবশ্য ঝড় তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা (১৭ বলে ৩৪)। করোনার জন্য গত ম্যাচে ছিলেন না ট্রাভিস হেড। এদিন তাঁকে উলটোদিকে দাঁড় করিয়ে রেখে অভিষেক একাই কার্যত পাওয়ার প্লে-তে দলকে পঞ্চাশ পার করিয়ে দেন। টপকে যান টি২০-তে ৪ হাজার রানের গণ্ডিও। অভিষেককে ফিরিয়ে লুঙ্গি এনগিডি ওপেনিং জুটি ভাঙার পর স্থায়ী হননি হেড। এখান থেকেই খেলা ধরেন ঈশান। হেনরিচ ক্লাসেনকে (২৪) নিয়ে ৪৮ রানে জুটি গড়েন তিনি। অহেতুক আগ্রাসী ব্যাটিং নয়, চার-ছক্কার সঙ্গে খুচরো রানে স্কোরবোর্ডও সচল রাখেন ঈশান। যেটা সচরাচর তাঁর ব্যাটিংয়ে দেখা যায় না। মাঠের সব প্রান্তে শট খেলে পরিণত ব্যাটিংয়ের নমুনা রাখেন ঈশান। ক্যামিও ইনিংসে ঈশানকে সাহায্য করেন অনিকেত ভার্মা (৯ বলে ২৪)। এদিন হায়দরাবাদ ইনিংসে ১৫টি ছক্কা এসেছে। যা লখনউয়ের মাঠে কোনও টি২০-তে দ্বিতীয় সর্বাধিক। শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদ থামে ২৩১/৬ স্কোরে।

রানতাডায় নেমে পালটা দিচ্ছে বেঙ্গালরুও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ১০ ওভারে ১১৮/১ স্কোরে দাঁড়িয়ে। ক্রিজে ফিল সল্ট (৫৫) ও মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১০)। বিরাট কোহলি ২৫ বলে ৪৩ করে হর্ষ দুবের বলে ফেরার আগে টি২০-তে ৮০০ বাউন্ডারির মাইলস্টোনে পা রাখেন।

গিল আবও বলেছেন '১৩৫

শাহরুখ ও রাদারফোর্ড ওহ সময়

দারুণ ব্যাট করছিল। তাছাডা আমরা

পাওয়ার প্লে-তে খারাপ বল করিনি।

কিন্তু তারপরও ১৪ ওভারে ওরা

১৮০-তে পৌঁছে যায়, যা ব্যবধান

গড়ে দেয়। প্লে-অফের আগে গ্রুপ

লিগের শেষ ম্যাচে (রবিবার,

প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস) ছন্দটা

পেয়ে উচ্ছসিত ম্যাচের নায়ক

ডেকান চার্জার্সের হয়ে অভিষেকের

কথা। ১৫ বছরে বারবার দল

বদলেছেন। অবশেষে লখনউয়ের

জার্সিতে শতরান। কৃতিত্বটা ওপেনিং

পার্টনার মার্করাম<mark>কৈও দিচ্ছেন।</mark>

ভালো শুরু করেও প্রত্যাশিত

লিগ টেবিলের এক নম্বর দলকে

হারিয়ে আফসোস ঝরে পড়ল ঋষভ

পন্থের কথায়। লখনউ অধিনায়ক

বলেছেন, 'ভালো ক্রিকেট খেলার

কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে

দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও

সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য

তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা।

জানিয়েছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও।

ফ্র্যাঞ্চাইজির

ফেরার জন্য। সুপার জায়েন্টস

পরিবারের নতুন সদস্য উইল ও'রৌরকেকে অভিনন্দন দুর্দান্ত

পারফরমেন্সের জন্য।'

জয়ে ফেরা দলকে শুভেচ্ছ

'শুভেচ্ছা

বারবার

এটাই ক্রিকেট।

লখনউ

বলেছেন.

আসেনি

সেই আক্ষেপ মার্শের গলাতেও।

প্রথম

মুখে ২০১০ সালে

দলগতভাবে।

কর্ণধার

ফিরে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।'

আইপিএলে

পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ারের লক্ষ্য এবার ১০০ মিটার

নীরজ প্রসঙ্গে চুপ াকিস্তানের আশদি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে একে অপরকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন বারবার। তবে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

খুব বেশি নয়, মাসখানেক আগের কথা। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের আশাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতের তারকা জ্ঞাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। সেজন্য কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি নীরজকে। যদিও পহলগাম সন্ত্রাস হামলার পর সেই প্রতিযোগিতাই স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে নীরজকে বলতে শোনা যায়, আর্শাদ কখনোই তাঁর 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ছিলেন না। এমনকি দুইজনের যে সম্পর্ক ছিল এবার হয়তো সেটাও থাকবে না। নীরজের সেই মন্তব্যের জবাব দিতে যদিও খুব বেশি শব্দ খরচ করেননি পাক জ্যাভলিন থোয়ার। আশদি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় সেনাবাহিনীর রয়েছি। আগামী দিনেও থাকব। প্যারিসে সোনাজয়ী আশাদি প্রসঙ্গ এডিয়ে যাওয়ায় কি তবে দই তারকা জ্যাভলারের বন্ধুত্বে দাঁড়ি টেনে দিল? এদিকে, দোহা ডায়মন্ড লিগে



ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে নীরজ চোপড়া ও আর্শাদ নাদিমের।



এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামী দিনেও

আশদি নাদিম

সদ্য ৯০ মিটারের বাধা টপকেছেন নীরজ। ভারতের প্রাক্তন অ্যাথলিট

গগন নারাং মনে করছেন এই সাফল্য আগামী দিনে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে নীরজকে। বলেছেন, 'একটা অদৃশ্য বাধা ছিল নীরজের সামনে। সেটা এবার ভেঙে গিয়েছে। আমার ধারণা এই সাফল্য মানসিকভাবে ওকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।' প্রতিদ্বন্দ্বী আশাদ অবশ্য এই ব্যাপারেও বিশেষ মন্তব্য করতে চাননি।

শুধু বলেছেন, 'এটা নীরজের জন্য ভালো।' পাক জ্যাভলিন থোয়ারের সংযোজন, লডাইটা সবসময় নিজের সঙ্গে। আমার লক্ষ্য একদিন না একদিন ১০০ মিটার স্পর্শ করা।

টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা ম্যাথিউজের

কলম্বো, ২৩ মে: টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন তিনি।

আগামী মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। গলে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি খেলেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তিনি। ২০০৯ সালে এই গলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। নিজের বিদায়ি বার্তায় ম্যাথিউজ বলেছেন, 'একটানা ১৭ বছর শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। এবার টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টই আমার কেরিয়ারের শেষ টেস্ট হতে চলেছে।' তবে টেস্টকে বিদায় জানালেও সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে খেলবেন বলেই জানিয়েছেন ম্যাথিউজ। তিনি বলেছেন, 'টেস্টকে বিদায় জানালেও শ্রীলঙ্কার হয়ে ওডিআই ও টি২০ ফর্ম্যাটে খেলার

জন্য সবসময় আমি তৈরি। এখনও পর্যন্ত ১১৮টি টেস্ট খেলে ৪৪.৬২ গড়ে ৮১৬৭ রান করেছেন ম্যাথিউজ। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে টেস্টে ততীয় স্বাধিক রানসংগ্রহকারী তিনি। টেস্টে ১৬টি শতরান ও ৪৫টি অর্ধশতরান রয়েছে এই বর্ষীয়ান ক্রিকেটারের। পাশাপাশি ৩৪টি টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ম্যাথিউজ।

৪ উইকেট জয়জিতের

পার্ভুবি, ২৩ মে : পার্ভুবি ক্রিকেট লিগে শুক্রবার টিচার্স ইউনিট ১০ উইকেটে থান্ডার বোল্টসকে হারিয়েছে। প্রথমে থান্ডার ৯.২ ওভারে ৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। জয়জিৎ বিশ্বশর্মা পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে টিচার্স ৫.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৬৬ রান তুলে নেয়। শিবা দাস ৩৬ রান করেন।

অন্য ম্যাচে কিং চ্যালেঞ্জার্স ২০ রানে সানসাইন ওয়ারিয়রের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে কিং ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৭ রান তোলে। জয়দেব রায় ৩৩ রান করে। জবাবে ওয়ারিয়র ৮ উইকেটে ৮৭ রানে আটকে যায়। কর্ণজিৎ বর্মন ২৩ রান করেন।

> গণ সংবর্ধনা নিয়ে বাড়িতে বৈভব -খবর চোদ্দোর পাতায়

> > Academic

Session

একটা হারেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শুভমানরা

ম্যাচ জিতেও আক্ষেপ পন্থের

প্রথম দুইয়ে থাকার বড় ভাঁজ বাড়াতে বাধ্য। দাবিদার। যদিও সেই ফুরফুরে মেজাজে হঠাৎ সিঁদুরে মেঘ। একটা ম্যাচ, একটা হারে বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। লখনউ সুপার জায়েন্টসের বৃহস্পতিবার অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে যাওয়ার পর গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল যা মেনেও নিচ্ছেন।

গিলের যক্তি, ২৯ মে শুরু প্লে-অফে ভুলভ্রান্তির সুযোগ কম। উনিশ-বিশে গোটা বছরের স্বপ্ন, পরিশ্রম



ভালো ক্রিকেট খেলার কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা বারবার তা করে দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা। এটাই ক্রিকেট।

ঋষভ পন্থ

এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হতে পারে। সতীর্থদেরও যা মনে করিয়ে দিলেন। হেডকোচ আশিস নেহেরা. অধিনায়ক শুভমানদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে তিন বিভাগেই লখনউয়ের হাতে 'মাত' খাওয়া।

ফর্মে থাকা বোলিং পুরোপুরি ফ্লপ। বোলারদের কাজ কঠিন করেছে দলের ফিল্ডিং। প্রথম থেকে একঝাঁক ক্যাচ ফেলে লখনউ ব্যাটারদের সুযোগ করে দিয়েছে। মিচেল মার্শ (৬৪ বলে ১১৭), নিকোলাস পরান (৫৬), আইডেন মার্করামরা (৩৬) যার ফায়দা তুলতে ভুল করেননি। দাগ কাটতে ব্যর্থ বোলাররাও। বাটলার না থাকা মানে মিডল অর্ডারে বিশেষত, রশিদ খানের ফর্ম কপালের

গারেনি গুজরাটের টপ অর্ডার। বি সাই সুদর্শন (২১), শুভমান (৩৫), বাটলার (৩৩), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (৩৮) ক্রিজে জমে গিয়েও আসর জমাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত প্রত্যাশার ফানুস বাঁচিয়ে রাখলেও শাহরুখ খানের (৫৭) ইনিংসে বাঁচেনি ম্যাচ। ২০২ রানে আটকে গিয়ে ৩৩ রানে হার।

ছাপিয়ে প্লে-অফেব ভাবনা, অজানা আশঙ্কা। বাটলার সহ একাধিক বিদেশি ক্রিকেটার ভারত ছাড়বেন নিজ নিজ দেশের হয়ে খেলার দায়বদ্ধতার কারণে।

অনেকটা শূন্যতা তৈরি হওয়া। লখনউ ম্যাচের আগে শাহরুখ খান রান তাড়া করতে নেমে ১৭ ওভার ২৩৬ টার্গেটের চাপ নিতে বলেছিলেন, টপ অডারে শুভমান- পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ে ছিলাম। সুদশনরা ভালো খেলছেন। প্রয়োজন পঁডলে মিডল অর্ডারও প্রস্তুত। কিছুটা ঝলক শাহরুখের ব্যাটে দেখা গেলেও 'ফিনিশার' বাটলারের বিকল্প মেলা কঠিন তা পরিষ্কার।

> দলকে ছন্দে ফেরানোর সঙ্গে বাটলারদের বিকল্প প্রস্তুত, প্লে-অফের আগে বড চ্যালেঞ্জ গুজরাটের হেডকোচ আশিস নেহেরাদের জন্য। শুভমানও বোলিং ব্যর্থতা স্বীকার করছেন। জানান, ১৫-২০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছেন। লখনউকে ২১০-২২০ রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম



অবশেষে হাসি ফুটল লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পত্তের মুখে। আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবার রাতে।

দাতু ফাদকারে

নামবে রামভোলা কোচবিহার, ২৩ মে : রবিবার

থেকে শুরু হতে চলা সিএবি-র দাত্ত ফাদকর ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে কোচবিহারের হয়ে অংশ নেবে রামভোলা হাইস্কুল। দলে রয়েছে ময়ুখ দাস (অধিনায়ক), শুভদীপ দাস, প্রাচুর্য বিশ্বাস, সর্বদীপ দেব, সমিত সাহা, সৌম্যদীপ বীর, অঙ্কিত গুপ্তা, শুভজিৎ সাহা, সানি দাস, তিয়াস চক্রবর্তী, তুষার রায়, অরিজিৎ দাস, দেবায়ন সাহা ও সৌমিক দত্ত। কোচ ও ম্যানেজার সৌমিত্র পাল্ডে। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি রাহুলকমার রায় জানিয়েছেন, বীরভূমের সিউড়িতে খেলতে দল রওনা দেবে ২৯ মে। রামভোলা হাইস্কুল ৩১ মে রত্নাকর নর্থ পয়েন্ট স্কুলের বিরুদ্ধে নামবে।

সেরা বারাবশা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ মে প্রিমিয়ার কামাখ্যাগুডি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বারবিশা টাইটান্স। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে রাইজিং এসপি ইলেভেনকে। টাইটান্স প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ডনিল দত্ত ১০৭ রানে অপরাজিত থাকেন। সুজন মজুমদারের শিকার ২০ রানে ৩ উইকেট। জবাবে রাইজিং ১৯.৫ ওভারে ২২৭ রানে সব উইকেট হারায়। রূপম বর্মন ৬৩ রান করেন। দীপঙ্কর পাল ৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সীতার হ্যাটাট্রক

হলদিবাড়ি, ২৩মে:দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তাফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবলে শুক্রবার গোমটু ভূটান এফসি ৪-৩ গোলে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। ভটানের দেওয়ানগঞ্জের মাঠে গোলস্কোরার পাঁচু থাপা, তনুশ্রী রায়, অন্তনিশা ওরাওঁ ও সুষমা[®]ওরাওঁ। নন্দঝাড়ের সীতা বিশ্বীস হ্যাটট্রিক করেন। শনিবার খেলবে কলকাতার গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি ও কালিস্পংয়ের দেবাঞ্জন শেরে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি।

জিতল টাডন

হলদিবাড়ি, ২৩ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার টুফি ফুটবল লিগে শুক্রবার হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ২-১ গোলে পাভাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। টাউনের শেখ আখতার ও ম্যাচের সেরা মহম্মদ রাহুল গোল করেন। পান্ডাপাড়ার গোলটি সৌভিক রায়ের। শনিবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে

বেরুবাড়ি নবীন সংঘ।

जिया प्रकानती 2025-26 New Semester 1-4 Rooks **CLASS 11 + 12** TB নং প্রাপ্ত আদর্শ পাঠ্যবই সেরার সেরা সহায়িকা বই NGLISH WITOR



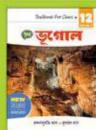








🗭 भिक्षाविकाल







চাকরি পেতে বিলম্ব, উদ্যোগী আইএফএ

সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা ফুটবল দলের অধিকাংশ ফুটবলার ইতিমধ্যেই চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। বাকি মাত্র দুই ফুটবলার।

প্রথমজন জুয়েল আহমেদ মজুমদার। জানা গিয়েছে, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র ভিনরাজ্যের। যে কারণে ভেরিফিকেশন আটকে। ফলে চাকরি পেতে বিলম্ব হচ্ছে। জুয়েল গোটা বিষয়টা জানিয়েছিলেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-কে। সংস্থার সচিব অনিবর্ণা দত্ত নিজে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন। কথা বলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ

আশ্বাস দিয়েছেন। চাকরি হয়নি বাসুদেব মান্ডিরও। যদিও তাঁরও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে চাকরির প্রক্রিয়া আর্টকে গিয়েছে।

বাংলাপক্ষের ডেপ্রটেশন

এদিকে, কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে আরও বেশি ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করতে শুক্রবার আইএফএ-তে ডেপুটেশন জমা দিল বাংলাপক্ষ।

বাডিয়ে ৯ করার দাবি জানাল তারা। এ ব্যাপারে আইএফএ-র তরফে সচিব অনিবর্ণা দত্তর বক্তব্য, 'বাংলার ফুটবলারদের স্বার্থে প্রতিযোগিতার মানটাও বজায় রাখতে হবে। আমার ধারণা, তুলনায় সেই মানের পর্যাপ্ত বাঙালি ফুটবলারের অভাব রয়েছে। তাছাড়া আই লিগ, আইএসএলের দলগুলোর স্বার্থও দেখতে হবে আইএফএ-কে।'

ভবিষ্যতে প্রিমিয়ার ডিভিশনের প্রথম একাদশে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে সর্বাধিক ৭ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।